[illegible]-সিরিজ

[illegible]



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক

নাট্যাকারে গ্রথিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

* * বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে * *

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত

কলিকাতা,

১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট, 'বসুমতী বৈদ্যুতিক

রোটারী মেসিনে'

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[illegible]

[illegible] টাকা।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

চরিত্র

পুরুষ

নগেন্দ্র দত্ত	...	সম্ভ্রান্ত জমীদার।
শ্রীশচন্দ্র	...	ঐ ভগ্নীপতি।
সতীশ	..	শ্রীশচন্দ্রের শিশু পুত্র।
হরদেব ঘোষাল	...	উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও নগেন্দ্রের বন্ধু।
দেবেন্দ্র দত্ত	...	নগেন্দ্রের জ্ঞাতি ও দেবীপুরের জমীদার।
সুরেন্দ্র	...	দেবেন্দ্রের জ্ঞাতি-ভ্রাতা
বেঞ্চা	...	ঐ মোসাহেব।
ব্রহ্মচারী	...	
ডাক্তার		নগেন্দ্র দত্তের চিকিৎসালয়ের ডাক্তার।

দেওয়ান ভৃত্য, দরোয়ানগণ ও বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সূর্য্যমুখী	...	নগেন্দ্রের স্ত্রী।
কমলমণি	..	ঐ ভগ্নী।
কুন্দ	...	ঐ আশ্রিতা।
হীরা	...	ঐ প্রধানা পরিচারিকা।
মালতী	...	হীরার সঙ্গী ও দেবেন্দ্রের অনুগতা।
হরমণি	...	ব্রহ্মচারীর শিষ্যা।
কৌশল্যা	...	দাসী।

হীরার আয়ী, অন্তঃপুরিকাগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

বিষবৃক্ষ

প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নগেন্দ্র দত্তের অন্তঃপুর

অন্তঃপুরিকাগণ বিবিধ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত

১মা স্ত্রী। কে জানে ভাই, বড়মানুষের বাড়ী যেমন গতর যোগায় তেমনি খাটিখুটি; দু'মুঠো খাই, আমাদের অত কথায় কাজ কি?

২য়া স্ত্রী। তুমি ভাই, অমন কথা বলো না। বাবুর আপনার মামী, বরং আমরা কর্ত্তার ভাগ্নীর মেয়ে, সম্পর্ক একটু টেনে আন্‌তে হয়

৩য়া স্ত্রী। তোমার ও কথাটি বলা বড় অন্যায়। বাবুই বল আর গিন্নীই বল, তোমাদের কি পর দেখেন? আমাদের তবু একটু রক্তের টান টেনে আন্‌তে হয়, কিন্তু ঐ ছুঁড়ীটে কুড়োনো মেয়ে, গিন্নী আপনার দাই-ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন—অলুক্ষণে কপালে সইবে কেন—ছোঁড়া আঁচে মারা গেল, তবু মা'র আমার তাকে একটু অযত্ন নেই, বোন্‌টির মতন কোরে কাছে রেখেছেন।

১মা স্ত্রী। চুপ চুপ, ও কথা তুলিস্‌নি। দেখিস্‌নি, গিন্নীর চোখ যেন একটু ভারি ভারি। ছুঁড়ী হ'তে বুঝি ঘরের সর্ব্বনাশ হয়—কারুর চোখ বুঝি—

২য়া স্ত্রী। ছি ছি, ও কথা মুখে আন্‌তে আছে? তিনি কারুর দিকে উঁচু নজরে চান না।

৩য়া স্ত্রী। তিনি না উঁচু নজরে চান—ইনির নজরের উপর ত আর কারুর চৌকী নেই। দেখিস্‌নি—আমরা মরি দুঃখ কোরে যে, ছুঁড়ী অল্পবয়সে বিধবা হলো, কিন্তু ওর একটি দিনের তরে দেখ-ছিস্ কি যে, সে স্বোয়ামীর কথা ভাবে, না—তার জন্মে কাঁদে?

৪র্থা স্ত্রী। তা বল্‌তে কি ভাই, সে যে বিদ্‌ঘুটে স্বোয়ামী ছিল, তার জন্মে চোখের জল বের করা দুষ্কর। নিজে স্বোয়ামী হয়ে ছুঁড়ীটাকে টেনে টেনে ঐ দেবীপুরের দেবু দত্তের সামনে নে যেতো; বল্‌তো, কথা কও, হাস, গল্প কর।

২য়া স্ত্রী। সে কি জান, তার ইংরিজীপানা মেজাজ ছিল। স্কুলের ম্যাষ্টার কি না। স্ত্রীকে স্বাধীন-না-তা-ধীন্-ধীন্—কি কর্ত্তো।

৩য়া স্ত্রী। তবে আর দোষ কি? স্বোয়ামী নিজে যখন তা-ধিন্-ধিন্ নাচতে শিখিয়ে গেছে, তখন ও তো চোখ ঘুরিয়ে আসরে নামবেই।

১মা স্ত্রী। মিছে এক জনের ঘাড়ে দোষ চাপালে চল্‌বে কেন বাছা? পুরুষ যতই সেয়ানা হোন, চেপে চলুন। মেয়েমানুষের চোখ একটু আঁচ পেলেই ধরতে পারে। আমি ক'দিন দেখেছি, নজরে শুধু ইনির দিক থেকেই নয়, তিনির দিক থেকে বরং বেশী আছে, তা বাছা, আমায় ভালই বল আর মন্দই বল।

৩য়া স্ত্রী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমারই কি আর চোখ নেই, আমি তোমার ঢের আগেই বুঝতে পেরেছি যে বাবুও—

৪র্থা স্ত্রী। চুপ কর। পেটের কথা খুললে তো বলি শোন। যে দিন—

৫মা স্ত্রী। তুই বল্‌বি কি? আমি বেশ ঠাওরে দেখেছি যে—

১মা স্ত্রী। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—এর আর ঠাওরা-ঠাওরি কি? যার কপালে ভগবান্ দুটো চোখ দিয়েছেন, সেই বুঝতে পেরেছে; বুঝতে কি আর—

২য়া স্ত্রী। থাক না গো, ও সব কথায় আমাদের কাজ কি? ভাত খাই, কাঁসি বাজাই, আমাদের ও সব কথা কেন?

৩য়া স্ত্রী। বলি, আমরা তো আর ঢাক বাজাতে যাচ্ছি না, আপনা-আপনি ব'লেই বল্‌ছি। এর ভেতর যদি কোন চোখখাগী গিয়ে গিন্নীর কাছে সাতখানি কোরে লাগায় তো যেন—যেন—ও মা—ঐ যে ছুঁড়ী আস্‌ছে, চুপ কর, চুপ কর সব।

(কুন্দের প্রবেশ)

১মা স্ত্রী। এই যে, আয় বাছা, তোর কথাই হচ্ছিল। আমরা সবাই বলি, বিধেতার এম্‌নি নীলে, তোমার এমন দুদ্দশা হ'লো। তা শুনছি, বাবু না কি সব পণ্ডিত ডাকিয়ে বিধবা-বিয়ের ব্যবস্থা নিচ্ছেন, হয় তো কোন ভাল বরের সঙ্গে তোর আবার বিয়ে হবে।

৩য়া স্ত্রী। আর আমাদের বাবুই যদি নিজে বিয়ে করেন, তাই বা কে কি করতে পারে?

কুন্দ। কে কাকে বে করবে? আপনারা কি আমায় কিছু বলছেন?

৩য়া স্ত্রী। তোমায় না—মায়ের পাড়ার ভট্‌চায্যি মশায়ের সেজো খুড়োকে বলছিলুম।

২য়া স্ত্রী। হ্যা হ্যাঁ—এই অষ্টমীর উপোসটা কবে হবে, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম।

(হরিদাসীর প্রবেশ)

হরি। জয় রাধেকৃষ্ণ!

৪র্থা স্ত্রী। এই নাও, অষ্টমীর কথা মুখে আন্‌তেই এক বষ্টুমী এসে উপস্থিত।

১মা স্ত্রী। কে রে মাগী বাড়ীর ভেতর? ঠাকুরবাড়ী যা। ও মা, এ আবার কোন্ বোষ্টুমী গো? দিব্যি সাজগোজ বে, মুখখানারও চটক আছে।

২য়া স্ত্রী। হ্যাঁগা ? তুমি কে গা ?

হরি। আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মাঠাকরুণরা গান শুনবে ?

সকলে। ওগো, শুনবো গো শুনবো।

হরি। কি গাইব ?

২য়া স্ত্রী। গোবিন্দ অধিকারীর গান জান ?

১মা স্ত্রী। না না, গোপালে উড়ে ?

৩য়া স্ত্রী। না না, সখীসংবাদ কি বিরহ গাও।

৪র্থা স্ত্রী। রেলগাড়ীর গান গাইতে হয় গাও, নইলে শুনবো না।

হরি। (কুন্দের প্রতি) হ্যাঁগা, তুমি যে ঘাড়টি হেঁট ক'রে রইলে, কিছু ফরমাস করলে না ?

৩য়া স্ত্রী। ওগো ও কুন্দ ঠাকরুণ! তুমি না ফরমাস করলে ও গাইবে না।

৫র্থী স্ত্রী। মেজজ্যেঠাই! কেন তুমি ও বেচারীকে অত অপ্রস্তুত কচ্চো ? বল তো ভাই কুন্দ—বল, কি গান গাইবে বল।

কুন্দ। (১মা স্ত্রীর প্রতি) কীর্ত্তন গাইতে বল না।

১মা স্ত্রী। ওগো, কুন্দ কীর্ত্তন গাইতে বল্‌ছে গো।

হরি। বটে, তবে তাই গাই। (সুর ভাঁজা)

৩য়া স্ত্রী। হুঁ, সকলের কথা ঠেলে ওরই কথা মাথায় ক'রে নেওয়া হলো বুঝি ?

১মা স্ত্রী। বুঝি কিছু শুনেছে—সেই কথা—যে কথা হচ্ছিল, তাই এখন থেকেই মন রাখছে।

৩য়া স্ত্রী। কৈ, গাইলে না—সুরই ভাঁজছো যে!

হরি। বুঝতে পারিনি মাসি!

(গীত)

শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলেম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে॥
মানের দায়ে তুই মানিনী, (আমি) তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কয়ে ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে॥
দেখবো তোমায় নয়ন ভ'রে, তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে,
যখন রাধে ব'লে বাজে বাঁশী, তখন নয়নজলে আপনি ভাসি;
তুমি যদি না চাও ফিরে, তবে যাব সেই যমুনাতীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী ত্যজবো প্রাণ, এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিবে জলে, বিকাইনু পদতলে।
এখন চরণ-নূপুর বেঁধে গলে, পশিব যমুনা-জলে॥

৪র্থা স্ত্রী। কেমন তো হলো—এইবার একটা রেলগাড়ীর গাও।

হরি। গান গেয়ে আমার গলা শুকুচ্ছে, আমায় একটু জল দাও।

১মা স্ত্রী। তা দিচ্ছে। কুন্দ, দাও তো গা ঐ পাশে ঘটিতে আছে, এগিয়ে দাও তো।

(কুন্দের জল আনয়ন)

হরি। তোমাদের পাত্র আমি ছোব না, এসে আমার হাতে ঢেলে দাও। আমি জাতবষ্টম নই। (কুন্দের গিয়া জল দেও তুমি না কি গা কুন্দ?

কুন্দ। কেন গা ?

হরি। তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখেছ ? (উচ্চৈঃস্বরে) দাঁড়াও, আগে হাত ধুয়ে নিই। (নিম্নস্বরে) দেখেছ, তোমার শাশুড়ীকে ?

কুন্দ। না।

হরি। তোমার শাশুড়ী এখানে এসেছেন। আমাদের বাড়ীতে আছেন, তোমাকে দেখবার জন্যে বড় কাঁদছেন! আহা! হাজার হোক শাশুড়ী কি না! সে তো আর এখানে এসে তোমাদের গিন্নীর কাছে পোড়ারমুখ দেখাতে পারবে না, তা তুমি কেন একবার আমার সঙ্গে গিয়ে দেখা দিয়ে এস না। মরি মরি, তোমার হাতের জল কি মিষ্টি! (উচ্চৈঃস্বরে) আর একটু জল দাও। বড় তেষ্টা! (নিম্নস্বরে) যাবে ?

কুন্দ। না।

হরি। কেন গা ? হাজার হোক শাশুড়ী—তাতে ছেলেটি নেই, তবু তোমাকে দেখলে একটু সুখী হবেন।

কুন্দ। আমি গিন্নীকে না ব'লে কোথাও যেতে পারবো না।

হরি। গিন্নীকে বোলো না, যেতে দেবে না, হয় তো তোমার শাশুড়ীকে আনতে পাঠাবে। (উচ্চৈঃস্বরে) দাও দাও, এখনও তেষ্টা ভাঙ্গে না। কি বল ?

কুন্দ। তা গিন্নীর অনুমতি না নিয়ে যেতে পারিনি।

হরি। আচ্ছা, তবে তুমি গিন্নীকে ভাল ক'রে ব'লে রেখো, আমি আর একদিন এসে নিয়ে যাবো, কিন্তু দেখো, ভাল ক'রে

বোলো, আর একটু কাঁদাকাটি ক'রো, নইলে হবে না। থাক্‌—হয়েছে। প্রাণটা কতক জুড়িয়ে গেল।

(সূর্য্যমুখীর প্রবেশ)

সূর্য্য। ও কে ও, তুমি কে গা ?

১মা স্ত্রী। ও একজন বষ্টমী—গান গাইতে এসেছে! গান যে সুন্দর গায় গো। এমন গান কখনও শুনিনি মা! তুমি একটি শুনবে ? গা ত গা হরিদাসী—একটা ঠাকুরুণবিষয় গা—

হরি। শ্যামাবিষয় শুনবেন, আচ্ছা, গাচ্ছি—

(গীত)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বোলে ডাকে। (মাঝে মাঝে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো—সে যেন সাবধানে থাকে ॥ (খুব)

সূর্য্য। রসো। তোমাদের কারুর আঁচলে পয়সা আছে গা ?

হরি। আজ থাক, দু'চার দিন এসে আগে ভাল ক'রে গান শোনাই, তার পরে একেবারে মনের মত বক্‌সিস্‌ নিয়ে যাব। আজ এখন আসি।

[সূর্য্যমুখীর প্রস্থান

(গীত)

আয় রে চাঁদের কোণা,
খেতে দিব ফুলের মধু পরতে দিব সোনা ;
আতর দেব শিশি ভ'রে গোলাপ দেব কার্ব্বা ক'রে,
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে দেব পানের দোনা ॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

১মা স্ত্রী। বোষ্টুমী গায় বেশ, দেখতেও বেশ সুন্দরী।

২য়া স্ত্রী। তা হোক সুন্দর, নাকটা একটু চাপা।

৩য়া স্ত্রী। রংটা বাপু বড় ফেঁকাশে।

৪র্থা স্ত্রী। চুলগুলো যেন শোণের দড়ী।

২য়া স্ত্রী। হ্যাঁ, তা বললে যদি, কপালটাও একটু উঁচু। আর গড়নটা যেন কাঠ কাঠ।

৩য়া স্ত্রী। আর ওপর ঠোঁটটা দেখেছিস্, বিশ্রী পুরু।

৪র্থা স্ত্রী। তা বৈ কি, ঠিক যেন যাত্রার সখীদের মত, দেখে ঘেন্না করে।

২য়া স্ত্রী। তা দেখতে যেমন হয় হোক্, মাগী গায় ভাল।

১মা স্ত্রী। তাই বা কি, মাগীর গলা বড় মোটা।

৩য়া স্ত্রী। ঠিক বলেছিস্ ভাই, মাগী যেন ষাঁড় ডাকে, গান গাইতে জানে না। একটা সখীসংবাদ গাইতে পারলে না।

৪র্থা স্ত্রী। দেখ ভাই, মাগীর একটা বড় দোষ, মোটে তালবোধ নেই।

১মা স্ত্রী। মরুক, ভারি তো বোষ্টুমী, তার আবার কথা, ওকে আবার কুন্দ ঠাকরুণ কেত্তন গাইতে ফরমাস করলেন ! এখন চল

রান্নাবাড়ী যাই; গিন্নী দেখে গেলেন, আবার ভাববেন, ব'সে ব'সে গল্প কচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বাটীর সংলগ্ন উদ্যান

নগেন্দ্র

নগে। এ কি! কি থেকে কি হলো! তবে—না লোকে বলে যে, সাধুকার্য্যের ফল কখনই বিষময় হয় না। নিজের গর্ব্ব কচ্ছি না, কিন্তু যখন ঐ অসহায়া অনাথিনী বালিকা কুন্দনন্দিনীকে তার পিতার শবপার্শ্ব হ'তে উত্তোলন কোরে নিয়ে আসি, তখন কোন স্বার্থচিন্তা আমার মনে উদয় হয়নি, মাত্র করুণার বশে অভাগিনী বালাকে আশ্রয় দিয়েছিলেম, কিন্তু আজ তা হ'তেই কেন আমার সর্ব্বনাশ হচ্ছে! কি এ—কি এ! আমার অদৃষ্টে বজ্রপাত হবার জন্যই কি ঐ বালিকার জন্ম, নইলে সূর্য্যমুখী তো আপনার ধাত্রীভ্রাতা তারাচরণের সঙ্গে ওর বিবাহ দিয়াছিল, তবে কেন সে মলো, কেন আমার লজ্জাবতী লতা বিধবা হ'লো। আহা, কি চায়! কেমন চায়! সেই নীলোৎপল-লোচনে কি নৈরাশ্যজড়িত আশা—কি ভীতিবিহ্বল লালসা—চেয়ে চোখটি নামালে, যেন আমায় চাইলে—ভয়ে বলতে পাল্লে না, সেই ত্রাসতরল চাহনি আমার সর্ব্বনাশ করলে! এখন কেবল তাকেই

ভাবতে ইচ্ছা করে—আর কিছু ভাল লাগে না ; কেবল অনন্য-মনা হয়ে কুন্দনন্দিনীর অনুপম সারল্য, অতুলনীয় লাবণ্য-বৈচিত্র্য দিবাস্বপ্নে মানসপটে পরিবর্তনের পর পরিবর্ত্তন কোরে চিন্তা করতে সাধ যায়।

(দেওয়ানের প্রবেশ)

দেও। হুজুর! মোক্তার মশায় চিঠি লিখেছেন যে, গোপালপুরের মোকদ্দমার জন্যে আর তিন শত টাকা পাঠান হয়, আর সেনজা সাক্ষ্য দিতে সেথায় রওনা হয়।

নগে। হ্যাঁ হ্যাঁ। কে এর সাক্ষ্য দেবে, আমার হৃদয়—আমার প্রাণ,—আমার অন্তরাত্মাই সাক্ষ্য দেবে।

দেও। হুজুরের আজ্ঞা বুঝ্‌তে পারলেম না, কি অনুমতি হয়?

নগে। কি অনুমতি? সে অনুমতি কি পাব, তা কি হবে? না না, বুঝেছি—বুঝেছি। দাওয়ানজী না? তুমি কি বলছিলে?

দেও। আজ্ঞা, গোপালপুরের মোকদ্দমার কথা, টাকা পাঠান, আর সেনজাকে—

নগে। হ্যাঁ দেখ, তোমাদের বার বার বলছি যে, আমাকে বিরক্ত করো না। তুমি বাবার আমল থেকে এ ষ্টেটে কাজ কচ্ছ, কখন্ কি করা উচিত—তুমি জান না? আমার কাছে কেন মিছে ন্যাকামো করতে আস, যাও ভাই, যা হয় কর গে, আমার শরীরটা ভাল নেই।

[দেওয়ানের প্রস্থান।

নগে। একটু নিশ্চিন্তি হয়ে ভাববো, মনে মনে তাকে পাশটিতে রেখে তার মুখখানি দেখে চোখপানে চেয়ে সুখী হব, তা করতে দেবে না। উচ্ছন্ন যাক সব, বিষয়সম্পত্তি থাকা কি জ্বালা, যাদের নাই, তারা ভাবে যে, জমীদারেরা বুঝি বড় সুখী। বুঝতে তো পারে না যে, আমাদের কত চিন্তা ; এত চিন্তা যে, নিজের প্রাণের ব্যথা নিয়ে এক দণ্ড চিন্তা করবার অবসর পাওয়া যায় না।

(হরদেব ঘোষালের প্রবেশ)

হর। কি হে ভায়া! কিসের চিন্তা—কিসের অবসর পাও না? আপাততঃ দেখছি তো এই বুড়োকে এক ছত্র ভাল কোরে পত্র লেখবারও অবসর পাও না।

নগে। (শশব্যস্তে) এ কি, দাদা যে! কোথা থেকে? এস এস।

হর। তুমি তো ডাক দিলে না, কাজেই আপনি এসে উপস্থিত হ'লেম, এখন ওঠ, একবার কোলাকুলিটা করি।

নগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, (পরস্পরের আলিঙ্গন) ব'স—ব'স। তবে সব কুশল তো?

হর। হ্যাঁ, এক রকম চলছে মন্দ নয়, তবে আর খাটতে পারি না।

নগে। তার আর আবশ্যকই বা কি? অনেক দিন তো বলছি, পেন্সন নাও! অভাব তো কিছুরই নেই, কেন আর বিদেশে বিদেশে ঘোরা?

হর। কি জান ভায়া? আমরা কতকটা বেতো ঘোড়ার ধাত

পেয়েছি, যতক্ষণ যোতা আছি, ততক্ষণই খাড়া আছি, আর যোত খুলে দিলেই লুটতে থাকবো। চিরকালটা খেটে এলুম, খাটুনীর জোরেই বাঁচা। তবে এইবার একটা লম্বা ফার্‌লো নিয়ে ফেলেছি। ভাবলুম, একবার পরখ কোরে দেখি, বসে' ব'সে শরীর বয় কি না? কলকেতায় গেছলেম, তোমার ভাগ্নেকে দেখে এলেম। শ্রীশের দিব্য ছেলেটি হয়েছে। তার পর ভাবলেম, তোমাকে একবার চম্‌কে দিয়ে যাই।

নগে। এ আর চম্‌কান কি, আমার বাড়ী কি আর তোমার বাড়ী নয়? যখন ফার্‌লো নিয়েছ তখন তোমায় শীগ্‌গির ছাড়ছিনি। এখানে কিছুদিন থাকতে হচ্ছে।

হর। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কাছে ফার্‌লো পেয়েছি বটে, কিন্তু হোম্ গবর্ণমেণ্ট তো বেশী ছুটী মঞ্জুর করেন নি। বরং সে হুজুরে এখন অহরহ হাজির চাই।

নগে। বটে, বৌঠাকুরুণের কি আজও এত আবদার?

হর। কেন—তুমি নিজের ঘর থেকে তা বুঝ্‌তে পার না? আমার তো মনে হয় যে, যৌবনের চাঞ্চল্য স্থির হয়ে এলে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য অধিক স্ফূর্ত্তি পায়।

নগে। বটে বটে, হাঁ—তা ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল! বৌঠাকুরুণের বয়সের কথাটা স্মরণ ছিল না।

হর। হাঁ হাঁ, সাবধান, নইলে ঘরে বাইরে ট্রিজানের চার্জ্জে পড়বে।

নগে। আচ্ছা হরদেব দাদা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য উত্তর দিতে হবে। যথার্থ বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী?

হর। চল্লিশ পূর্ণ হ'লে।

নগে। তামাসা নয়।

হর। তামাসা কি? রূপের কাঁটায় চল্লিশে চড়্‌লে তবে একটি মণ ভর্ত্তি হয়। হরদেব ঘোষাল এখন এক মণ খাঁটি রূপের অধিকারী।

নগে। সে দাদা, তোমার মনের গুণে। এ পক্ষপাতিত্বের জন্য তোমার ব্রাহ্মণীর রূপের যে বেশী দাবী এখন থাক্‌তে পারে— সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

হর। এত রূপ-বয়সের বিচার হচ্ছে কেন? আমার ভ্রাতৃবধূ তো নিতান্ত ষোড়শীও নন। কিন্তু তবু তোমার মুখে বা কলমে কখন তো সূর্য্যমুখীর রূপ-গুণের তুলনা আছে শুনিনি?

নগে। না, সত্যই তা নেই। সূর্য্যমুখীর ন্যায় স্ত্রী জগতে দুর্লভ।

হর। ও কি কথা বল। আমি এফিডেভিট ক'রে বলতে পারি যে, বিমলা দেব্যার ন্যায় স্ত্রী স্বর্গেও নেই।

নগে। আমি সূর্য্যমুখীকে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে মনে করি।

হর। আর আমি আমার বিমলা দেব্যাকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আবৃদালীর চেয়েও বেশী ভয় করি।

নগে। আমি সমস্ত জগৎ ভুলতে পারি, সূর্য্যমুখীকে ভুলতে পারি না।

হর। আমি বরং চিফ্‌ সেক্রেটারীকে সেলাম করতে যেতে ভুলতে পারি, কিন্তু বিমলা দেব্যার খাঁড়ুর তাগাদা করতে সেকরার বাড়ী যেতে ভুল্‌তে পারি না। কিন্তু আসল কথাটা কি বল দেখি? ও সব তো আমি অনেক বার শুনেছি।

নগে। কথাটা আর কিছু নয়, বলছিলুম যে, রূপ ব'লে তো একটা জিনিষ আছে? যথার্থ সৌন্দর্য্যের তো একটা আলাদা আদর আছে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম যে, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক অধিক সুন্দরী?

হর। প্রশ্নের কারণটা শুন্‌তে পাই না? এ বয়সে কি কেঁচে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছ, না কোন নবীন সৌন্দর্য্যের আধার নয়নে পড়েছে?

নগে। তোমার স্মরণ আছে কি? একবার তোমাকে একটি বালিকার কথা লিখেছিলেম? একটি অনাথিনী দৈবাৎ আমার আশ্রয়ে আসে।

হর। হাঁ হাঁ, বটে বটে। কি নামটা—কি নাম--কি---সু - না কু—হাঁ হাঁ কুমতি, কুমতি বুঝি তার নাম?

নগে। ছি—ছি—কুমতি কেন হ'তে যাবে? তার নাম কু—কু—

হর। কুটিলে?

নগে। না—না, ছিঃ! কুন্দ! কুন্দ!

হর। আন্দটার কাছে অতটা গলা কাঁপছে কেন? ওতে যে কিছু সন্দ হয়।

নগে। না, ছি! সন্দেহ করো না। সে বালিকা অতি পবিত্রা! তার স্বভাব অতি সরল! সে পৃথিবীর ভালমন্দ কিছুই জানে না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারে না, ফেল্ ফেল ক'রে চেয়ে থাকে. আশ্চর্য্য সে চাউনি. সে চোখ যেন এ

পৃথিবীর নয়, তা যেন এ পৃথিবী দেখে না। [redacted]।

হর। এ্যাঃ ভায়া! তুমি অধঃপাতে গেছ। নিশ্চয়ই কবি হয়ে পড়েছ।

নগে। না, কবিতার কল্পনা নয়, আমি সত্য বল্‌ছি। আমি তার চোখে দু'বার এক রকম চাউনি দেখলেম না। আমি বল্‌ছি না যে, কুন্দ নির্দ্দোষ সুন্দরী, তা নয়, তবু তার গঠনে, মুখের ভাবে, কি এক নূতন, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে। সে সৌন্দর্য্য আর আমি কোথাও কখনো দেখিনি।

হর। (স্বগত) বটে, এখন বুঝতে পাচ্ছি, কেন আমায় এলোমেলো দুছত্র পত্র লেখা। মোকদ্দমার জ্বালা বটে, কিন্তু এ মামলা দেবীপুরের সঙ্গে নয়, নিজের প্রাণের সঙ্গে।

নগে। কি ভাবছো?

হর। সে মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলে না, এখন বিধবা হয়েছে?

নগে। হাঁ, অনাথিনী। আমার করুণাময়ী সূর্য্যমুখী তাকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে যত্নে রেখেছে।

হর। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করেছেন দেখছি, ভিটেয় বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন।

নগে। সূর্য্যমুখীর গুণের সীমা নাই, কিন্তু সেই সরলা বালা, আহা, অনাথিনী।

হর। যদি ছুটীটা নিলেম, চল না দু'জনে দিনকতক একটু বেড়িয়ে চেড়িয়ে আসি।

নগে। না, এখন যাবার যো নেই।

হর। যাবার যো নাই বলেই তো জোর ক'রে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। দেখ নগেন্দ্র, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তুমি আমার আবাল্য বন্ধু, নগেন্দ্র, তাই ভালবাসি, তুমি আদর্শ পুরুষ, তাই ভালবাসি। আর তুমি সূর্য্যমুখীর স্বামী হবার উপযুক্ত, নগেন্দ্র, তাই তোমায় ভালবাসি। তোমার হৃদয়-সরোবর করুণার জলে কানায় কানায় পূরে আছে; কিন্তু সাবধান নগেন্দ্র! সে জল উথলে উঠে পাড় না ভাসায়, ইমারত না ভাঙ্গে। সুন্দরী যুবতী অনাথিনী আশ্রিতার প্রতি পুরুষের করুণা বড়ই মধুর, বড়ই মনুষ্যোচিত; কিন্তু এরূপ স্থলে করুণার শৃঙ্গ হ'তে ভালবাসার উপত্যকার মধ্যে একমাত্র ব্যবধান—

নগে। হরদেব! তুমি কি আমায় এত ইতর মনে কর যে, আমি একটি আশ্রয়পালিতা অনাথা—

হর। না, না নগেন্দ্র। চন্দনে দুর্গন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি যে পশুর ন্যায় কারুর সর্ব্বনাশ কত্তে পার, এ কথা কোনমতেই বিশ্বাস হ'তে পারে না। কিন্তু তুমি নিজে যাবে; রূপতৃষ্ণা বড় ভয়ানক, সে তৃষ্ণা একবার হৃদয়ে জাগলে আর রক্ষা নাই; তোমার চিত্তকে শাসন করবার ক্ষমতা তোমার নাই—কারুর নাই। চল, তার দৃষ্টি-পথের অন্তরালে চল। দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়ালে, ক্রমে চিন্তারও আড়ালে দাঁড়াতে পারবে। স্মরণ রেখো নগেন্দ্র! তুমি সূর্য্য-মুখীর স্বামী! তোমার অতুল বিষয় আছে। যদি দৈববশে যায়, তোমার যা বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায় আছে, আবার

এরূপ দশটা বিয়ে করতে পার, কিন্তু পৃথিবীতে দুটি সূর্য্যমুখী নাই।

নগে। ও হো হো!

হর। চল। তুমি তো বেশ লোক, আমি এত দেশ ভেঙ্গে তোমার বাড়ী এলেম, আর এখন আমাকে একটু অভ্যর্থনা করলে না? আমি কি কাপড়চোপড় ছাড়বো না? আর তুমি যেন কবি হয়ে—ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছেড়েছ—আমায় কি খেতে হবে না?

নগে। হাঁ হাঁ—চল চল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যানস্থ বৈঠকখানা

দেবেন্দ্র

দেবে। খালি পায়ে অনেকটা ঘুরে আসা গেছে, তার উপর মেয়ের মজলিসে খঞ্জনী বাজায়ে গান, গুড়ুকের জন্য প্রাণটা একেবারে আইঢাই কচ্ছিল আর কি! একটি গ্লাস ব্রাণ্ডি, আর আলবোলা সুন্দরি! তোমার সুবর্ণ অধরে একটি সুদীর্ঘ চুম্বন, আর দেহ মন নূতন জীবন পেলে! মরি মরি তামাকু হে! তুমি না থাকলে আমাদের মত কাঙ্গালী বাঙ্গালীর কি দুর্দ্দশাই হোতো, খাটিখুটি লাঞ্ছনা খাই, গঞ্জনা খাই, দুর্ভাবনায় প্রাণ আইঢাই—যাই

করুক না কেন, দুটা ফুড়ুক্ একটা দম, বস্, প্রাণ একেবারে মাখনের মত নরম। সব চাঁদা তুলে এর ষ্ট্যাচু গাড়েন, ওর মনুমেণ্ট গাঁথেন, আমার যদি আগেকার এনাৰ্জ্জি আর টাকা থাক্‌তো, তা হ'লে সাব্ ওয়াণ্টার র‍্যালে! তোমায় ঘোড়ায় চড়া মূর্ত্তি গ'ড়ে হাতে গড়গড়া দিয়ে গড়ের মাঠে খাড়া ক'রে দিতুম।

(গীত)

তামাকু হে—
তব তুলনা নাহি বঙ্গে।
কত মাধুরী মেশা মরি অই কাল অঙ্গে ॥
কলিকাপরে, অনল শিরে, শুভ্র ধূম্রহাসিনী,
গর্ব্বের গঞ্জনা গুরু বেদনা-নাশিনী,
অলসজন তারিতে তুমি হে গয়া গঙ্গাধর গঙ্গে ॥
অম্বুরী ভ্যালসা, দা-কাটা মিঠেকড়া,
গুড় সংযোগে গুড়ুক তুমি কত ভাবে গড়া,
গুড়গুড়ি-গড়গড়া-ডাবা কলি খেলো-বাহনে বিরাজ বঙ্গে ॥
ক্লান্ত শ্রান্ত জনে কর তুমি শান্ত,
ভোলে ভাবিনী-ভ্রূভঙ্গি-ভৎর্সিত কান্ত,
হুর্ রে হুব্ রে হিপ হিপ হিপ,
ঠাণ্ডা ব্রাণ্ডি যবে চলে সিপ সিপ সিপ
ভাবুক প্রাণে দেও চাবুক,
তামাকু তুমি চল যদি সঙ্গে ॥

(সুরেন্দ্রের প্রবেশ)

সুরে। আজ তোমার শরীর কেমন আছে ?

দেবে। শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্।

সুরে। বিশেষ তোমার। আজ জ্বর জান্‌তে পেয়েছিলে ?

দেবে। না।

সুরে। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা ?

দেবে। পূর্ব্বমত আছে।

সুরে। তবে এখন স্থগিত রাখলে ভাল হয় না ?

দেবে। কি ? মদ খাওয়া ? কতবার বলবে ? ও আমার সাথের সাথী।

সুরে। সাথের সাথী কেন ? সঙ্গে আসেনি, সঙ্গেও যাবে না। অনেকে ত্যাগ করেছে, তুমি ত্যাগ কর না কেন ?

দেবে। আমি কি সুখের জন্ম ত্যাগ করবো ? যারা ত্যাগ করে তাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখ নাই। যদি ত্যাগ করি, তোমার অনুরোধে ত্যাগ করবো, আর—

সুরে। আর কি ? তবু বাঁচবার আশায়—প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দেবে। যাদের বেঁচে সুখ, তারা বাঁচবার আশায় মদ ছাড়ুক আমার বেঁচে কি লাভ ?

সুরে। তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।

দেবে। আমাকে যে সৎপথে যেতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন আর কেউ নাই। আর যদি কখন স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ শুনি, তখন ত্যাগ ক'রবো, নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।

সুরে। ভাই! আমি জানি, তোমার ভার্য্যা-ভাগ্যে গৃহে কোন সুখ নাই। তাই ব'লে জীবন কি জন্য বিসর্জ্জন দেবে? মনে কেন কর না, হৈমবতী মরেছে।

দেবে। এই দেবেন্দ্রই চিরকাল দেখেছিলে? দেবেন্দ্রের কি সুধীর প্রকৃতি বা ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখ নি? কেন আমি সে সকল দূর কল্লুম? তার পর ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন কল্লুম, তার পর—এই দশা! —আর কেন আমায় বল? আমার বলায় ফল কি?

সুরে। দেখ দেবেন! তুমি যদি একটা বড়মানুষের মূর্খ ছেলে আজন্ম বওয়াটে হ'তে, তা হ'লে তোমার জন্য আমার এত দুঃখ হ'তো না। কত কাঁটাগাছ হচ্ছে, যাচ্ছে, ছাগলে মুড়ুচ্ছে, কে তার পানে চেয়ে দেখে? কিন্তু বটবৃক্ষ ভূমিশায়ী, এ দশা দেখলে কার না প্রাণ কেঁদে উঠে? মহতের পতন অতি হৃদয়বিদারক।

দেবে। উঠছ যে?

সুরে। কি করবো! তুমি আত্মহত্যা কচ্ছো, ব'সে ব'সে কতক্ষণ দেখি?

দেবে। আচ্ছা, এখন আর খাব না, তুমি বসো, খাই কেন জান?

সুরে। কেন?

দেবে। কেন? তা আমিও ঠিক বলতে পারিনে, আমি নিজেও বুঝতে পারিনে।

স্থরে। কিছু ভোলো কি ?

দেবে। না, তা পারি কই ? মনে হয় বুঝি ভুলবো, কিন্তু তা নয়। সময় সময় ভোলা ছেড়ে জালা দশগুণ বাড়ে, তবে কখন শরীরটা একটু ভাল থাকে, মনটা নেমে পড়ে ! মনে করি, দু'গ্লাস খেয়ে শরীরের ষ্ট্যাণ্ডার্ডটা তুলে দি, আবার কখন ঐ ভাইসিভারসা, মন একটু ভাল থাকে, শরীরটা একটু ঝুলে যায়, ভাবি দু'গেলাস টেনে নিয়ে একটু খাড়া হই।

স্থরে। কিন্তু তা ত হয় না ?

দেবে। না, কিছুতেই নয়, তবে বলবে, বুঝেস্থঝেও কেন খাচ্ছি ? রোগ ! অনেকের তো অনেক রোগ থাকে, আমার এই একটা রোগ। জীবনটায় একটা অবসাদ উত্তেজনার ;—চেষ্টা। ফল অবসাদবৃদ্ধি !

স্থরে। আজ আর খাবে না তো ?

দেবে। তোমার কাছে কখনও মিছে কথা বলিনে।

স্থরে। চল, তোমায় কিছু খাইয়ে যাই।

দেবে। তুমি সঙ্গে খাবে ?

স্থরে। হ্যাঁ রে—খাবো চল।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুরস্থ দ্বিতলের বারান্দা

সূর্য্যমুখী

সূর্য্য। সত্যি কি যাচ্ছে ? আমার অত গুণের স্বামী কি আমার কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে ? আহা, কি দিন ছিল ! দেখতে দেখতে সে দিন কোথা গেল ! কে আমার মত ভাগ্যবতী হয়েছে ? কার স্বামী এত সোহাগ করেছে—এত সাধ পূরিয়েছে ? অলঙ্কার, ঐশ্বর্য্য, সাজসজ্জা বড়মানুষে অমন দেয় ; কিন্তু কোন্ স্ত্রী আমার মতন তাঁর আদর পেয়েছে ? মহাভারতে সুভদ্রার সারথি হওয়ার কথা পড়লেম, বললেম, এ বেশ তো, অমনি আমার স্বামী অন্দরের বাগানে ছোট গাড়ী আনলেন। দাসীকে সারথি কোরে আমার ধনঞ্জয় রথে বসলেন। আমি পোড়ারমুখী কি ও ছাই গাড়ী চালাতে জানি ? বার রাস্তায় গিয়ে পড়ি আর কি, এমন সময় হৃদয়েশ্বর এগিয়ে আমার লজ্জা নিবারণ কল্লেন। আরও কত— আরও কত কথা মনে করবো ? আহা, সেই কথা যত মনে হয়, ততই বুক ভেঙ্গে যায়। কই, কমলও তো পত্রের উত্তর দিল না !

(কমলের প্রবেশ)

কম। অনন্ত প্রমাই গো বৌদিদি, অনন্ত প্রমাই। যেমন নামটি করেছ, অমনি এসে হাজির।

সূর্য্য। এঁ্যা, এ কি, কমল ! তুমি কোথা থেকে ? খবর নেই, কিছু নেই, হঠাৎ—

কম। তোমার যে জোর তলব। থাড়া ওয়ারিন্।

সূর্য্য। কই, আমি তো তোমায় আসতে বলি নি।

কম। যে চিঠি লিখেছিলে, তার উপর কি আর পাল্‌কী-বেয়ারা পাঠাবার দরকার হয় ?

সূর্য্য। তা দিদি, এস এস। এসেছ, বেশ করেছ, বসো। খোকা কই ?

কম। ঐ কুন্দ ছুঁড়ী কেড়ে নিলে।

সূর্য্য। কে, কে কেড়ে নিলে ?

কম। কুন্দ গো কুন্দ ; তোমার আদরের ভাজ।

সূর্য্য। সে খোকাকে কেড়ে নিলে ? তা নেবে বৈ কি। যখন আসল নিচ্চে, তখন সবই নেবে।

কম। কি সব নেবে ? বৌ ! তোমার কি হয়েছে, বল দেখি ? চিঠির ভাব-ভঙ্গী বুঝলুম বটে, বুঝলুম নাও বটে।

সূর্য্য। ঠাকুরঝি, বুঝি এত কাল পরে আমার কপাল ভাঙ্গে।

কমল। বালাই, তোমার শত্রুর ঘাড়মুড় ভাঙ্গুক, তোমার কপাল ভাঙ্গবে কেন ?

সূর্য্য। দিদি ! সবারই দিনকাল আসে, আবার যায়, আমারও এক দিন ছিল, বুঝি বা গেল। ভাই, এ কথা মুখে ফোটবার যো নেই। কিন্তু তুমি ননদ নয়—আমার ছোট বোন। আজ তুমি অনেক বিদ্যা শিখেছ, কিন্তু এক দিন আমি তোমাকে হাতে ধ'রে ক, খ, লিখতে শিখিয়েছি ; তোমাকে না ব'লে আমি থাকতে পারি নি। বিশেষ তোমার ভাইয়ের কথা তোমায় না ব'লে আর কাকে বলবো ?

কম। সত্যি বৌ, তবে তামাসা ক'রে লেখনি। একটা কি হয়েছে; কি ভাই, বল।

সূর্য্য। কি বলবো, এ কথা বলতে গেলে অভিমানে মাটীতে মিশিয়ে যেতে হয়। দিদি! আমার সর্ব্বনাশ হচ্ছে। আমার সর্ব্বস্ব বুঝি যায়। বুঝি আমি আমার সাধের স্বামীকে হারাই—

কম। সে কি—দাদার কোন অসুখ না তো?

সূর্য্য। অসুখ, বুঝি বা বিষম অসুখ। ডাক্তারীতে এর ওষুধ নেই—

কম। বৌ! আমি হাঁপিয়ে উঠছি। শীগ্‌গির শীগ্‌গির কি কথা, স্পষ্ট ক'রে বল।

সূর্য্য। দিদি! এইমাত্র যার নাম কল্লে।

কম। কে, কুন্দ?

সূর্য্য। দিদি! সেই বুঝি সংসার ছারেখারে দেয়!

কম। বটে—যাচ্ছি বসো। এখনই একখানা আঁশ-বঁটী নিয়ে তার চুলগুলো মুড়িয়ে দেব। তার গলাটা টিপে ধ'রে বাড়ী থেকে বের ক'রে, না—তা না—তা না—বলবো হতচ্ছাড়ী ছুঁড়ী—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা!

সূর্য্য। ঠাকুর-ঝি, তার দোষ কি ভাই, আমার কপাল। তার প্রতি দেখছি তোমার দাদার করুণা ক্রমে প্রেমে পরিণত হচ্ছে।

কম। বৌ, গোলাপজলের ডিক্যাণ্টারটা কোথায়?

সূর্য্য। কেন?

কম। তোমার মাথায় একটু দিতে হবে, তুমি পাগল হয়েছ, এখন তো গোলাপজল দি, তার পর কলকেতা থেকে মধ্যমনারাণ তেলটেল পাঠিয়ে দেব।

সূর্য্য। সত্য ভাই, আমি পাগল হয়েছি। কিন্তু যা দেখে পাগল হয়েছি, সেটা মিথ্যে নয়। আমি অনেক দেখেছি, অনেক ভেবেছি, অনেক বুঝেছি মনকে অনেক বুঝিয়েছি। তার পর আত্মহারা হয়ে তোমায় পত্র লিখেছি।

কম। হ্যাঁ বৌ! এ কথাটা আমি বিশ্বাস করব যে, দাদা আর তোমাকে ভালবাসেন না?

সূর্য্য। বাসেন, তেমনি বাসেন বুঝি তার চেয়েও বেশী দেখান; কিন্তু দিদি, তুমি ত আর ছেলেমানুষটি নেই, ঘরের ঘরণী হয়েছ, স্বামীর মন ত বুঝতে পার।

কম। বেশ, তার পর?

সূর্য্য। ভাই, আগে যা পেতাম, এখন তা আর পাই না। আমি তাঁর পানে চাইলে তাঁর সেই চোখ যা আমার মুখের পানে প'ড়ে থাকতো, এখন তা অন্যদিকে চায়। তখনকার রুক্ষ কথায়ও যা মিষ্টতা থাকতো, এখনকার আদরেও তা নেই, আদর-যত্ন-সোহাগের শেষ নেই—বরং বল্লুম যে, আগেকার চেয়েও বেশী; কিন্তু ভাই, যেন কি নেই, কি নেই।

কম। বৌ! তোমার কোন কথা উপদেশ দিয়ে বলা আমার অন্যায়। কিন্তু বেশ ক'রে বুঝে দেখ, তোমার কোন ভুল হয় নি তো? তোমায় ছেড়ে দাদা অন্যের প্রতি অনুরক্ত হবেন!

এ সন্দেহ কার ওপর—কুন্দ! ছিঃ, সে একটা প্যানপেনে মেয়ে, আর তুমি রূপে গুণে রাজরাণী, বিশ বছরের অধিকার।

সূর্য্য। তা কি করবো দিদি। দেখে শুনে বুঝেছি, অনেক জিনিসের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। কচি আমের ঝোল বড় মুখরোচক। বেলফুলের কুঁড়িই লোকের লাগে ভাল; তেমনি এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কাঁচাতেই মিঠে।

কম। সর্ব্বনাশ কল্লে ভাই! এ কি সংবাদ, তা হ'লে তো আমি গিছি। সত্ত কোলে—ডাঁশানর উপর উঠেছি।

সূর্য্য। বালাই, বালাই। সত্যি তোমায় মায়ের পেটের ছোট বোনের মত ভালবেসেছি, তোমার দাদার পরে তোমার জীবনের মঙ্গলকামনাই আমার ব্রত। কিন্তু কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি যে, জগদীশ্বর না করুন, যদি কখন স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা হও, সে দিন যেন তোমার মৃত্যু হয়। পোড়াকপালী সূর্য্যমুখীকে কেউ কখন এ আশীর্ব্বাদ করে নি।

কম। বৌ, হাসি-ঠাট্টা থাক—সত্যি বল, তোমার মনে কি হয়েছে। কুন্দের নবীন যৌবন আর তপ্ত রূপ দেখে আপনাকে মনে মনে ছোট ক'রে ফেল নি ত? অবিশ্রান্ত প্রণয়ে অরুচি কল্পনা ক'রে—অনাথা কাঙ্গালের প্রতি করুণায় অন্য অর্থ কর নি তো?

সূর্য্য। কমল! আমি এত কাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হয়ে অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁকেই দেখলুম, তাঁর ছায়া দেখলে তাঁর মনের কথা বলতে পারি। তিনি আমার কাছে কি লুক্‌বেন? কখন

কখন অন্যমনে তাঁর চক্ষু এদিক ওদিক চায়, কার সন্ধানে, তা কি আমি বুঝতে পারি নে? দেখলে আবার ব্যস্ত হয়ে চক্ষু ফিরিয়ে নেন, কেন, তা কি বুঝতে পারি নে? আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা প্রসন্নবদন, এখন এত অন্যমনা কেন? কথা বল্লে কানে না তুলে অন্যমনে উত্তর দেন "হুঁ", আমি যদি রাগ ক'রে বলি, 'আমি শীঘ্র মরি', তিনি না শুনে বলেন "হুঁ"। এত অন্যমনা কেন?

কম। হ্যাঁ বৌ। আমার দাদা এক জনের সর্ব্বনাশ করবেন, এ কথা অন্যে এক দিন মনে কল্লে কোত্তে পারে, তুমি তাঁর কলঙ্ক মনে স্থান দিচ্ছ?

সূর্য্য। না ভাই,—আমি তোমার দাদার নিন্দা করছি নে। তিনি ধর্ম্মাত্মা। শত্রুতেও তাঁর কলঙ্ক এখনও করতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করতে চেষ্টা করেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে মুখ ফিরান না।

কম তবে বৌ, কে জানে—কি কোরে তোমার মনে একটা সন্দেহ ঢুকছে। সাবধান ভাই! ওটা বড় শত্রু! একবার চুরি ক'রে মনের ভিতর ঢুক্‌তে পার্‌লে আর নিশ্চিন্ত হ'তে দেয় না।

সূর্য্য। কমল! তুই কি আমায় চিনিস্ নে?

কমল। চিনি বৌ, খুব চিনি, কিন্তু দাদাকেও তো চিনি। যে চোখে তোমায় দেখেছেন, যে প্রাণের সিংহাসনে তোমায় রাজ্যেশ্বরী ক'রে বসিয়েছেন, তাও তো চিনি। তা ছাড়া এ কি সম্ভব

যে, দাদা আমার নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র নগেন্দ্র দত্ত—ইচ্ছা ক'রে কলঙ্ক কিনবেন? একটা অনাথিনী আশ্রিতাকে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনে তার সর্ব্বনাশ করবেন?

সূর্য্য। না, তা জানি। যাতে দশে ছি ছি করবে, লোকনিন্দা হবে, আমার রামচন্দ্র কখনই এমন কাজ করবেন না।

কম। তবে সীতা দেবী কুণ্ঠিতা হচ্ছেন কেন?

সূর্য্য। পোড়ারমুখীর কপালগুণে যুগ পাল্‌টেছে ব'লে। ত্রেতায় রামচন্দ্র—রাক্ষস-বানরের ঘরে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়ে এসেছিলেন, এখন কলিতে নিজেই সেই ব্যবস্থামত চলবার চেষ্টায় আছেন।

কম। সে কি? সে কি রকম?

সূর্য্য। তাই ত, আসল কথাটাই যে তোকে বলতে ভুলে গেছি। তোদের কলকেতায় বিদ্যাসাগর যে বিধবা-বিবাহের বই বার করেছেন, আজকাল তোর দাদার বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্যির হাট ব'সে তাই নে রাতদিন কচকচি করে। সে দিন ন্যায়-কচকচি বিধবা-বিবাহের পক্ষে মত দে বাবুর কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে গেছে—

কম। পোড়াকপাল! যে বিধবা-বিবাহের পক্ষে মত দেয়, সে আবার পণ্ডিত?

সূর্য্য। শোন না; তার পরদিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর ভাল ভাল শাস্ত্র দেখে বলেন যে, বিধবা মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা নেই। আমি তাঁর মেয়ের বিবাহের জন্য পাঁচ ভরি সোনার বালা গড়িয়ে

দিয়েছি, এ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা খোঁজা কেন? আমি কি বুঝতে পারি নি?

কম। সে কি? তুমি পণ্ডিত সূর্য্যকান্ত শিরোমণি, তুমি আর বুঝ্‌তে পার না? খুব. বুঝেছ, এখন বুঝে সুঝে নিজের অবস্থার কি ব্যবস্থা ঠাউরেছ?

সূর্য্য। তীর্থপর্য্যটন।

কম। কত দূরে?

সূর্য্য। খুব নিকটে—যমালয়ে।

কম। অতি সুব্যবস্থা—সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

সূর্য্য। তবে তোমারও ঐ ব্যবস্থাতেই মত?

কম। একশো বার! কিন্তু দাদা বিধবা-বিবাহ কর্‌বেন, তোমায় ভুলে অন্য নারীকে হৃদয়ে স্থান দেবেন—সে জন্য নয়।

সূর্য্য। তবে?

কম। তুমি সত্যই পাগল হয়েছ ব'লে। তা না হ'লে স্বামীর হৃদয়ের প্রতি অবিশ্বাসিনী হবে কেন? দেখ, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। বিশ্বাস হারিও না! বিশ্বাসে বিশ্বাস পাওয়া যায়। হারিও না, হারিও না, স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারিও না। আর যদি একান্তই বিশ্বাস না রাখতে পার, তবে দীঘির জলে ডুবে মর। আমি কমলমণি তর্ক-সিদ্ধান্ত স্বয়ং এ ব্যবস্থা দিচ্ছি। তুমি দড়ী-কলসী নিয়ে এখনই জলে ডুবে মর্‌তে পার। স্বামীর প্রতি যার বিশ্বাস হ'ল না, তার মরাই মঙ্গল।

সূর্য্য। ঠিক্—তাই ঠিক্, বালাই মলেই সব ভাল হয়, সব চুকে যায়, কিন্তু একটি সাধ থেকে যাবে।

কম। কি সে?

সূর্য্য। বাবুর মুখে হাসি; তা না দেখে যেতে পার্‌লে আমার মবাতেও সুখ হবে না।

কম। তবে তোমার শোবার ঘরে চল। দড়ী-কলসীর ব্যবস্থা এর পর তিথি-নক্ষত্র দেখে হবে। আপাততঃ তোমার এই এলো-চুলে দু'গাছা দড়ী জড়িয়ে দিই গে। কল্‌কাতা থেকে নূতন রকমের খোঁপা বাঁধতে শিখে এসেছি; দেখলেই দাদার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠবে।

সূর্য্য। আমায় দেখে?

কম। না—গোবর্দ্ধননন্দনকে দেখে। চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

হীরা ও কুন্দনন্দিনী

হীরা। একটা কথা বোলবো মনে কচ্ছিলেম তোমায়—এখন কি যে বলবো, তাই ঠিক কর্‌তে পাচ্ছিনি। ছোট গিন্নীঠাকুরুণ বলবো, না কি বলবো?

কুন্দ। আমায় আর কি বল্‌বে—আমি কে? তুমি গিন্নীর কাছে কাজ কর, এ বাটীতে তোমার একটা নাম আছে, কিন্তু আমার তো কিছুই নাই।

হীরা। তোমার অনেক আছে গো অনেক আছে, এখন টের পাচ্ছ না। ছোট গিন্নী ঠাকুরুণই বলবো; এখন না বলি, দু'দিন পরে বলবোই বলবো। আচ্ছা, তুমি অমন ভয় ভয় ক'রে থাক কেন? আমি একটা চাকরাণী বৈ ত নয়—আমার কাছেও অতটা ছম্‌ছমে হও কেন?

কুন্দ। দেখ হীরে! তোমার মুখ দেখলে আমার কি একটা যেন মনে পড়ে। কাকে যেন কোথায় দেখেছি—সত্যি কি স্বপ্নে, তা বুঝতে পারি নে—তবু তোমায় যেন সেই আগে দেখা চেনা লোকের মত সে যেন আমার অনিষ্ট—হীরে! আমি তো তোমার কখনও কিছু করি নি। তোমার মনিবের বাড়ী দু'টি খাই, প'ড়ে থাকি মাত্র। তোমার পায়ে পড়ি হীরে—আমার কিছু মন্দ করো না।

হীরা। ও মা, সে কি? তোমার আবার কি মন্দ করবো?

কুন্দ। তা জানি না, আমার ভালই বা কি হ'তে পারে, মন্দই বা কি হ'তে পারে, তা বুঝি নে, কিন্তু তবু যেন কেন আমার প্রাণ চম্‌কে চম্‌কে উঠে। তোমার ঐ চোখ দু'টি—অমন কাল কাল চোখ দু'টি, তার পানে চাইলেও যেন আমার প্রাণ কাঁপতে থাকে।

হীরা। সে আমার অদৃষ্ট! দুঃখী লোকের সবই মন্দ; যখন চাকরী করতে এসেছি, তখন সকল কথাই সহ্য করতে হবে।

কুন্দ। ও হীরে, তুমি রাগ করো না। আমি কোন মন্দ বলি নি, সত্য বল্‌ছি; আমি তোমায় বরং ভালই বাসি; মনে মনে ভাবি, তুমি এমন সুন্দর, কায়স্থের মেয়ে; তবু তোমার এমন দশা কেন হলো? হ্যাঁ, হীরে! তুমি তো পাড়ওয়ালা কাপড় পর, তবে তুমি কি সধবা না বিধবা? তোমার স্বামীর কথা তো কখনও শুনি নি।

হীরা। আমি কোন্ ধোবা, তা পোড়া বিধেতাই জানেন। শুনে-ছিলুম না কি বিয়েও হয়েছিল। তার পর হাতের শাঁখাটা ভেঙ্গে দিলে; নোয়াটা খুলে নিলে। তাও একটু একটু মনে পড়ে; এখন আয়ী মাগী কাঁদে, তাই হাতের চুড়ি ক'গাছা আর পাড়ওয়ালা কাপড়খানা পরি।

কুন্দ। তা তুমি যা পর—তাতেই তোমায় বেশ মানায়।

হীরা। বিশেষ ঝাঁটা হাতে, গিন্নীর ঘর ঝাঁট দেবার সময় রূপটা একেবারে ফেটে পড়ে।

কুন্দ। না—না—ছি, দিদি কি তোমায় অমন নীচ কাজ করতে দেন—তা তো দেন না, কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করি, তুমি স্বজেতের মেয়ে হয়ে, এমন মাইনে নিয়ে কর্ম্ম কর কেন?

হীরা। পেটের দায়ে—ক্ষিদেয়। পোড়া বিধেতার মুখ পুড়েছে! পেট না পোরালে যে তার সাতগুষ্ঠীর তৃপ্তি হয় না। বাবুর বাপের আমল থেকে নিয়ম ক'রে গেছেন যে, বৌদের মেয়েদের কাছে কাছে যারা থাকবে, তারা যেন ছোটলোক চাকর-দাসী না হয়। স্বজেতের গরীব মেয়ে দেখে রাখা হবে।

এটা রাজারাজড়াই আর কি। গিন্নী সত্যি সত্যি রাজরাণী হ'লে—হীরের নাম হ'তো 'প্রাণসখী'।

কুন্দ। হীরে! আমি দেখছি, তোমার প্রাণে কোন কষ্ট আছে। তুমি আমারই মত; কেউ নেই।

হীরা। কেউ মানে তো সোয়ামী? তা তার জন্য আমি দুঃখ করি নি। যা কখনও ছিল না, তা গেলে আবার দুঃখ কি? তবে তোমার হ'তে পারে বটে! তবু দু'দিন দেখেছ—ভোগ করেছো।

কুন্দ। ভোগ কি করেছি ভাই? সে আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। সে আমায় কি বল্‌তো। খালি হাত-পা নেড়ে ইংরিজী বক্‌তো; জুতো পরাতে যেতো, পাঁচ জনের সামনে টেনে নে যেতে চাইতো—সে যেন কি একটা—আমি কিছু বুঝতেই পারতুম না। এখনও ভেবে ঠিক করতে পারি নি।

হীরা। তা হোক্, আজকাল শুনেছি, বিধবার বের ব্যবস্থা হয়েছে; বাবু না কি সেই পক্ষে; হয় ত বা তোমার উপর দিয়েই শাস্ত্রের মান রাখা সুরু করেন। তা হ'লে বেশ হয়। তবু এক জনের ঘরের গিন্নী হয়ে সুখী হও।

কুন্দ। আমি সুখী হবো? কার ঘরের ঘরণী হয়ে—কে তেমন আছে?

হীরা। তেমন আছে। কেমন—বলি—বলি?—আমাদের বাবুর মতন না—বুঝিছি।

কুন্দ। না—না, ছি! কার কথা! তিনি কে, আমি কে?

হীরা। বুঝেছি, ধরা পড়েছ; তুমি কে নও গো; বড় নও কো— যে-সে। আমাদের চোখ আছে গো, চোখ আছে। একটু একটু যে বুঝতে পারি নি, তা নয়। এ দিকেও টান, ও দিকেও যায় যায় প্রাণ—

কুন্দ। হীরে, তোমার পায়ে পড়ি।

হীরা। ছি ছি, ও কি? তুমি আমার নতুন মনিব হবে, আমায় অমন কথা বল্‌তে আছে? তাই হোক; বিধাতা শীগ্‌গিরই তাই করেন, সূর্য্যমুখীর মুখে ছাই পড়ে।

কুন্দ। ও হীরে, ও হীরে, ও কি কথা! দিদিকে ও কি কথা?

হীরা। ঠিক কথা; বড় অহঙ্কার বেড়েছে।

কুন্দ। কেন? তিনি তো তোমায় কত যত্ন করেন?

হীরা। কেন আমায় যত্ন কর্‌বেন? তিনিও মানুষ, আমিও মানুষ; তিনি না হয় একটু টক্‌টকে—আমি না হয় একটু চক্‌চকে; আমি কি তাঁর যত্নের পাত্রী? কেন তিনি দাসী হলেন না, আমি মনিব হলুম না? আমিও তাঁকে যত্ন করতুম। ঘটক মুখপোড়া বেটা বাবুর বের সম্বন্ধের সময় ওঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিল— আমার বাড়ী যেতে পারে নি কেন?

ন্দ। হীরে—এ হিংসা ভাল নয়; বিধাতা তাঁকে সুখী করেছেন।

ীরা। আর পোড়ারমুখো বিধেতা আমায় সুখী না ক'রে হিঙ্কুড়ে করেছে। আমার কি দোষ? তাঁকে সুখী করেছেন, তিনি সুখ ভোগ করুন। আমায় হিঙ্কুড়ে করেছেন, আমি খুব হিংসা করি। কেন আমার বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হলো না? আমিও

ঠমক ক'রে চাকর-দাসীকে আহা বল্‌তে পারতুম। গায়ে পায়ে রাতদিন বিশ হাজার টাকা অমন জড়ান থাক্‌লে, কাচের চুড়ি পরা হাতে দুটো পয়সা দরদ ক'রে দেওয়া যায়। বলে পাঁচ ভাই, তুই কেন সাত হলিনি? আমি বলি, হাড়হাবাতে বিধেতাকে জিজ্ঞাসা কর্ গে হতভাগা, আমায় আর দুই কেন দেয় নি?

কুন্দ। ও হীরে, ও কি কথা সব?

হীরা। এদ্দিনে পোড়ারমুখোর চোখ খুলেছে, এইবার বিচার করবেন। তোমাতে বাবুর মন পড়েছে—সত্যনারায়ণ, মঙ্গলচণ্ডী, তা যদি হয়, তা হ'লে ঐ তেজে একেবারে ছাই পড়বে।

কুন্দ। হীরে, আমার বড় ভয় কচ্ছে।

হীরা। কিসের ভয়, আমি তোমার দিকে। আমায় এখন চিনতে পাচ্ছ না—তখন দেখে নিও, কত কাজ আমার দ্বারা হবে। বিধেতা যদি এ না করিস্, তা হ'লে তোর মুখে ঝাঁটা মারবো। সূর্য্যমুখীর অত দরদ, অত মায়া, অত দয়া?—অত আহা হা আর সহ্য হয় না। তুমি ভয় করো না; আমি তোমার মনের কথা জানি; তোমার দিকে আছি। খুব ঠিক থেকো—বাবু তোমার—হীরেও তোমার; এখন আর এখানে থাকবো না—খুঁজবে—যাই।

[প্রস্থান

কুন্দ। 'বাবু তোমার' কি? ও হীরে—'বাবু তোমার' কি? ও মা, ছি ছি! কি লজ্জা, আমি তো তা মনে করি নি; তবে কেমন

দেবতার মত দেখতে, তাই একবার মুখখানির প্রতি চাইতে ইচ্ছা করে, তাও লুকিয়ে—কেউ যেন না দেখে।] হীরে ও কি বল্লে—বাবু আমার কি, তা কি হয়, কখন হ'তে পারে না। আমি কে? দিদি আমার গৃহিণী—রূপে গুণে রাজরাজেশ্বরী—আর আমি—ছি ছি, আমার মত গরীব, শ্রী নেই, গুণ নেই—সে কি অমন দেবতার কাছে যেতে পারে? তবে ঐ লুকিয়ে পূজো। মনে—অতি গোপনে।

(কমলমণির প্রবেশ)

কম। ও কুঁদি, মুদি, হুঁদি—তুই কোথায় লো? কি বিজির বিজির বক্‌ছিস্?

কুন্দ। অ্যাঁ—অ্যাঁ! কে শুন্‌লে?

কম। শুনবে আবার কি? তোর হয়েছে কি—ভাল আছিস্ তো?

কুন্দ। আছি—

কম। আছি কি—আছি দিদি; আমায় দিদি বলবি—না বলিস্ যদি তুই—ঘুমিয়ে থাক্‌বি, আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দেব, তা নইলে গায় আরসুলা ছেড়ে দেব।

কুন্দ। দিদি! আপনি তো দিদি।

কম। আপনি কি লো! এই দেব চুল ছিঁড়ে, তুমি বল্।

কুন্দ। তুমিই ত দিদি! প্রথমে তোমার বাড়ীতেই তো আমায় তিনি—তিনি—তিনি—

কম। কি তিনি তিনি কচ্ছিস্? দাদাই তোকে কুড়িয়ে আমাদের

বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বল দাদা—দাদা নিয়ে গিয়েছিলেন। বল্‌ছিস্ নে যে?

কুন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবুই নিয়ে—

কম। বাবু কি—দাদা বল্‌তে পারিস্ নি?

কুন্দ। আমি তো কাঙ্গাল, আমার তো দাদা নেই।

কম। না, তা নেই, তোমার শ্রাদ্ধ আছে। তুই ভাবছিলি কি? কাঁদিস্ কেন?

কুন্দ। তুমি না কি যাবে?

কম। যাব না? আমার ঘরসংসার নেই? সেখানে এক মিন্‌ষে প'ড়ে আছে। খালি আফিস যায়; আমি না গেলে হয় তো সে আর বাড়ী আস্‌বে না। কেবল পাগড়ী বেন্ধে আফিস ঝাঁট দিবে।

কুন্দ। তা এত শীগ্‌গিরই যাবে? তুমি যাবে শুনে অবধি আমার কেবলই কান্না পাচ্ছে।

কম। কেন, আমি যাব, তাতে তোর এত কান্না কিসের?

কুন্দ। তুমিই যে আমায় ভালবাস?

কম। কেন, আর কেউ কি বাসে না? কে ভালবাসে না? গিন্নী ভালবাসে না? তবু কাঁদতে লাগলো! আমায় লুকস নি, সত্যি বল—আমি কাকেও বলবো না; তবু কাঁদে। আচ্ছা থাক, আমার বুকে মাথা দে থাক। কে ভালবাসে না? দাদা বাবু ভালবাসে না? আচ্ছা বেশ, কেউ না ভালবাসে, আমি তোকে ভালবাসি বলছিস, আর তুই তো আমাকে

ভালবাসিস্, তবে কেন আমার সঙ্গে কলকেতায় চল না। কেমন, যাবি? তবু কথা কয় না? খালি কাঁদে। সত্যি সত্যি দেব কিন্তু চুল ছিঁড়ে। চল লক্ষ্মী দিদিটি আমার। যাবি তো?

কুন্দ। না।

কম। না! না! যাবি নি? বোন্ আমার! একটি কথা বল্‌বো, সত্যি বল্‌বি?

কুন্দ। কি?

কম। আমি যা জিজ্ঞেস করবো, তার সত্যি উত্তর দিবি? আমি তোর দিদি, আমার কাছে লুকুস্‌নি। আমি বলেছি তো, কারু কাছে বল্‌বো না।

কুন্দ। কি বল?

কম। তুই দাদা বাবুকে বড় ভালবাসিস্, না?

কুন্দ। দিদি, দিদি! (কমলের বুকে মাথা দিয়া)

কম। বুঝেছি, মরেছ! মর, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?

কুন্দ। অ্যাঁ!

কম। অ্যাঁ! কি লো? অমন আমার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখছিস্ কি? পোড়ারমুখী! চোখের মাথা খেয়েছ? দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে দাদাও—

কুন্দ। কি? কি? ও দিদি—(পুনশ্চ রোদন)

কম। শোন কুন্দ! তোর জ্বালাও বুঝেছি, সুখও বুঝেছি। আমি আপনার প্রাণ দিয়ে তোর প্রাণ দেখ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু ভাই, চল,

আমার সঙ্গে চল। কাঁদিস নি—নইলে নয়। সোনার সংসার ছারখারে যায়। যাবি তো? মনে ক'রে দেখ—কাঁদবি কাঁদ; কেঁদে নে, ও দুঃখে কান্নাও সুখ; কাঁদ। দিদি আমার! অভাগিনী আমার! আমিও তোর সঙ্গে দু'ফোটা চোখের জল ফেলছি, কাঁদ।

কুন্দ। দিদি, আমি যাব।

কম। যাবি?

কুন্দ। হ্যাঁ যাব।

কম। (স্বগত) বুঝেছি, হতভাগিনী, বুঝেছি। ভেবে চিন্তে শেষ নিজের প্রাণটাই বলি দিতে রাজি হলি। দাদাকে বাঁচাবি, বৌকে বাঁচাবি, এ সংসারটা বাঁচাবি, আপনি যাবি! এ যাওয়া যে যেতে পারে—সেই বড়—সেই ধন্য—সেই সুখী।

(নেপথ্যে—গীত)

কাঁটাবনে তুলতে গেলাম
কলঙ্কেরি ফুল।

কম। আবার গান গায় কে লো?

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশ। ও পিসীমা! মাঠাকুরুণ ডাক্‌ছেন, এস গান শুন্‌বে।

কম। চল কুঁদি।

কুন্দ। আমি—আমি—দিদি আমায় তো ডাকেন নি।

কম। উঃ! মান দেখে আর বাঁচি নি। দিদি বুঝি সকলকে নাম ধ'রে ডেকে বেড়াচ্ছে,— চ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুরের একাংশ

হরিদাসী, সূর্য্যমুখী ও অন্তঃপুরিকাগণ

হরিদাসী (গীত)

কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল,
গো সখি কাল-কলঙ্কেরি ফুল ;
মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কানে পর'লাম দুল ;
সখি কলঙ্কেরি ফুল।

(কমল ও কুন্দর প্রবেশ)

কলঙ্কেরি ফুল লো সই কলঙ্কেরি ফুল।

কম। আমাদের খিড়কীর গাছ ভরে গেছে ধ'রে টোপাকুল। গোড়া থেকে গা না মাগী—এক কলঙ্কেরি ফুল কলঙ্কেরি ফুল। আর ফুল পেলে না।

হরি। (স্বগত) এ বড় শক্ত ঠাঁই! (প্রকাশ্যে) গাচ্ছি দিদি!

মরি মরব কাঁটা ফুটে, ফুলের মধু খাবো লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফোটে নবীন মুকুল।

১মা স্ত্রী। কেমন মা, বেশ গান গেয়েছে, কেমন কলঙ্ক-ভঞ্জনের কথা! কৃষ্ণ নাম নইলে গান!

বালিকা। হ্যাঁ পিসীমা, বেশ গান। কাল আমায় গোলাপফুল দিয়েছিলে, আজ তা নেব না, আমায় একটা কলঙ্কের ফুল দাও না। চল না বাগানে, তুলে আনবে।

২য়া স্ত্রী। ছি, চুপ কর ভাই, অমন কথা বল্‌তে নেই।

বালিকা। কেন বল্‌তে নেই, কলঙ্ক ফুল কি ঠাকুরদের?

কম। বোষ্টমী দিদি! তোমার মুখে ছাই পড়ুক, আর তুমি ঐ গতর নিয়ে মর। আর কি গান জান না?

হরি। কেন?

কম। কেন? কেউ একটা বাবলার ডাল আন তো রে। কাঁটা ফোটার কত সুখ, একবার মাগীকে দেখিয়ে দিই।

সূর্য্য। ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না, গৃহস্থের বাড়ী, ভাল গান গাও।

হরি। আচ্ছা—

(গীত)

স্মৃতিশাস্ত্র পড়বো আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধ'রে
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নেবে, কোন্ বেটী বা নিন্দা করে।

কম। গিন্নী মশাই! তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চল্লেম।

সূর্য্য। হ্যাঁ ঠাকুরঝি, আমিও যাই। ওগো, তোমরা একে কিছু এনে দেও তো।

কম। কুন্দ! একে কিছু এনে দে ত।

[কুন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হরি। হ্যাঁ কুন্দ! কেমন আছ? আমায় চিন্‌তে পেরেছ তো? যা বলেছিলুম, তার কি হলো?

কুন্দ। কি?

হরি। এক দিন সেই দেখা করতে যাওয়া?

কুন্দ। সে আমি যেতে পারবো না।

হরি। দেখ, এক জন মরে, তার প্রাণ যায়, তোমার মুখ চেয়ে তোমায় একবার দেখবে ব'লে, বিরলে একটা কথা বলবার জন্য এত আশা ক'রে আছে, আর তুমি যাবে না? ছিঃ, এই কি তোমার কোমল প্রাণ?

কুন্দ। আমায় ও সব কথা কি বলছ, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি ভিক্ষা করতে এসেছ, ভিক্ষা নিয়ে যাও।

হরি। দেখ, সে কিছু চায় না, তার মনে অন্য ভাব নেই, শুধু একবার দেখবে। তোমার স্বামী যখন বেঁচে ছিল, তখন একবার দেখেছিল, সে অবধি খালি আশা, দেখবার পিপাসা, তুমি দেখা না দিয়ে কি তাকে প্রাণে মারবে?

কুন্দ। আমি মারবো—কেন? কাকে?

হরি। সে তারাচরণের পরমাত্মীয়, তা কি বুঝতে পাচ্ছ না, ও কি? যাচ্ছ যে?

কুন্দ। ও নাম তোমায় কে করতে বলেছিল ?

[প্রস্থান।

হরি। আচ্ছা, দু'দিন হ'লো, বার বার তিন দিন দেখা যাবে। তুমি তো তুমি।

[কাঁটাবনে ইত্যাদি গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(সূর্য্যমুখী ও কমলের প্রবেশ)

সূর্য্য। দেখলে, শুনলে ?

কম। হ্যাঁ, তা কি ?

সূর্য্য। কি বুঝছো ?

কম। এর আর বুঝবো কি ?

সূর্য্য। আমরা চ'লে গেলে, ওর সঙ্গে এত কি লুকিয়ে কথা ?

কম। যা কথা হোক না। বৈষ্ণবী—ভিখারী—মেয়েমানুষ, কইলেই বা কথা।

সূর্য্য। মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ, তার ঠিক কি ?

কম। অ্যাঁ! সে কি ?

সূর্য্য। গড়ন-পেটন ঠাউরে দেখ নি। আমার তো বোধ হয়, মেয়েমানুষ নয়, কোন ছদ্মবেশী পুরুষ।

কম। পুরুষ, বটে! রোস, এক্ষুনি একটা বাবলার ডাল ভেঙ্গে আনছি। মিন্‌যেকে কাঁটা ফোটার সুখ দেখাচ্ছি।

[প্রস্থান।

সূর্য্য। এ কি, আমার বাড়ী এই কাণ্ড ?

(হীরার প্রবেশ)

হীরা। আপনি ডাক্‌ছেন ?

সূর্য্য। না, হ্যাঁ, কোথায় ছিলি ? কই, আমি কখন্ ডাক্‌লুম ?

হীরা। তবে আমার ভুল হয়েছিল, যাই - (প্রস্থানোদ্যত)

সূর্য্য। না না, দাঁড়া—শোন ; ঐ যে বৈষ্ণবী মাগী গাইতে এসেছিল, এখনি বেরিয়ে গেল দেখলি ?

হীরা। হ্যাঁ ! ঐ বাসনের দেরাজটা পুঁছছিলাম, দেখেছি, কে একটা গেল বটে।

সূর্য্য। ওকে চিনিস ?

হীরা। না, আমি তো কখনও পাড়ায় বেরুই নি, আমি বোষ্টমী ভিখিরী কিসে চিন্‌বো ? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানতে পারে।

সূর্য্য। না, ও ঠাকুরবাড়ীর বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জানতে হবে। এই বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথা, আর কুন্দর সঙ্গে এত কথাই বা কিসের ? এ সব কথা যদি ঠিক জেনে এসে বল্‌তে পারিস্, তবে তোকে নতুন বারাণসী পরিয়ে সং দেখ্‌তে পাঠিয়ে দেব।

হীরা। এত বড দরকারী কথা, আমি বারাণসী পাব ! কখন্ জান্‌তে যেতে হবে ?

সূর্য্য। তোর যখন খুসী ; কিন্তু এখন ওর পেছু পেছু না গেলে ঠিকানা পাবি না।

হীরা। আচ্ছা।

সূর্য্য। কিন্তু দেখিস, যেন বৈষ্ণবী কিছু না বুঝতে পারে, আর কেউ কিছু না জান্‌তে পারে।

(কমলের প্রবেশ)

কম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি; আর পারিস তো মাগীকে দুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস্।

হীরা। সব পারবো, কিন্তু শুধু বারাণসী নেব না।

সূর্য্য। কি নিবি?

কম। ও একটি বর চায়, ওর একটি বে দাও।

সূর্য্য। আচ্ছা, তাই হবে। জামাই বাবুকে মনে ধরে, বল্,—তা হ'লে কমল সম্বন্ধ করে।

হীরা। সন্ধান নিয়ে আস্‌ছি, কিন্তু আমার মনের মত ঘরে একটি বর আছে।

সূর্য্য। কে লা?

হীরা। যম।

[প্রস্থান।

কম। হীরার প্রাণে একটা দুঃখ আছে দেখছি।

সূর্য্য। তোমার দাদার রাজ্যে বিধবা-বে চ'লে গেলে আর তা থাকবে না। কিন্তু ঠাকুরঝি, এ কি?

কম। কি,—কি?

সূর্য্য। কুন্দ কি পাপিষ্ঠা!

কম। তার ঠিক কি? কেউ পাপী নয় ভাই, মনই পাপী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—০*০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেবেন্দ্রের উদ্যানস্থ বৈঠকখানা

দেবেন্দ্র ও ব্রজনাথ

দেবে। বেজা! ঝিমুচ্ছিস্ কেন?

ব্রজ। না, ঝিমুবো কেন?

দেবে। গুলীখোরের মত চোখ বুজে আছিস, আর বল্‌ছিস্ ঝিমুবো কেন?

ব্রজ। বিচ্ছিরি আলো, তাই চোখ বুজে আছি। আপনি যা বলছিলেন, সব শুনছিলুম।

দেবে। কই, কি বলছিলুম আমি, বল্ দেখি?

ব্রজ। হ্যাঁ, তা সব শুনেছি আমি, আপনি জিজ্ঞাসা করুন না, আমি সব ব'লে যাচ্ছি।

দেবে। জিজ্ঞাসা করছি, বল্ না?

ব্রজ। ঐ ত বলছিলেন না, এই—এ—এ—

দেবে। তোর মাথা খেয়েছে, ছে-ছে —এ-এ-এ —

ব্রজ। ঐ তো তামাসা করেন, নিন, অনেকক্ষণ তামাক দিয়ে গেছে, নলটা নিয়ে টানুন, নয় বলুন, কলকেটা নিয়ে ধরিয়ে দেই।

দেবে। আজ্ঞা, আপনাকে আর কষ্ট পেতে হবে না, আমার ও বিদ্যে আছে। দাঁড়া, আর এক গেলাস খেয়ে নি।

ব্রজ। তবে দয়াময়ের প্রতিও এক গেলাস হুকুম হোক।

দেবে। কার প্রতি ?

ব্রজ। আজ্ঞা, আপনার এই অধীন দয়াময়।

দেবে। আর খায় না, এর পর বাড়ী যেতে পারবি নি।

ব্রজ। আমি মাতাল হয়েছি, মনে করছেন; আপনি দিন না এক গেলাস, দেখবেন লাফাতে লাফাতে বাড়ী চ'লে যাব।

দেবে। তবে খা বেটা, মর। (মদ্য প্রদান ও ব্রজেন্দ্রের পানকরণ)

ব্রজ। উঃ। র দিয়েছেন না কি ? কিছু দিন, মুখে দেই।

দেবে। আব মুখে দিবি কি: নে ব্যাটা, এই ব্লটিং কাগজখানা চিবো। (প্রদান)

ব্রজ। কি, ব্লটিং কাগজ চিবুবো! আমায় কি আপনি নেহাত হেঁজি-পেঁজি পেয়েছেন? আমার পিতামোহ চান ক'রে উঠে তিনখানা ক'রে কোম্পানীর কাগজ চিবুতেন; বাবা রামরাম লস্কর ভাস্কর খেতেন, আর আমার অদৃষ্টে ব্লটিং কাগজ? কালে কত হবে। রামচন্দ্রও গেলেন; যুধিষ্ঠির বীরভদ্র, সত্যভামা, এদের এক ভাইও রইল না; সবাই আমায় ছেড়ে গেল।

দেবে। এই, কি বক্‌ছিস্? এইবার শুবি দেখছি।

ব্রজ। ভগবান্ আপনাকে দু'পয়সা দিয়েছেন, তাই খোসামোদ করি, মোসাহেব নই। আপনি বললেই যে শোব, আর বারণ কল্লেই যে শোব না, তা নয়; আমাদের এই লস্করবংশে সকলেই চিরকাল শুয়ে আসছে, আমি এই শুলেম—দেখি কে কি করে? ব্লটিং কাগজ খাবো, দোত-কলম খাবো! (শয়ন)

দেবে। না, বেজা বেটা মরেছে এইবার। ওরে—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। আজ্ঞা।

দেবে। এই নে, তোদের লাস পড়েছে। একলা পারবি? নিয়ে যা গুরুমশাই গুরুমশাই ক'রে, ও ঘরে খাটে শুইয়ে রাখ গে। রাত্রে যদি ওঠে, কিছু খাবার দিস।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

দেবে। এরা দু'চার গেলাস খেয়ে ঘুমিয়েও বাঁচে, আমার সে সোয়াস্তিও নেই। ঘুম মানে কতকগুলো বিশ্রী স্বপ্ন। যাক্— চুলোয় যাক্।

(ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ ও ব্রজকে উত্তোলন)

ব্রজ। (যাইতে যাইতে) এই—এই গিন্নি! তক্তাপোষ নাড়া দিচ্ছ কেন? প'ড়ে যাব, প'ড়ে যাব।

(ভৃত্যদ্বয়ের ব্রজকে লইয়া প্রস্থান।

দেবে। (গীত)

ওরে ভ্রান্ত মম মন!
এ দেহের পরিণাম ঐ কর দরশন॥

(সুরেন্দ্রের প্রবেশ)

এ কি, দাদা যে ?

সুরে। হুঁ।

দেবেন্দ্র। ইস, আজ এত গম্ভীর ভাব কেন ?

সুরে। আছ কেমন ?

দেবে। যাবৎ চন্দ্রদিবাকর।

সুরে। তা বুঝছি, মিছে জিজ্ঞাসা করা! সে যাক্, আজ আবার তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

দেবে। এর মধ্যে তোমার কানে গিয়েছে ?

সুরে। এই তোমার আর একটা ভ্রম, তুমি মনে কর, লুকিয়ে করি, কেউ জানতে পারে না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজে।

দেবে। দোহাই ধর্ম্ম, আমি কাকেও লুকুতে চাইনে, কোন্ শালাকে লুকুবো ?

সুরে। সে একটা বাহাদুরী মনে করো না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকতো, তা হ'লে আমাদেরও একটু ভরসা থাকতো। লজ্জা থাকলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে গ্রামে ঢলাতে যাও ?

দেবে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী দাদা ? রসকলিটি দেখে তুমি ঘুরে পড়নি তো ?

সুরে। আমি সে পোড়ারমুখ দেখিনি; দেখলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবী-লীলা ঘুচিয়ে দিতুম।

দেবে। ওঃ! বীররসের অবতারণা হচ্ছে. এক সিপ্ খেয়ে নিই।

(পানে উদ্যত ও সুরেন্দ্রের কাড়িয়া লওন)

সুরে। এখন একটু বন্ধ কর; জ্ঞান থাকতে থাকতে দুটো কথা শুনে তার পর গিলো।

দেবে। বল দাদা! কিন্তু আজ যে বড় চটা চটা দেখছি। হৈমবতীর বাতাস গায়ে লেগেছে না কি?

সুরে। বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ করবার জন্য?

দেবে। তা কি জান না, মনে নেই, তারা মাষ্টারের বে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে, সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়, তাই তাকে দেখতে গিয়েছিলুম।

সুরে। কেন, এত দুষ্প্রবৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মাল না যে, সেই অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে? দেখ দেবেন্দ্র! তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অত্যাচারী যে, বোধ হয়, আর আমরাও তোমার সঙ্গে বাস করতে পারি নে। কথা কচ্ছো না যে? কি ভাবছো?

দেবে। দেখ, তুমি আমার উপর রাগ করো না, আমার চিত্ত আমার বশ নয়। আমি সকল ত্যাগ করতে পারি, সেই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করতে পারি না। যে দিন প্রথমে তাকে তারাচরণের গৃহে দেখেছি, সেই দিন অবধি আমি তার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে আছি; আমার চোখে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই, জ্বরের তৃষ্ণা যেমন রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি তার জন্য লালসা আমাকে তেমনি দগ্ধ করছে। সেই অবধি আমি তাকে দেখবার জন্য কত কৌশল করেছি, তা বলতে পারি নে। এ

পর্যান্ত পারি নি, শেষে এই বৈষ্ণবীসজ্জা ধরেছি, তোমার কোন আশঙ্কা নেই, সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী !

সুরে। তবে যাও কেন ?

দেবে। কেবল তাকে দেখবার জন্য, তাকে দেখে, তার সঙ্গে কথা কয়ে, তাকে গান শুনিয়ে আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তা বল্‌তে পারিনে।

সুরে। তোমাকে আমি সত্য বলছি, উপহাস কচ্চি নে। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করবে, তুমি যদি সে পথে আবার যাবে, তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ ; আমিও তোমার শত্রু হব।

দেবে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃৎ, আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়তে পারি, তবু তোমায় ছাড়তে পারি নে ; কিন্তু তোমাকেও যদি ছাড়তে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখবার আশা ছাড়তে পারবো না।

সুরে। তবে তাই হোক, তোমায় আমায় এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।

[প্রস্থান।

দেবে। চটে চ'লে গেলে! জানি, তুমি আমায় ভালবাস ;— যা বল, তা আমার ভালর জন্য ; কিন্তু আমার আবার ভাল কি ? যা ক'রে যতটুকু ভাল যায়, ততটুক ভাল। সুরেন! তুমিও আমায় ত্যাগ করলে ? আমার বড় কষ্ট হয়, কিন্তু কি করবো, উপায় নেই। সবাই তো ছেড়েছে—এক তুই ছিলি—

গেলি—যা। এ সংসারে কে কার? আমিই আমার—আর এই ব্রাণ্ডিবটল্ আমার। ঢাল খাও—খাও—দুনিয়া ভোল।

(মদ্যপান)

(গীত)

আমার নাম হীবে মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে কুব্জা আমার ননদিনী॥
রাবণ বলে চন্দ্রাবলী, তুমি আমার কমলকলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী॥

কি করা যায়? কই, এলো না? সেই যে কে আসবে না? আসবে, কে কি বলেছিল, কি করা যায়? কি গাই?—(নেপথ্যে জানালায় শব্দ) ও কে ও? কে বাবা খড়খড়ি চুরি করে? এ্যা! দেখেছি, দেখেছি। মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ। শাড়ী-চুড়ি। ও সখি, পালাও কেন? পালাও কেন? আমি বিরহে ব্যাকুল হয়েছি; ধরতে হলো।

(উঠিয়া হীরাকে ধৃত করিয়া প্রবেশ)

বাবা, কোন্ গাছ থেকে তুমি, কাদের পেত্নী গা? দাড়াও, একবার আলো নিয়ে দেখি। না, পারলেম না বাবা; আজ ফিরে যাও, অমাবস্যার দিন লুচি-পাঁঠা দিয়ে পূজা দেবো। আজ একটু ব'সে এক গ্রাস ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও। (পাত্র প্রদান)

কি বাবা, রাখলে যে? দাঁড়াও বাবা! আর একবার দেখি। (প্রদীপ লইয়া দৃষ্টিকরণান্তে) (গীত)

"তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি
কোথায় দেখেছি হে।"

হীরা। আজ্ঞে, আমি হীরে।

দেবেন্দ্র। হুর্‌রে থ্রি-চিয়ার্শ ফর হীরে।

(এক গ্লাস মদ লইয়া)

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুবড়ীহস্তেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

তার পর মালিনী মাসী! কি মনে ক'রে? কিছু মতলব আছে বাবা! না খড়খড়ির ধারে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা শুনছিলে বৈষ্ণবীর কথা, না? আর, আর তোমার মনিববাড়ীর সেই দেবকন্যার কথা,—না?

হীরা। আমি যাই।

দেবে। যাবেই তো, কে ধ'রে রাখবে বাবা। পেত্নী ধরা কি আমার কাজ? দেবকন্যাই ধরেতে পারি নে। কত দিনের আলাপ—

তারা মাষ্টারের সময় থেকে দেখা-শুনো। তা হোক, থাক বাবা! তোমাদের জিনিস তোমাদেরই থাক। খান পরাও, আর যত পাব রাঁধাও। এক একবার দেখবো, তাতে আর কাঁটা দেও কেন বাবা! বৃন্দে দূতি! তুমি অতি বুদ্ধিমতী; নাও, এক গ্রাস খাও।

হীরা। আপনি খান।

দেবে। আমি তো খাচ্ছি; অঢেল খাচ্ছি বাবা! বল তো তোমার অনুরোধে আর এক গেলাস খাই! কেমন, খাই—খাই?

হীরা। খান না।

দেবে। (পানকরণ) খেয়েছি, এইবার তুমি একটু খাও। ছি, লজ্জা করতে আছে? এই দেখ, আমি চোখ বুজিছি।

হীরা। (স্বগত) এই বেলা—ভারি ধরা প'ড়ে গিছি।

[প্রস্থান।

দেবে। (চাহিয়া) খেয়েছ বাপ? কই, কোথা গেলে? অন্তর্দ্ধান হয়েছ না কি? তুমি না আমি,—অন্তর্দ্ধানটা হলো কে? যাক্ গে।

(গীত)

বয়স তার বছর ষোল, দেখতে শুনতে কাল-কোলো,
পীলে অগ্রমাসে মলো, আমি তখন থানায় প'ড়ে।
যেতেছিল বলদ একটা তে-ঠেঙ্গে এক ঘোড়ায় চ'ড়ে॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নগেন্দ্রের অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান

কুন্দনন্দিনী

কুন্দ। কমল দিদি আমায় তো সত্যি ভালবাসে। যাব, কিন্তু কেমন ক'রে যাই? কেন কমল আমায় নিয়ে যেতে চায়? আমি তো কারুর কিছু করি নি। দৈবাৎ সামনে পড়লে একবার ভয়ে ভয়ে মুখখানি দেখে নিতুম। না হয়, তাও দেখবো না। তবু তো যে বাতাসে তিনি নিশ্বাস ফেলেন, সেই বাতাসের শ্বাসগ্রহণে জীবনধারণ করবো। জীবনধারণ কেন? তাতেই বা এত প্রয়োজন কি? আমি কেন বেঁচে আছি? মা মলেন, সবাই মলো; আমিই বা কেন বেঁচে আছি? আচ্ছা, মানুষ ম'লে কি নক্ষত্র হয়? তা হ'লে তো বেশ, ম'রে নক্ষত্র হবো; কেউ কিছু বলতে পারবে না, আমি প্রাণ ভ'রে তাঁকে দেখবো। কাকে দেখবো? নাম কেন—নাম কেন মুখে আনতে পারি নি? এখানে তো কেউ নেই। একবার নাম মুখে আনি?—ন-নগ-নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র!—নগেন্দ্রকে দেখবো! আমার নগেন্দ্রকে—আমার! ধিক—আমি কে? আচ্ছা, ম'লে যদি নক্ষত্র হয়, মাও তো হয়েছেন, কোন্ তারাটি তিনি? আকাশে কত তারা, কেমন ক'রে বলবো, কোন্‌টি তিনি? আচ্ছা, আমি এত কাঁদি, মা কি তা দেখতে পান? দেখতে পেলে আমায়

আপনার কাছে নিয়ে যেতেন। হাঁ। হাঁ, মনে পড়েছে—সেই অনেক দিনের কথা—সেই স্বপ্ন; বাবা যখন মরেন; মা তো চন্দ্রমণ্ডলে চ'ড়ে আমায় নিয়ে যাবার জন্য কত ডেকেছিলেন। আমি অভাগিনীই গেলাম না। কি সুখের জন্যই রয়েছি? সুখ,—আমার ছায়া যেখানে পড়ে, সেইখানেই দুঃখ আসে। সূর্য্যমুখী আমায় কত যত্ন করেন! কমল বল্লে, আজ আমার জন্য তাঁর সর্ব্বনাশ হয়। আর তিনি? তিনিও না কি আমার জন্য যন্ত্রণা পাচ্ছেন। না মা। আমি তোমার কাছে যাবো। এই নীরব, নিথর রাত্তির—কেউ কোথায় নেই; পুষ্করিণীতে অগাধ শীতল জল, ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয়? মা! এইবার আমি যাচ্ছি,—আমায় কোলে নিও!

(সোপানাবতরণের উপক্রম. হঠাৎ নগেন্দ্রের প্রবেশ ও কুন্দের পৃষ্ঠ স্পর্শকরণ)

নগে। কুন্দ! কি করছিলে? কথা কচ্ছ না কেন? তুমি কি কলকেতায় যাবে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যাচ্ছ? কাঁদ কেন—বল? তুমি কাঁপছ যে? প'ড়ে যাবে, এস, আমি ধরি (ধরিতে অগ্রসর, কুন্দের সরিয়া যাওন), স'রে গেলে? এখনও কাঁদছ; শোন কুন্দ! আমি বড় কষ্টে এত দিন সহ্য করেছিলাম, কিন্তু আর পারলেম না। কি কষ্টে যে বেঁচে আছি, তা বলতে পারি নে। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। ইতর হয়েছি, পাগল হয়েছি, আর পারি নে। তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি নে। কেঁদো না।

শোন কুন্দ! এখন বিধবাবিবাহ চলিত হয়েছে; আমি তোমাকে বিবাহ করবো, তুমি বললেই বিবাহ করি।

কুন্দ। না।

নগে। কেন কুন্দ, বিধবাবিবাহ কি অশাস্ত্র?

কুন্দ। না।

নগে। তবে না কেন? বল, আমার গৃহিণী হবে কি না?

কুন্দ। না।

নগে। তবে কি আমায় ভালবাস না? বলবে না? এই একটি কথার উত্তরের উপর আমার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি নির্ভর কচ্ছে। তাও আমায় শোনাবে না? ওহোঃ, কুন্দ! তুমিও তো আমায় আগে দেখেছো। বল দেখি—আমি কি ছিলেম, আর কি হয়েছি? এক তোমায় ভালবেসেই আমি সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে বসেছি, তুমি আমায় পতিত্বে বরণ কর, তার পর যেখানে গে থাকতে বলবে, সেইখানে থাকবো; কুটীরে বাস করবো, যদি সূর্য্যমুখীর সঙ্গে একত্রে থাকতে লজ্জা বোধ হয়,—

[কুন্দের অজ্ঞাতসারে প্রস্থান।

দূর—অতি দূরদেশে তোমায় নিয়ে যাব। নগেন্দ্রের জীবন এখন কুন্দ, সুখ কুন্দ, শান্তি কুন্দ, মনুষ্যত্ব ভদ্রতা সবই তুমি কুন্দ! আমার প্রাণ নেই, প্রেম আছে, সে প্রেম তুমি। কই, কোথায়—কাকে কি বলছি? কুন্দ চ'লে গেছে!—বেশ, দু'টো কথাও শুনলে না, একটা উত্তরও দিলে না। তা' কেন দেবে?

বুঝেছি. তুমিও আমায় ঘৃণা কচ্ছো। চোরের ন্যায় অন্ধকারে আমি তোমার অন্বেষণে এসেছিলুম, কেন আমায় ঘৃণা করবে না? স্বধু কি তোমার অন্বেষণে এসেছিলুম—সূর্য্যমুখীর প্রাণ-হরণ করতে এসেছিলুম! আমি চোরের অপেক্ষাও হীন, সূর্য্যমুখী চোরকে কখন কিছু দেয় নি, তবু সে তার অলঙ্কারাদি চুরি করলে চোর হতো।—আর সেই আবাল্য সহচরী আমার-তার প্রাণপণ ভালবাসা প্রদানে আমায় চিরকাল সুখের সুধা-সাগরে ভাসিয়ে রেখেছে, দেহপাত ক'রে আমার মঙ্গল-চেষ্টা করেছে, আর আমি তুচ্ছ অলঙ্কার নয়, তার প্রাণের প্রাণ অপ-হরণের চেষ্টায় বেড়াচ্ছ। নগেন্দ্র, তোমার মরণই মঙ্গল। সূর্য্য-মুখীকেও হারালে, চরিত্রও হারালে, আর আপনাকেও হারালে। আবার যার জন্যে সব হারালে, তাকেও হারালে। নগেন্দ্র! আর কেন? ঐ কালো জলে গিয়ে তোমার কালা মুখ লুকোও।

(কুন্দনন্দিনীর পুনঃ প্রবেশ ও
নগেন্দ্রের চরণ ধারণ)

কুন্দ। না, না।

নগে। এ কি কুন্দ, অবার কি, না? আমার গৃহিণী হবে?

কুন্দ। না।

নগে। তবে কেন মর্‌বো না?

কুন্দ। না—না—না। (প্রস্থানোদ্যত)

নগে। যাও যে? একটু থাক।

কুন্দ। না, না।

[প্রস্থান।

নগে। কি না? সবই না? আমি কি পাগল হ'লাম; সে-ও তো ভাল ছিল; ২ ~~তাও না, তাও না~~।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নগেন্দ্রের মহলসংলগ্ন ডাক্তারখানা ঘর

ডাক্তার ও হীরার আয়ী

ডাক্তার। যা যা বুড়ী, যা, রাত্রিতে ওষুধ নিতে এসেছে ডিস্পেন্সারির টাইম জানিস্ নে?

আয়ী। কি, তুমি আমায় গাল দাও? আমায় বল, দশ পাস্থরি? আমায় বল টাইন্। ও সব ইংজিরী গালাগালি বুঝিনি বটে? আমি হীরের আয়ী, আমার নাতনী বাড়ীর নায়েব গিন্নী

ডাক্তার। ওরে মাগী, বাবুর একটা নিয়ম আছে। ডাক্তারখানার রুল রেগুলেসন আছে।

আয়ী। রোগেনাশন! তোর রোগেনাশন হোক। এমন অদেষ্টও ক'রে এসেছিলেম, আমায় গাঁয়ে ধোপানাপিত মান্যি করতো। আজ কি না—একটা ছোঁড়া ডাক্তার আমায় বলে কি না—তোর রোগেনাশন হোক।

ডাক্তার। বুড়ী, রাগ করিস্ কেন? কাল সকালে আসিস, ভাল ওষুধ দেব।

আয়ী। দেখ, তুমি ডাক্তার হও আর ফাকতার হও, আমায় ভাল দেখিও না বল্‌ছি—ভাল দেখিও না বল্‌ছি। ভাল দেখিয়ে দেখিয়ে সব সর্ব্বনেশে সর্ব্বনাশী মিলে—আমার অমন কর্ত্তা জল-জ্যান্ত—তবু খাবি খেলে আর গেল। কেন? তোরা কি হতভাগা মিন্‌ষেরা খাবি খাবি নি? পিতেম গেল, নফরা গেল।

ডাক্তার। আচ্ছা বাপু, ওষুধ দিচ্ছি, কি হয়েছে, ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল?

আয়ী। হীরের অমন জামাই গেল। পরের দোরে গতর খাটাতে আসতে হলো। একটু দুধ চাইলে এখন লোকে আমায় দুধ দেয় না, আমার 'পসীর বাড়ী একেবারে এক মণ দুধের কড়া চড়তো; দুধ ম'রে ম'রে এতটুক হতো, কেউ আর খেতে পেতো না।

ডাক্তা। ওরে শোন বুড়ী, হীরের কি হয়েছে, বুঝিয়ে আমায় বল, তবে তো ওষুধ দেব।

আয়ী। ইস্, ভারি তো ডাক্তার, আমি বল্‌বো, তবে উনি অষুধ দেবেন। তার অমন হয়, মাঝে মাঝে হয়; বাতিকের মতন কি—পিত্তির মতন—ঘরে দোর দিয়ে, প'ড়ে থাকে—ওঠে না। খালি ব'সে ব'সে বাবুর মাইনে খাবেন—একটা ব্যামো আরাম কর্ত্তে পারে না।

ডাক্তা। মর্ বুড়ী, খালি বকর বকর বকে; এই নে যা—এক শিশি এসেন্স অফ অশোক দিচ্ছি।

আয়ী। দে দে, শোকের উপর শোক দে, গরীব পেলেই সবাই দেয়।

ডাক্তা। আরে মর্ বেটী, মেডিক্যাল সায়েন্স বোঝে না?

আয়ী। হাঁ গা ডাক্তার, আমি বুড়ো মানুষ ব'লে কি তামাসা কর্‌তে হয়? হীরে কি আমার অষুধ খাবে? না সে জানে আমি এখানে এসেছি।

ডাক্তা। ওষুধ খাবে না—তবে আমার কাছে বল্‌তে এসেছ কেন?

আয়ী। তবে—বাবু তোমাকে এতটা মাইনে দিয়ে রেখেছে কেন? একটা গুলীমুলি দাও; আমি তার বালিসের নীচে রেখে দেব, তাতে সে ভাল হয়ে যাবে।

ডাক্তা। জমীদারবাড়ীর ডাক্তারী এ এক মন্দ আপদ নয়। নে বুড়ী নে। এই ক্যাষ্টর অয়েল্‌টা কোনমতে খাইয়ে দি গে।

আয়ী। এ কি বাবা?

ডাক্তা। ওরে ক্যাষ্টর অয়েল্, একটা তেল।

আয়ী। বেশ বাবা, বেশ। কেষ্টর তেল, তা সে খেলে হয়, তার মুখের কাছে কি আমি যেতে পারি?

ডাক্তা। ওষুধ খাবে না, কিছু করবে না, তা ভাল হবে কি? আর বুড়ী খালি আমার উপর রাগ করে।

আয়ী। না বাবা, রাগবো কেন? তোরা পেটের ছেলে, আশীর্ব্বাদ না ক'রে মুখে ছুটো মুড়িও দেইনি।

নেপথ্যে। ডাক্তার, ডাক্তার!

ডাক্তা। বাবু যে! এ কি, এত রাত্রে যে! স'রে যা—স'রে যা মাগী, পালা পালা।

আয়ী। তোর পালাজ্বর হোক্!

ডাক্তা। ওরে বুড়ী। দেখছিস্ নি বাবু আস্ছেন? পালা পালা, তোর ওষুধ আমি পাঠিয়ে দেব এখন :

আয়ী। তা দিস্ বাবা—দিস্। তোর ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্, বাড়ী ঘোড়া মড়া মরুক, সোনার দোত-কলম হোক্, হাতের নোয়া ক্ষয় যাক্। যেন আহা করতে কেউ ভিটের থাকে না।

[প্রস্থান।

ডাক্তা। বড়মানুষের বাড়ী ডাক্তারী চাকরী—এ দেখছি আসামের কুলী-বাগানের চেয়েও ঝক্মারি। কর্ত্তা-গিন্নীদের ব্যামো হ'লে, সে হুম্রো হুম্রো বাবু ডাক্তার আছেন—সাহেব আছেন। আমাদের চাকরদাসীদের নাড়ী টিপতে টিপতে—আর তাদের সঙ্গে বকর বকর করতে বিদ্যে বাড়তে থাকে।

(নগেন্দ্রের প্রবেশ)

নগে। ডাক্তার!

ডাক্তা। আজ্ঞে।

নগে। ওষুধ দাও।

ডাক্তা। আজ্ঞে, এখনি দিচ্ছি—কিসের?

নগে। আমি বল্‌বো কিসের? তুমি তো খুব ডাক্তার দেখছি তুমি দেখে বোঝ না? রোগ চিন্‌তে পার না?

ডাক্তা। আজ্ঞে, পেরেছি বই কি। এখন কত —

নগে। কি কত?

ডাক্তা। আজ্ঞে, একশো চার—না পাঁচ?

নগে। একশো চার পাঁচ কি?

ডাক্তা। আজ্ঞে ডিগ্রী। সে নাড়ীটাড়ী উঠে গেছে। এখন ব্যামোর ডিগ্রী হয়েছে, তা শুনেন নি?

নগে। দেখ, তোমার ওসব ডাক্তারী বুলি এখন ভাল লাগছে না। কি হয়েছে, বুঝে ওষুধ দিতে পার—দাও।

ডাক্তা। (নাড়ী ও বক্ষাদি পরীক্ষা করিয়া) আজ্ঞে, আপনার যকৃৎ হ'তে শ্লেষ্মা প্রবাহিত হয়ে করোটির অভ্যন্তরে রেডিয়্যাল ধমনী কসেরুকা মজ্জার সহিত মিলিত হয়ে মস্তিষ্কের শিরায়—

নগে। কি বকতে আরম্ভ কর্‌লে? আমার প্রাণ খারাপ হয়েছে মাথা খারাপ হয়েছে। ওষুধ দাও, প্রাণ যায়।

ডাক্তা। আজ্ঞে, তা হ'লে বোধ হয়, আপনার স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। যদি মস্তিষ্ক হ'তে ফুসফুসের মধ্যে যে রক্তবহা নালী আছে, তা অপারেসন করতে পারি, তা হ'লে এখনই চমৎকার রেজল্ট পাওয়া যায়।

নগেন্দ্র। তুমি দেখছি আমার চেয়েও পাগল! অপারেসন করবে কি?

ডাক্তা। আজ্ঞে, আপনি মডার্ণ সারজারিতে কত ইমপ্রুভমেণ্ট হয়েছে, তা অনুগ্রহ ক'রে দেখেন নি, আপনি চুপটি ক'রে শুয়ে থাকুন, আমি বুকের মাঝখানটি কেটে, ফুস্‌ফুস্‌টি বার ক'রে নেবো।

নগে। ষ্টুপিড—ফুস্‌ফুস্ বের ক'রে নিলে কি মানুষ বাঁচে?

ডাক্তা। আজ্ঞে ষ্টুপিড—বলছেন কি! সে আশ্চর্য্য ব্যাপার। অবশ্য আপনি বাঁচবেন না—সে বিষয় নিশ্চয়, তার জন্য আপনি কিছু ভাববেন না, কিন্তু দেখবেন, অপারেসনটা কি চমৎকার! কি বিউটিফুল রেজাল্ট! খালি ফুস্‌ফুস্‌টি বেরিয়ে আসবে, চমৎকার, গ্রাণ্ড। ডক্‌টর ভল্‌পাট এমন ছ' সাতটা অপারেসন করেছেন। তারা সকলেই মরেছে, কিন্তু মেডিক্যাল ওয়ার্ল্ডে আজ তাঁর নাম সকলের উপর।

নগে। ডাক্তার, তোমার সায়েন্স রাখ, পাগলামো রাখ, আমি কি বলছি, বুঝছো কি? তোমার ডিস্পেন্‌সরীতে এমন কোন অষুধ আছে কি, যাতে—

ডাক্তা। আপনার অনুগ্রহে আমার ডিস্‌পেন্সরীতে নেই কি?

নগে। অমন বাজে বক তো কাল তোমায় বিদেয় ক'রে দেব। আমার কথা শোন। যাতে আমার প্রাণে শান্তি পাই, এমন কোন ওষুধ দাও, একটু স্ফূর্ত্তিটুর্ত্তি চাই।

ডাক্তা। ওঃ, তাই বলুন, তবে পোর্ট দেই?

নগে। পোর্ট কি? সে তো মদ?

ডাক্তা। আজ্ঞে, বদলোকে ঐ কথাটা রটিয়েছে, আমি জিয়োগ্রাফিতে পড়েছি, 'পোর্টফ্রম্ ওপোর্টো' ও একটা ভুগোলের জল।

নগে। সত্যিই তাতে উপকার হবে?

ডাক্তা। আজ্ঞে, আহার ক'রে দেখুন—প্রত্যক্ষ ফল, তখন আমায় আর-ও ষ্ট্রং ওষুধ দিতে বলবেন।

নগে। আচ্ছা, নিয়ে এস। উঃ, গেলুম, গেলুম। প্রাণ গলার কাছে আসছে।

ডাক্তা। এই যে হুজুর দিচ্ছি। [প্রস্থান।

নগে। বিষ পেলে বিষ খাই। ওহে, কিছু ঘুমুবার ওষুধ আছে?

ডাক্তা। (ওষুধ হাতে পুনঃ প্রবেশ) আজ্ঞে, এতে ঘুমও হবে, আরামও হবে। একটু খেয়ে ফেলুন দেখি।

নগে। খাব? নামতেই তো চলেছি, না হয় আর এক পইঠের নীচে। (মদ্যপান) শান্তি কি পাব? ঘুম কি হবে? ভোলা যায় কিসে? ভোলা যায়, এমন ওষুধ কি নেই? মেডিক্যাল সায়েন্স তবে কিসের! ডাক্তার, এ তোমার কি ওষুধ? যা ভুলবো মনে ক'রে খেলুম, সেই চিন্তাই যেন বাড়িয়ে তুলছে।

ডাক্তা। ভয় কি, আর একটু খান। উপরি উপরি দুচার গ্লাস—দেখবেন তখন। 'ট্রাই এগেন' সিম্পল্ লেসনে পড়েন নি? মিল্টন বলেছেন, ট্রাই এগেন, হ্যারি, উইল ইউ গিভ মাই কাইট এ লিফ্‌ট, ট্রাই এগেন্।

নগে। (পান করিয়া) ওহে ডাক্তার, এ তো বেশ জিনিস। তবে লোকে মদের নিন্দে করে কেন?

ডাক্তা। আজ্ঞে, যাদের পয়সার অভাব, তারাই করে। মদ না থাকলে এমন যে মেডিক্যাল সায়েন্সের ভাল ভাল কীর্ত্তি—কিছুই

প্রকাশ হতো না। লিভারএ্যাবশেষ, নারভস ডিবিলিটি, ডিলিরিয়ম ট্রিমেন্স—এগুলো তো শুধু ইমিজিয়েট রেজন্টের কথা বল্‌ছি। তা ছাড়া আরও কত সায়েন্স শিখবার উপযুক্ত রোগ আছে, তা আমরা দেখতেই পেতাম না। আপনি বিদ্বান্, অনেক পড়েছেন, শুনেছেন, বলুন দেখি! মদ না থাক্‌লে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের উপায় কি হতো?

নগে। ডাক্তার, ডাক্তার! ঠিক্ বলেছ! জিনিসটি বড উপকারী বটে। আমাব প্রাণটা কেমন একটু লাফিয়ে উঠেছে। মাথা ধরাটা ছেড়ে গেছে।

ডাক্তা। আজ্ঞে, মাথা ধরা? যা কিছু আছে, সব ছেড়ে যাবে, জিনিসের কত গুণ? আর একটু খাবেন?

নগে। ড্যাম্‌ড টেমপটার—গেট এ্যাওয়ে।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

কুন্দ, কুন্দ, কোথায় গেলে? কাব সামনে ও নাম কচ্ছি? আহা, সূর্য্যমুখি! তুমি কি শুনতে পেয়েছ? পেয়ে থাক তো মার্জ্জনা কর। আমি তোমার অতি অধম স্বামী।—~~তোমার রাজরাজেশ্বরী-প্রতিম প্রণয়ের উপযুক্ত নই। আমি দেবদত্ত প্রসাদের ভাগী নই, [illegible] কুকুর~~! ইয়েট, এ্যানদার গেলাস্। (পান) সব দোষ তোমার। সূর্য্যমুখি! আমার এই সংসার-কানন একা তুমি ফুটেই তো আলোকিত ক'রে রেখেছিলে, কেন তবে নিজে যত্ন ক'রে তার এক পাশেই ঐ কুন্দ-ফুলের গাছটি পুতেছিলে? তাই তো তার ক্ষুদ্র শুভ্র শোভা আজ আমার

সর্ব্বনাশ করছে। আমি সূর্য্যমুখীকেও ছাড়তে পারিনে, কুন্দকেও ছাড়তে পারি নে! একবারে দুই জনকে কি রাখা যায় না?—বাপ রে! প্রভাময়ী উত্তপ্ত সূর্য্যমুখী—তার পাশে সতীন! তবে আমি কি সৌন্দর্য্যের শুভ্রবিন্দু ঐ কুন্দতেই ডুবে মরবো! (মদ্যপান) ডাক্তার, ডাক্তার, এ তোমার চমৎকার ওষুধ।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। বাবু! মা ঠাকুরুণ বল্লেন, আহারের জায়গা হয়েছে, সব তৈরী।

নগে। পাজী, কে তোকে এ কথা বাড়ীর ভেতর বলতে বল্লে? আমি তৈরী, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা? আমি তৈরী—

ভৃত্য। আজ্ঞা, আপনি তৈরী কি? আহার—

নগে। আমায় আহা?—তুই আমায় আহা দেখাতে আসিস্? সত্যই কি আমার এত দুর্দ্দশা হয়েছে?

ভৃত্য। ও ঠাকুর, এ কি করলে? বাবু আমার এমন আবোল-তাবোল্ বকছেন কেন? ওগো, তোমরা দেখ গো। মাকে খবর দাও গো।

নগে। কি, বেয়াদবি? চেঁচামেচি!--আমায় এক্সপোজ করতে চাস্! হারামজাদা! (প্রহারকরণ)

ভৃত্য। বাবু, মারলেন? আপনি আমায় মারলেন? মারুন, মারুন, আবার মারুন! যখন হাত তুলেচেন—তখন প্রাণে মেরে ফেলুন।

নগে। কাঁদিস্ কেন? মনে কচ্ছিস্ বুঝি কাঁদলে আমার দয়া হবে! সে আর নেই। সব গিয়েছে, সব গিয়েছে। গ্রামে ডেকে হেঁকে ছুটে বল্‌গে যে, নগেন্দ্র দত্ত ছোট লোক হয়েছে,' যা বল্‌ছি, বেরো। (ধাক্কাপ্রদান ও ভৃত্যের প্রস্থান) আমায় তৈরী দেখায়—মারবো না? ছোট লোক, পাজী। আদর বড় বেড়ে উঠেছে! কিন্তু আহা! বেচারি কাঁদতে লাগলো! গরীব, ওর বুদ্ধি কি? আমার মত বিবেচনা থাকলে ওতে আমাতে তফাৎ কি?—তফাৎ—অনেক তফাৎ। ও তো চোর নয়? ও তো ওর পরিবারের বুকে শেল হানতে যাচ্ছে না! ছি, ছি—কেন মার্‌লেম? ভাল কর্‌লুম না। আঃ কুন্দ! তোমার জন্য আমার কি অধঃপতনই হচ্ছে, এ মুখ কেমন ক'রে আর সূর্য্যমুখীকে দেখাব? সূর্য্যমুখি, সূর্য্যমুখি!

(সূর্য্যমুখীর প্রবেশ)

সূর্য্য। তুমি এখানে, আমায় ডাক্‌ছো? আর আমি পোড়ারমুখী খাবার বেড়ে বসেছিলুম্, বলি বাইরে কিসের গোল হচ্ছে? তুমি আমায় ডাক্‌ছিলে?

নগে। তোমায় ডাক্‌ছিলুম, কই, না! বুঝি যমকে ডাক্‌ছিলুম।

সূর্য্য। বালাই—বালাই, কেন বাবু, অমন কচ্ছো? দেখ, আমি দেখছি, তোমার কি একটা যেন অসুখ হয়েছে। আমার অনুরোধ রাখো,—ডাক্তারকে দেখাও—ওষুধ খাও, দেখেছ কি,—তোমার শরীর কি হয়ে যাচ্ছে?

নগে। আর তুমি দেখেছ কি, আমার মন কি হয়ে যাচ্ছে?

সূর্য্য। শরীরের অসুখ হ'লে কি আর মন ভাল থাকে? আমি ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই। আজ-ই একটা ওষুধ বন্দোবস্ত কর।

নগে। তার গোছ আগেই হয়ে গেছে।

সূর্য্য। কি বলছো! চোখ দু'টি অমন রাঙ্গা হয়ে উঠেছে কেন? দেখি? আঁা! এ কিসের গন্ধ! হায় হায়! কেন এ কাজ কল্লে? প্রাণেশ্বর আমার! কেন এ কাজ কল্লে? এ জিনিস কেন খেলে? এ সর্ব্বনাশ কেন করলে?

নগে। কেন, কি হয়েছে?

সূর্য্য। যা হয়েছে তা হয়েছে, তোমার সূর্য্যমুখীর মুখ পুড়েছে; তা যা হবার হয়েছে, এই তোমার দু'টি পায়ের উপর মাথা রাখলুম, এ কাজ আর করো না; বল, আর খাবে না?

নগে। ওঃ, কি মদ খেয়েছি—তাই? কেন, তাতে দোষ কি?

সূর্য্য। তা জানিনি, যা তুমি জান না, তা আমি জানিনে। কিন্তু আমার কথা—চরণে বিক্রীত দাসীর একটি কথা—আর খেও না।

নগে। দেখ, সূর্য্যমুখি, ভাল কথা শোনবার, উপদেশ শোনবার দিন নগেন্দ্রের গিয়েছে। আমি মদ খেয়েছি, মাতাল হয়েছি;—মাতালকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়—করো। নচেৎ আবশ্যক করে না। বুঝলে?

[প্রস্থান।

সূর্য্য। না, না, এ স্বপ্ন! ভগবান্! আমার দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে দাও। আমি কি শুন্‌লেম? আমার স্বামী, আমার প্রাণের রাজরাজেন্দ্র নগেন্দ্র আজ আমায় বল্‌লেন, "মাতালকে শ্রদ্ধা কর্‌তে হয়,

করো। নচেৎ আবশ্যক করে না"; আমার আঙ্গুলে ব্যথা লাগবে ব'লে যিনি কখন আমায় হাতে ক'রে গাছ থেকে ফলটি তুল্‌তে দেন নি, তিনি এই বিষম কথা ব'লে আজ আমার প্রাণে দারুণ ব্যথা দিলেন! না, অসম্ভব! অভাগিনী হৃদয়ে কি কুচিন্তা পুষেছিল, তাই আজ এই দুঃস্বপ্ন দেখলে? ঘুম ভেঙ্গে যা,—ভেঙ্গে যা, নয় একেবারে ঘুমো, জন্মের মতন ঘুমো—আর জাগিস নি! কে এমন সর্ব্বনাশ করলে! কে আমার সাধের স্বামী কেড়ে নিচ্ছে! এ বকের ভেতর থেকে প্রাণ কে ছিঁড়ে নিলে! কমল, কমল দিদি! তুমি কোথায়? একবার দেখো এসে আমি কি কেউটে পুষেছিলাম!

(হীরার প্রবেশ)

কে রে?

হীরা। আমি।

সূর্য্য। তুই, সেই অবধি তোর দেখা নেই কেন? অসুখ করেছে না? এত রাত্রে যে?

হীরা। পিঠে একটা ব্যথা ধরেছিল, আয়ী বুড়ী তাই নিয়ে যত হাঙ্গাম ক'রে বেড়াচ্ছে। শুনলুম, ডাক্তারের কাছে না কি ওষুধ নিতে এসেছিল; তাই শুনে তাড়াতাড়ি এলুম। পোড়া-কপালী একটা ন্যাকরা—

সূর্য্য। তোকে না একটা দরকারী খবর আনতে পাঠিয়েছিলুম? তখনি না চ'লে যাস?

হীরা। কি করবো, বুকের ব্যথাটা বড়ই জোর করেছিল, যেমন উঠতে পেরেছি, অমনি ছুটে এসেছি।

সূর্য্য। সে মাগী কে?

হীরা। ও গাঁয়ের দেবেন বাবু!

সূর্য্য। অ্যাঁঃ!

হীরা। আজ্ঞে, তিনিই বোষ্টমী সেজে এসেছিলেন।

সূর্য্য। অ্যাঁ! আমার বাড়ী এই কাণ্ড! সেই দুশ্চরিত্র হতভাগা মেয়ে সেজে অন্দরে ঢোকে কেন? কিসের জন্য?

হীরা। কথায় বার্ত্তায় বুঝলেম, কুন্দ ঠাকরুণের সঙ্গে আলাপ আছে; তাই আসা যাওয়া।

সূর্য্য। ছি ছি, কি পাপ! কি পাপ! এত বড় ঘরটা কলঙ্কে ডোবালে! এমন পাপকেও আশ্রয় দিয়েছিলুম! কোথায় সে, এখনি ডাক।

হীরা। আপনি চুপ করুন, একটু স্থির হন।

সূর্য্য। পাপিষ্ঠা, কার কথা অমান্য করছিস, জানিস?

(কমলের প্রবেশ)

কম। কি বৌ, কি বৌ, চেঁচামেচি কিসের?

সূর্য্য। ঠাকুরঝি! কোথায় সেই কালসাপিনী?

কম। কে? কার কথা বলছো?

সূর্য্য। যে এই সংসার ডোবালে, পাপ আনলে, তোমাদের আদরে

কম। কে, কুন্দ? কি করেছে? ঐ তো দাড়িয়ে আছে। এ দিকে আয় তো [redacted] কুন্দ! [redacted], কি করেছিস্? বৌকে রাগিয়েছিস্ কেন?

(কুন্দের প্রবেশ)

কুন্দ। আমি তো—কই—ঐ পুকুরের ধারে একবার বসেছিলুম; তা —আমি তো—কই—কিছু জানতেম না, কে আসবে—তা—তা আমি তো—মরবো না—কই মরবো—না।

সূর্য্য। মরবে না?—তোমার মরণই মঙ্গল। দেখ কুন্দ! অনাথা ব'লে তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলুম, কিন্তু এখন তোমার চরিত্র বেশ বুঝতে পেরেছি, হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, জান্‌তে পেরেছি। জেনেছি, সে তোর কে? তুইও মনে মনে বুঝেছিস্। তোর মতন স্ত্রীলোকের এ বাড়ীতে স্থান হ'তে পারে না। তুই এখনি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা বিদায় হ। নইলে হীরে তোকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবে। [প্রস্থান।

কম। কি এ!

হীরা। তা কেমন ক'রে জানবো বাপু! গিন্নী আজকাল চড়েই আছেন। আমায় সেই বোষ্টুমীর সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলেন, তা তো জানো? তা যা জেনেছিলুম, তা এসে বল্লুম।

কম। কি বল্‌লি?

হীরা। বললুম যে মেয়ে সেজে এসেছিল ও গাঁয়ের দেবেন্দ্র বাবু।

কম। তাতে কুন্দর কি?

হীরা। কি ক'রে জানবো? সে মিন্‌ষে বল্‌লে, কুন্দ ঠাকরুণের সঙ্গে না কি অনেক দিনের আলাপ, তা আমি কি করবো বাপু! মুখ থেকে কথা বেরুতে না বেরুতে গিন্নী একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন।

কম। হুঁ, যা তুই।

[হীরার প্রস্থান।

কুন্দ। দিদি! কি করেছি?

কম। কিছু না। মাগীর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমি ওর কোন কথাই বিশ্বাস করি নে। তুই আয়, আমার ঘরে আয়।

কুন্দ। আর এ বাড়ীতে—

কম। চুপ কর।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হীরার বাড়ী

হীরার আয়ী

আয়ী। হ্যাঁলা! আস্‌বারও তর সইল না। উঠে চ'লে গেলি? কোথায় গেলি, ব'লে গেলি কি? কাশী গেলি না মক্কা গেলি—তাও তো ব'লে গেলি নি; তা যাবি কেন? জানিস্ বুড়ী আছে, রাঁধবেও এখন, ঘর নিকুবেও এখন। গাছে জল দেবে, হরিণকে

খাওয়াবে ; মুখপোড়া মিন্‌ষে মালী, বাবুর বাড়ী ডালি নে যাবি, যা, এখানে দেওয়া কেন? আর কি মিন্‌ষে আছে যে, দুটো ফুল-টুল তুলে নিয়ে পূজো করবে ; তা তো নয়, খালি বুড়ীকে কষ্ট দেওয়া। ছাগলে খেলে কি না দেখ, গরুতে খেলে কি না দেখ। ডাক্তারের কাছে গেলুম, অত রাত্তিরে ডেকে তুললুম, কত অষুদের কথা শুনে এলুম। ভাবলুম, এসে হীরেকে বলবো, শুনেও না হয় একটু সোয়াস্তি হবে। ও মা, কি এ! না আসতে আসতে দোরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে গেছিস্? হোক্ না কেন উচক্কা বয়েস, আমাদেরই কি দিন ছিল না? কিন্তু এমন বাওচাল্লি কখনও কারনি। ঐ প'ড়ে থাক সে সব। মরণ আর কি! নিজের একটা পেটের জন্য রান্নার উদ্যোগ করতে যাব? ঐ বাবুদের বাড়ী থেকে এক পাথর ভাত আন্‌লেই হবে। তোর জন্যেই ত এত উদ্যাগ সুয্যুগ। তা যেখানে থাক- প্রাতর্ব্বাক্যে বেঁচে থাক।

(হীরার প্রবেশ)

হীরা। আঁা, আয়ী!

আয়ী। ও মা- ও কে? এই যে এসেছিস। আমি বলি রাত্তিকের জোরে বুঝি বৃন্দাবনে গেলি, কি মেদিনীপুর গেলি'

হীরা। তোকে কে বলেছিল ডাক্তারের কাছে যেতে? আমি কি ওষুধ চেয়েছিলুম?

আয়ী। ও মা, কথা শোন! রোগী বুঝি আবার নিজে অষুধ খেতে চায়? হ্যাঁলা হীরে, এখন যেমন হীরে হয়েছিস্, তখন তো গুঁচি

বই আর কেউ কিছু ব'লে ডাকতো না। যখন তুই পাঁচ বছরেরটি, তোর তখন ঘুংড়ি বাল্‌সা হয়েছিল, আমি যে বুকে হাঁটু দিয়ে ঝিনুকে ক'রে মুক্তবর্ষী পাতার রস গিলিয়ে দিয়েছি, তখন কি তুই নিজে অষুদ চেয়েছিলি—না, এই বড়ীই দিয়েছিল—তা আজ চাবি ?

হীরা। দেখ আয়ী ! আমি তোমাকে বরাবর বলেছি, এ অসুখ আমার কিছু নয়। শরীরটে কেমন হয়, তাই দুই এক দিন দোর দিয়ে মুখ বুজে প'ড়ে থাকি। আপনি আপনি সেরে যায়। তোর ভাবনা নেই. কারুর কাছে গোল করিস্‌ নি। তা তোর যত বয়স বাড়ছে, তত বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।

আয়ী। হ্যাঁ লা, কাল্‌কের মেয়ে তুই—আমায় লোপ দেখাস কি লো ? আজ বল্লি লোপ হয়েছে, কাল বলবি গোঁপ বেরুচ্ছে। এই বুঝি বড়মানুষের বাড়ী থেকে আক্কেল হচ্ছে ? হ্যাঁ রে—তুই যে কায়েতের মেয়ে, হয়েছিস্‌ হয়েছিস্‌ বিধবা, তা ব'লে সত্যি সত্যি তো স্বোয়ামীর মাথা খাস নি যে, আমায় একেবারে পর ক'রে দিচ্ছিস্‌ ! তোর ভালর জন্যেই বলি, বৌটা—তোর মা ছুঁড়ী কোত্থেকে বাইয়ের ব্যামো নিয়ে এলো। আমাদের সাত গুষ্ঠীতে ও সব ছিল না বাপু, ঐ যা পীলেটা ফিলেটা হ'তো। তা বলছিলুম, বৌ ছুঁড়ী ঐ বাইয়ের ব্যামোতেই ত গেল। তোর উচক্কা বয়েস, রসের ধাত, পাছে সেই সব হয়—তাই ত ভাবি, নইলে আমার ওষুদের জন্যে যেতে দায়টা পড়েছে !

ডাক্তারখানায় আগুন লাগুক, কোম্পানিডাঙা ছোঁড়াদের মুখ পড়ুক, আমার গরজটা কিসের ?

হীরা। আয়ী ! রাগ করিস কেন ভাই ? আমি কি তোকে গাল দিচ্ছি ?—তোকে বারণ করেছি—ও অসুখ কারুকে বলিস্‌নি, বল্‌লে ও অসুখ বাড়ে। ও যে ঠাকুরদের অসুখ, তিন কান করলেই যার অসুখ, সে ম'রে যায় !

আয়ী। ও মা, ও মা, সে কি কথা ? তা এ্যাদ্দিন আমায় বলিসনি কেন ? ও আমার পোড়াকপাল ! কেন মরতে এমন কাজ কর্‌লুম ! ঐ ডাক্তার ছোঁড়ার দু' কান তো শুনেছে, এইবার আমি সাবধান হলুম ; আর একটি কানও করবো না— ও হীরে, তোকে নিয়ে যে আমি বেঁচে আছি, তোর ভাল-মন্দ হ'লে আমি কি আর এ পৃথিমীতে থাকবো ? ঠাকুরদের অসুখ তা তো আমি জান্‌তুম না। দোহাই মা, বাবাঠাকুর, দোহাই বড়রাস্তার বটগাছ ! ও মা, কি কর্‌ছি ; বিষ্টি এয়েছে যে—আমি তা শুন্‌তে পাইনি, ঐ গিয়ে পাখীর খাঁচার চটখানা উঠনে শুকতে দিয়েছিলুম গেল বুঝি ভিজে।

[প্রস্থান

হীরা। এলো-মেলো বকুক আর যাই করুক, মাগী আমায় ভালবাসে বাপু। আহা—এক দিন তো দিনকাল ছিল, পোড়া যম যে সব নিলে। জ্ঞাতেদের গুণে পয়সা-কড়িও গেল—নইলে ও আর আমার অন্ন খাবে কেন ? আমার আবার অন্ন ! পোড়াকপাল কায়েতের মেয়ে দাসীবৃত্তি ; অদেষ্ট, অদেষ্ট—তা না হ'লে আমি

কায়েতের মেয়ে, সূর্য্যমুখীও কায়েতের মেয়ে—উনিই বা মনিব কেন? আমিই বা দাসী কেন? ও মা, বৃষ্টি জোরে এল! (নেপথ্যে দরজার শব্দ) কে রে দরজায় ঘা মারে? কে রে? আ মলো, কথা কয় না যে? রস তো দেখছি।

[প্রস্থান।

(আয়ীর পুনঃপ্রবেশ)

আয়ী। না, গেছে, এমন চট্‌খানা একেবারে ভিজে গেছে। কদ্দিনে যে শুকুবে, তা বলতে পারি নি। মুখে আগুন আমার! গামছা-খানা প'রে যদি উঠ্‌নে যাই, তা হ'লে কাপড়খানাও ভেজে না। ও হীরে, কোথায় গেলি? শুয়েছিস্—তা, শো। আমারও বড় শীত করছে বাপু। কাপড়টা আজড়ে কাঁথাখানা মুড়ি দে পড়ি গে। বেশী রাত্তিরে যদি ঘুম ভাঙ্গে, দুটো চালভাজা মুখে দেবো এখন।

[প্রস্থান।

(কুন্দকে লইয়া হীরার পুনঃপ্রবেশ)

হীরা। আ হা হা হা—এমন কাজ করতে হয়? কাপড়চোপড় একেবারে ভিজে গেছে; এক ঢাল চুল নিংড়ে জল বেরুচ্ছে! শীতে কাঁপছো!

কুন্দ। হীরে! আমি তোমার বাড়ী জানতুম না।

হীরা। নেই বা জান্‌তে—তায় আর কি? আর জান্‌লেই বা।—তোমারও তো জোর এখানে, তুমি মনিব, আমি দাসী।

কুন্দ। হীরে, আমি কিছু করি নি। তুমিও কি আমায় তাড়িয়ে দেবে?

হীরে। ও কি কথা? ছি!—ভাগ্যি যে তোমার পায়ের ধুলো আমার বাড়ীতে পড়েছে।

কুন্দ। ছি, আমায় ও কথা বলো না; আমি কাঙ্গাল!

হীরা। তুমি কাঙ্গাল! দেখো দেখি—তোমার জল্‌জলাট হবে, তবে আমার নাম হীরে। গিন্নী আজ বুঝতে পারলে না; কিন্তু পরে বুঝবেন, কাকে দুর্বাক্যি বলেছেন! কে জানে বাপু, কেন—কিসের জন্য এত রাগ? তা' যাই হোক্‌—এসেছ—বেশ করেছ। দুই এক দিন এইখানেই থাক। আমি লুকিয়ে রাখবো—কারুকে বল্‌বো না।

কুন্দ। হীরে, আমি কখন বাড়ীর বার হই নি। রাস্তা চিনি না, কোথায় যাব; আমার বড় ভয় করছে।

হীরা। আমার মনিব, মাথার মণি! তোমায় মাথায় ক'রে রাখবো। যাবে আবার কোথায়? দেখো দেখি, আরাধনা ক'রে নে যায় কি না? বাবু তোমায় চান্—তোমার ভাবনা কি?

কুন্দ। না হীরে, না হীরে—

হীরা। আচ্ছা, সে কথা হবে, এখন গা'টা পুঁছবে, কাপড়-খানা ছাড়বে এস। আমি খুব সাবধানে রাখবো—আয়ী পর্য্যন্ত জানতে পারবে না। তুমি বিছানায় শোবে, আমি মেঝেয় প'ড়ে থাক্‌বো।

কুন্দ। হীরে, তুমি এত লক্ষ্মী, এত ভাল, তোমার মতন মানুষ আর নেই।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগেন্দ্র দত্তের বাটী-সংলগ্ন উদ্যান

নগেন্দ্র

নগেন্দ্র। প্রভাত হয়েছে, আঃ, বাঁচলেম। নিদ্রাহীন রজনীযাপন কি ভয়ঙ্কর! সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ; প্রাণিমাত্রেই সুষুপ্তির কোলে শায়িত। উদ্ভিদ-রাজ্যেও সেই বিরামের সুখময় শান্তি। আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একা আমি জাগ্রত! জ্বালাময়ী চৈতন্য লয়ে—ক্ষণেকের তরেও চেতনা হারাবার জন্য হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছি। যে দুর্ভাগা বন্দী রাজশাসনে নিভৃত কক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে—সে-ও নিদ্রাহীন অপেক্ষা সুখী। আগে কে আমার মত সুখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেত? মধুর সঙ্গীত শুনতে শুনতে যখন আমি সুখস্বপ্নের অপ্সর-রাজ্যে বিহার করতেম, তখন কোন্ রাজাধিরাজ না আমার সঙ্গে অবস্থা পরিবর্তন করতে চাইতো? এ কি হলো! আরে নয়ন, কি করলি! মন! তুই শান্তি-কুটীর ছেড়ে কোন্ কণ্টকবনে হারিয়ে গেলি? গত রাত্রের ঘটনা আরও বিষম। তাকে একাতে

পেলেম—জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণের ফোয়ারা খুলে দিলেম, কিন্তু সে উচ্ছ্বাসবারি কেবল মরুর বালিতে পতিত হ'লো! কেবল বলে, না। আমার হও, না। আমায় ভালবাস্‌বে, না। আমি মর্‌বো, তাও না; এ কি—না? ভুজঙ্গ-বিষের আর একটা নাম কি, "না?"

নেপথ্যে। সে কি, কোথায় যাবে? খিড়কিতে আছে, নয় বাগানে আছে। চল খুঁজি গে। যে আগে বের কর্‌তে পার্‌বে, সে বক্‌সিস্‌ পাবে।

নগে। ভোরবেলা এ কিসের গোল? কে কাকে খুঁজছে আমাকে কি? হয় তো সূর্য্যমুখী আমায় শয্যাপার্শ্বে না দেখে। খুঁজছে। নইলে আর কে খুঁজবে?

[প্রস্থান

(কৌশল্যা ও ভৃত্যের প্রবেশ)

কৌশ। হ্যাঁ রে, দেখ্‌তে পেলি?

ভৃত্য। কোথায় পাব? সারা বাগান তো খুঁজে এলুম,. কেউ কোথাও নেই!

কৌশ। দেখ্‌ দেখ্‌, ভাল ক'রে দেখ্‌।

ভৃত্য। তুই দেখ, ঐ তালগাছের উপর যদি চ'ড়ে ব'সে থাকে, তুই গাছে উঠে গে দেখ, মাটীতে তো নেই।

(কমলের প্রবেশ)

কম। কি রে, কি হলো! কিছু খবর পেলি?

ভৃত্য। না পিসীমা! আমরা সাতমহল পাতি পাতি ক'রে খুঁজলুম, কোথাও নেই। গিন্নী ঠাকৃরুণের হুকুমে গাঁয়েও লোক ছুটেছে, এখনো তো কেউ ফিরলো না।

কৌশ। কি জানি বাপু! তাই তো, নিশিতে নে যায় নি তো?

কম। শোন্ কৌশল্যা! নিশিতেই নে যাক, আর মিশিতেই নে যাক, আমার কথা শোন্! সেদো, তুইও শোন্। চাকর, দাসী, লোকজন সবাইকে বল্ গে, এই আমি আমার নিজের গলার হার খুলে রাখলুম—যে কুন্দের সন্ধান এনে দিতে পার্‌বে, তাকে এই হার দেব।

কৌশ। তা দেবে বই কি, পিসীমা, তা দেবে বই কি। তা দাও বা না দাও, আমরা কি দেখবো না—না কি?

কম। হ্যাঁ যা।

[কৌশল্যা ও ভৃত্যের প্রস্থান।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাণ্ড তো গুরুতর হয়ে উঠ্‌ছে! দাদা শুনেছেন, কিছু বল্‌ছেন না, কিন্তু মুখ অন্ধকার!

(সূর্য্যমুখীর প্রবেশ)

সূর্য্য। ঠাকুরঝি! কই, কোথাও তো নেই। তবে কি সত্যি চ'লে গেল? এক দিন রাগ ক'রে দুটো কথা বলেছি ব'লে, এতদিনকার স্নেহ-যত্ন সব ভুলে গেল?

কম। বৌ, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও কথাটা বড় শক্ত; বুঝতে পার্‌লে কুকুর-বেড়ালেরও কথাটা প্রাণে বাজে।

সূর্য্য। কিন্তু—

কম। কিন্তু—আপনাকে বেশী দুষো না—তুমি কি করবে? যা শুনেছিলে, তা'তে ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের সবারই রাগ হয়।

সূর্য্য। হ্যাঁ ভাই! তবে আমার দোষ কি?

কম। আমি কি তোমার দোষ বল্‌ছি? তবে কি জান, দেবেন্দ্র দত্ত হীরের কাছে যা বড়াই করেছে, সে কথা আমার কোন মতে বিশ্বাস হয় না, এ সম্ভবই নয়। সে ধরণই নয়; যদি এর ভিতর কিছু থাক্‌তো, সে কথা কি অপ্রকাশ থাকে? বৌ! তুমি আমার চেয়ে ঢের বুদ্ধিমতী, তুমি-ই বুঝে দেখ না। তারাচরণের ঘরের খবর, তোমার তো কিছু অবিদিত ছিল না।

সূর্য্য। এখন কি করি? বাবু আমাকেই দোষী মনে করবেন বোধ হয়। কি করলে তাকে পাওয়া যায়? তুমি এস, আমার হাত-পা আসছে না।

[সূর্য্যমুখী ও কমলের প্রস্থান।

হীরা। খুব হুলস্থূল প'ড়ে গেছে, গাঁ তোলপাড় হচ্ছে; বকসিসের ছড়াছড়ি, দিদি ঠাকরুণ হার দিবেন, গিন্নীও ঢের টাকা কবলেছেন, আর বাবুই কি ফাঁকি দিবেন, লোভটা আমার কণ্ঠার কাছে এসে ধুক্ ধুক্ করছে। হারানিধি এনে হাজির ক'রে দেব না কি? উহুঁঃ, গলায় সীতাহার পরার চেয়েও গিন্নীর দর্প চূর্ণ দেখায় সুখ আছে। আচ্ছা, গিন্নীর উপর আমার এতটা

রাগ কেন? আমায় দেওয়া থোওয়া যত্ন কিছুরই তো ত্রুটি নেই। সব লোকজনের উপর ক'রে রেখেছেন। তবু কেন আমার এ গায়ের ঝাল? আর কেন? সে বড়, আমি ছোট। সে মনিব, আমি বাঁদী। সে দয়া করে, আমি দয়ার ভিখিরী। বড়র পতনে একটু সুখ আছে, তালগাছ যখন ঝড়ে পড়ে, তখন দেখতে কেমন মজা! ছাগলে বেগুনগাছ তো মুড়োচ্ছেই—তার আর বেশী কি? রসো, ঠিক সূত্র হয়েছে, বাবুর মন তো কুন্দের দিকে হয়েছে। কুন্দ এখন ইষ্টিজপ; ও দিকে কুন্দকেও তো আমি হাত করেছি, ওকে এখন ওঠাব বসাব। কিন্তু এই সঙ্গে সূর্য্যমুখীর উপর বাবুর বিষদৃষ্টি না হ'লে কোন কাজই হচ্ছে না। কুন্দকে এনে দেব, বাবুর মন রাখবো, একটা বড় টাকার দাঁও মারবো? না, দুদিন থাক্, কর্ত্তা-গিন্নীর ভেতর মনান্তর করিয়ে তার পর কুন্দকে তো এখানে এনে দিতেই হবে, নইলে কদ্দিনই বা লুকিয়ে রাখি? আবার ও গাঁয়ের দত্ত মুখপোড়ার তার উপর মন পড়েছে। মুখে আগুন, মুখে আগুন; মিন্‌ষেরা যে কি দেখে মরেন, তার ঠিক নেই। আমার কাছে কুন্দ! নিজে অমন সুপুরুষ রসিক; কোন্ মেয়ে-মানুষ তোর উপযুক্ত, তা চিনে নিতে জানিস নি?

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশ। এই যে—ও হীরে দিদি!

হীরা। কি খুকুমণি?

কৌশ। ও মা, ও কি কথা ?

হীরা। বলি, আমি যখন তোমার দিদি হলুম, তুমি খুকীটি হ'লে না ?

কৌশ। ও বোন্, আমি বয়সে বড় ব'লে তোকে দিদি বলি নি। তুই আমাদের উপর। শুধু হীরে হীরে ক'রে নামটা ধ'রে ডাকবো, তাই। সে যাক্, আজকার খবর তো সব শুনেছ ? তা তুমি একটু খুঁজে পেতে দেখ না। অনেক টাকা বক্‌সিস।

হীরা। আমার অত টাকার দরকার নেই। টাকা নিয়ে কি করবো, মরছি আমার শরীর নিয়ে ; আজ বরং তুই যদি আমার কাজ ক'খানা করিস, তা হ'লে বেঁচে যাই ; শরীর যে আমার বড়ই খারাপ হয়েছে।

কৌশ। সে কি কথা, কেন করবো না ? একসঙ্গে এক মনিবের কাজ করি ; তুই আমায় দেখবি, আমি তোকে দেখবো, তবে তো। শরীরের ভাল-মন্দ কার না আছে ?

হীরা। কি লো কুশী, তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখতে পাই, তুই আমায় গাল দিস ?

কৌশ। আ মরি, আমি কখন গাল্ দিলুম ?

হীরা। আ মলো, আবার বলে কখন্ গাল দিলুম ? কেন, শরীরের ভাল-মন্দ কি লো ? আমি কি মর্‌তে বসেছি না কি ? আমার শরীরের ভাল-মন্দ দেখবেন—আর লোকে বল্‌বে—উনি আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন ! তোর শরীরের ভাল-মন্দ হোক।

কৌশ। হয় হোক্, তা বোন্ রাগ করিস কেন? মরতে তো হবেই এক দিন? যম তো আর তোকেও ভুলবে না, আমাকেও ভুলবে না।

হীরা। তোমাকে যেন প্রাতর্ব্বাক্যে কখনও না ভোলে। তুমি আমার হিংসেয় মর। তুমি যেন হিংসেতেই মর। শীগ্‌গির শীগ্‌গির অধঃপাতে যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও; তুমি যেন দু'টি চক্ষের মাথা খাও।

কৌশ। তবে লা—হীরী, হাড়হাবাতি, হতচ্ছাড়ি, বাঁশকায়েতের মেয়ে, শতেকখোয়ারি, এই রাত্তিরের মধ্যে দু'টি চক্ষের মাথা খাও, আবাগী, ব'ড়ে রাঁড়ী, হাতে চুড়ী প'রে বেড়াতে লজ্জা করে না? আবার কায়েতনী ফলাতে আসে! তুই ডুমনী ডুম্‌নী—কাওরাণী, মেথরাণী; আমায় চেন না, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব, জান না? ভাল কথা বল্লুম—মুখ বেঁকিয়ে এলেন। ফের এক কথা কবি তো—বিশ ঝাঁটা মেরে চাকরীর মুখে আগুন দিয়ে চ'লে যাব। আমরা গতর খাটাতে জানি, চাকরীর ভাবনা কি? তোর মত আতর-গোলাপ মেখে বাহার দিয়ে বেড়াইনি, কালামুখি!

হীরা। আমায় এত অপমান, এমন লাঞ্ছনা! যাই দেখি গিন্নীর কাছে। আমায় যে সে ঝাঁটা মারবে বলে। আমার গলায় দড়ি, গলায় দড়ি।

কৌশ। যা না, মর্ গে না, ঐ গলায় দ'ড়ে—দড়ি নিয়ে ডাক্‌ছে।

[প্রস্থান।

হীরা। (সহাস্যে) হা হা হা, ঠিক হয়েছে। যা খুঁজছিলুম—তাই হয়েছে। এইবার যাই গিন্নীর কাছে, এই ফুল্‌কিটুক্‌ দিয়ে লঙ্কা-কাণ্ড করতে পারি কি না দেখি।

[প্রস্থান।

(নগেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

নগে। তাই তাই, নিশ্চয়ই তাই। হে জগৎ-পবিত্রকারী সূর্য্যদেব! সে পাপ তোমার সাম্‌নে কেমন ক'রে ব্যক্ত করবো? তোমার আলোতে এ কালামুখ আর কেমন ক'রে দেখবো? আশ্রিতা, অনাথা, পবিত্রা বালিকাকে কুকথা বলেছি—তাই লজ্জায়, অভিমানে—সরলা ধর্ম্মশীলা এই অধার্ম্মিকের আবাস পরিত্যাগ ক'রে—কোথায় চ'লে গেছে। আরে—অবশ জিহ্বা! হৃদয় তো অনেক দিন ধূ ধূ জ্বল্‌ছিল। কেন তুই অশুভক্ষণে—সেই দুষ্ট কথা ব্যক্ত কর্‌লি? দুষ্ট কথা কেন? সূর্য্যদেব! আমি পাপী, হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যে পাপী, লোভে পাপী। আমার হৃদয়-সবিতা, পতিরতা, বনিতার কাছে অবিশ্বাসের পাপে পাপী। কিন্তু কুন্দের প্রতি তো আমি পাপ-ইচ্ছা করি নি। তাকে শাস্ত্র-মত বিবাহ করতে চেয়েছিলুম। কোথায় গেল? আহা! আহা—কোথায় গেল? তার যে কেউ নেই! অনাথিনী কোথায় আশ্রয় পাবে?

(হীরার পুনঃ প্রবেশ)

হীরা। (সরোদনে) বাবু! আমায় মাইনে-পত্র চুকিয়ে দেবার হুকুম হোক্‌।

নগে। যা, যা, বাড়ীর ভেতর যা। এখন আমায় বিরক্ত করিস্ নি।

হীরা। তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, গরীবকে সবাই বলে; আপনার কাছে এসে দাঁড়ালুম, তাও জুতো খেলুম।

নগে। না না হীরে! দুঃখ কোরো না। কি হয়েছে? আমার মনটা—শরীরটা ভাল নেই। কি হয়েছে, বল?

হীরা। কিছু হয় নি, আমায় বিদেয় দেন।

নগে। কেন?

হীরা। গিন্নীঠাকুরুণ আমায় জবাব দিয়েছেন।

নগে। ও সব কথা নয়; আসল কথা কি বল্?

হীরা। আসল কথা—আমি চাকরী করবো না।

নগে। কেন?

হীরা। আজ্ঞে, গিন্নীঠাকুরুণের মুখ আজকাল বড় এলোমেলো হয়েছে, কাকে কখন্ কি বলেন, তার ঠিক নেই।

নগে। সে কি?

হীরা। কুন্দঠাকুরুণকে কি না বল্‌লেন। শুনে কুন্দঠাকুরুণ দেশ-ত্যাগী হলেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের কোন্ দিন কি বলেন। আমরা তা হ'লে বাঁচবো না। তাই আগে থেকে সর্‌ছি।

নগে। সে কি? তাকে কি কথা বলেছিলেন?

হীরা। আজ্ঞে, তা আমি আপনার সুমুখে লজ্জায় বল্‌তে পারবো না।

নগে। হুঁ! হুঁ!—আচ্ছা, এখন তুই বাড়ী যা। এর পরে আমি ডেকে পাঠাব।

হীরা। (স্বগত) আগুন ধরেছে। এখন বাড়ী যাচ্ছি নি, শেষটা লুকিয়ে শুনে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

নগে। (স্বগত) তবে আমার কথায় নয়। সূর্য্যমুখী কি বলেছে, তাই কুন্দনন্দিনী বাড়ী ত্যাগ ক'রে গেছে!

(সূর্য্যমুখীর প্রবেশ)

সূর্য্য। তুমি এইখানেই আছ? আমিও তাই ঠাওরাচ্ছিলুম। হীরে তোমার কাছে এয়েছিল না? কি বল্‌ছিল?

নগে। তুমি কি তাকে বিদায় দিয়েছ?

সূর্য্য। হ্যাঁ, ওর আস্পর্দ্ধা বড্ড বেড়েছে। খামোকা খামোকা গায়ে প'ড়ে কৌশল্যার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। তা সে ছাড়বে কেন? দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে। দোষ ওর আগে। তবু আমি ওর মান রাখবার জন্য—কৌশল্যাকে দুটো বক্‌লুম, তা হবে না। তাকে এখনি জবাব দাও। দেখ দেখি?

নগে। মরুক্, সে কথা যাক্। তুমি এ দিকে এস, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কুন্দ গেল কোথায়?

সূর্য্য। কেমন ক'রে জান্‌বো। আমিও ত তার সন্ধানে ঢের লোক—

নগে। কেন গেলো?

সূর্য্য। কি জানি।

নগে। তুমি কি তাকে কিছু বলেছিলে ?

সূর্য্য। কি বলেছিলুম ?

নগে। কোন দুর্ব্বাক্য ? ঘাড় হেঁট ক'রে রইলে কেন ? আমার কাছে লুকিও না।

সূর্য্য। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল, তোমার কাছে কেন আমি লুকুবো ? কখনও তো কোন কথা তোমার কাছে লুকুইনি। আজ কেন এক জন পরের কথা তোমার কাছে লুকুবো ? আমি কুন্দকে রূঢ়কথা বলেছিলুম। পাছে তুমি রাগ কর ব'লে—তোমার কাছে ভরসা ক'রে আগে বলিনি। অপরাধ মার্জ্জনা কর। এখন আমি সব বলছি। ও গাঁয়ের দত্তবাড়ীর সেই কলঙ্ক দু'তিন দিন মেয়ে সেজে মেয়ে-মহলে গান শোনাতে এসেছিল, আমার সন্দ হয়; সন্ধান নিয়ে জান্‌তে পারলুম—

নগে। কে—দেবেন্দ্র ?

সূর্য্য। হ্যাঁ।

নগে। পাপিষ্ঠ !

সূর্য্য। সন্ধানে জানলুম—সে বলে যে, কুন্দের সঙ্গে তার অনেক দিনের আলাপ, তাই ছদ্মবেশে দেখা করতে আসে।

নগে। মিথ্যাবাদী, পিশাচ !

সূর্য্য। এ কথা শুনে রাগে আমার জ্ঞান ছিল না, তাই আমি কুন্দকে বাড়ী থেকে যেতে বলেছিলুম। কিন্তু তাকে তাড়িয়ে

এখন আপনার মরমে আমি ম'রে যাচ্ছি। সর্ব্বত্র তার জন্য লোক পাঠিয়েছি, আমার অপরাধ নিও না।

নগে। তোমার বিশেষ অপরাধ নেই। তুমি যেরূপ কলঙ্কের কথা শুনেছিলে, তাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্টকথা বল্‌বে, কি ঘরে স্থান দেবে? কিন্তু একবার ভাল ক'রে জানলে হতো যে, কথা সত্য কি না?

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নি, এখন ভাবছি।

নগে। ভাবলে না কেন?

সূর্য্য। আমার মনে ভ্রান্তি জন্মেছিল। (চরণে পড়িয়া) প্রাণাধিক তুমি! কোন কথা এ পাপ মনের মধ্যে থাকতে তোমাকে লুকুব না। আমার অপরাধ নেবে না?

নগে। তোমায় বল্‌তে হবে না, আমি জানি। তুমি সন্দেহ করেছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে— অনুরক্ত। কেমন? কেঁদো না, বল?

সূর্য্য। কি বলবো তোমায়? আমি যে দুঃখ পেয়েছি, তা কি তোমায় বল্‌তে পারি। ম'লে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে—এই জন্যে মরি নি। নইলে যখন জেনেছিলুম, অন্যে তোমার হৃদয়-ভাগিনী—আমি তখন মর্‌তে চেয়েছিলুম, মুখের মরা নয়, যেমন সকলে মর্‌তে চায়—তেমন মরা নয়। আমি যথার্থ আন্তরিক—অকপটে মর্‌তে চেয়েছিলুম। আমার অপরাধ নিও না।

নগে। (নিস্তব্ধ থাকিয়া ক্ষণকাল পরে) সূর্য্যমুখি! অপরাধ সমস্তই আমার, তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার

নিকট বিশ্বাসহন্তা ! যথার্থ আমি তোমাকে ভুলে কুন্দনন্দিনীতে— কি বলবো।—আমি যে যন্ত্রণা পেয়েছি, যে যন্ত্রণা পাচ্ছি—তা তোমাকে কি বলবো ! তুমি মনে করছ, আমি চিত্তদমনের চেষ্টা করি নি, এমন ভেবো না। আমি আমাকে যত তিরস্কার করেছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করবে না। আমি পাপাত্মা. আমার চিত্ত বশ হলো না।

সূর্য্য। (করযোড়ে) যা তোমার মনে থাকে—থাক্, আমার কাছে আর বলো না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধছে। আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তা ঘটেছে ; আর শুন্‌তে চাইনে, এ সকল আমার—অশ্রাব্য।

নগে। তা' নয় সূর্য্যমুখি ! আরও শুনতে হবে। যদি কথা পাড়লে, তবে মনের কথা ব্যক্ত ক'রে বলি। অনেক দিন থেকে বলি বলি কচ্ছি ! আমি এ সংসার ত্যাগ করবো। মর্‌বো না, দেশান্তরে যাব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নেই ; তোমাতে আর আমার সুখ নেই। আমি তোমার—অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থেকে তোমাকে ক্লেশ দেব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান ক'রে দেশ-দেশান্তরে ফির্‌বো। তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভেবো, তুমি বিধবা। যার স্বামী এরূপ পামর— সে বিধবা নয় ত কি ? যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুল্‌তে পারি—আবার আসবো। নচেৎ তোমায় আমায় এই শেষ সাক্ষাৎ !

সূর্য্য। উঃ—

[সূর্য্যমুখীর প্রস্থান।

নগেন্দ্র। কোথায় গেল? মেরে ফেল্‌লুম না কি? অভিমানী সূর্য্যমুখী আমার এই সব কথা শুনে কি আর পলমাত্র প্রাণ রাখবে? কি কর্‌লুম,—কি কর্‌লুম? তা আমি কি করবো? যে যখন মরবার—যাতে মরবার - তা মরবেই! আমি কি করবো? আমি-ও নয় মরতে পারি!—আমি ম'লে কি সূর্য্যমুখী বাঁচবে? না। কিন্তু কে যেন আমার মনের ভেতর থেকে বল্‌ছে যে, নগেন্দ্র, তোর মরণই মঙ্গল।

(সূর্য্যমুখীর পুনঃ প্রবেশ)

সূর্য্য। একটা ভিক্ষা।

নগে। কি?

সূর্য্য। আর এক মাস ঘরে থাক। এর মধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তুমি যথায় ইচ্ছা যেও - আমি মানা করবো না।

নগে। আঃ—

[প্রস্থান।

সূর্য্য। বুঝেছি, থাকবে; দাসীকে ভিক্ষা দিয়েছ। আমার সর্ব্বস্বধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তোলবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হবে? তুমি বড়, - না, আমি বড়?

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক

হীরার বাড়ী

কুন্দ ও হীরা

কুন্দ। হীরে! তোমার বাড়ী আমি আর কদ্দিন থাক্‌বো?

হীরা। কেন? তোমার কি এখানে কষ্ট হচ্ছে?

কুন্দ। সে কি? তুমি না আশ্রয় দিলে কে আমায় আশ্রয় দিতো?

হীরা। ও কথা বলো না, তোমায় আমি আশ্রয় দেব কি? আমিই তোমার আশ্রয়ে আছি।

কুন্দ। হীরে! ও সব কথা আমার ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, বুঝি সেই বাড়ীতে থাকাই ভাল। সেখানে থাক্‌লে আমার কোন লজ্জা থাকবে না। গিন্নী দু'কথা বলেছেন, বল্‌লেনই বা, আবার কত যত্নও তো করেছেন। হীরে! আমার সে বাড়ী ছেড়ে এসে মন কেমন করছে। কত লোককে দেখতে পেতেম, পাই নে।

হীরা। তা বুঝেছি গো বুঝেছি, আমাদের অমন বাবুকে না দেখলে কি—

নেপথ্যে। (দ্বারে শব্দ)

হীরা। কে রে ও? কে খটমট করে? দরওয়ান মিন্‌ষে বুঝি? না, তার হাতের শিকল বলে—"খট্‌ খট্‌ খট্‌ খটা, তোর মুণ্ড ওঠা।" "কড়্‌ কড়্‌ কড়াং. খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" কে রে তুই?

কুন্দ। ও হীরে! আমি কোথায় যাই? আমায় লুকোও।

নেপথ্যে। কি বলছিস্‌ লা? শেকল নাড়া শুনে বুঝতে পার্‌ছিস নে;—"কিট্‌ কিট্‌ কিটী, দেখি কেমন আমার হীরেটি।"

হীরা। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝিছি! কে তুই লা?—শেকল বল্‌ছে—"খিট্‌ খাট্‌ ছন্‌, দেখবি উঠছে মোর হীরেমন।"

কুন্দ। হীরে!

হীরা। তুমি ঐ ঘরের ভেতর যাও। বুঝেছি, দু'টো কথা ক'য়ে তাড়াচ্ছি, দাঁড়াও!

কুন্দ। ও মা, বুঝেছি। ও তোমার সেই গঙ্গাজল! মালতী গয়লানী?

হীরা। সে কি, তুমি জান্‌লে কি ক'রে?

কুন্দ। ও মা! পরশু দিন যখন তোমার ব্যামো হয়েছে ব'লে চেঁচা-মেচি করেছিল; আমি ভয়ে দোর খুলে ফেলেছিলুম।

হীরা। বটে, তুমি এখানে আছ দেখে গেছে! যাও যাও, ঘরে যাও।

[কুন্দের প্রস্থান।

নেপথ্যে। ও হীরে! "টিট্টি টিট্টি টিটি টিনিক, ওঠ রে আমার হীরে মাণিক!"

হীরা। (দোর খুলিয়া) কে এয়েছ,—কে জুড়াবে খানিক? কি ভাগ্যি, ও মা, গঙ্গাজল!

(মালতীর প্রবেশ)

মালতী। হ্যাঁ ভাই! এখন একটু স্থল দেবে কি?

হীরা। এখানে তো দল নেই, একলার স্থল কি তোমার ভাল লাগবে? সে যাক ভাই, গঙ্গাজল! অন্তিমকালে তোমায় পেলে বড়ই মঙ্গল। কিন্তু এত রাত্রে তুমি কেন?

মাল। ওলো, তোকে একবার যেতে হবে।

হীরা। যেতে সবাইকে হবে। তা আমায় এ রাত্রে কেন?

মাল। দেবেন বাবু তোকে একবার ডেকেছেন।

হীরা। ইস, তুই যে ব্যবসা ফালাও করছিস্ দেখছি।

মাল। চুপ কর ভাই! যার খাই, তার গুণ গাইতেই হয়।

হীরা। তুই কিছু পাবি না কি?

মাল। আঃ মরণ!

হীরা। মরণ ফরণ বুঝি নে। ডাকছিস্ যাব। বিশেষ তুই যখন এসেছিস্। কিন্তু একটা অন্যায় কথা বলেন যদি, তা হ'লে তাঁর মুখে চরণ ঠেকিয়ে আস্‌বো।

মাল। ওলো, না লো—তোকে নয়। তোকে কি আর কেউ চেনে না? তোর দখলে এক জন আছে, তারই জন্য এত।

হীরা। কি! আমায় কি পেয়েছেন? বড়মানুষের ঘরের ছেলে ডেকেছেন, তাতে তুই এয়েছিস্ যাচ্ছি, চল। কিন্তু সে সব সম্বন্ধে যদি আমায় কোন কুকথা বলেন—তা আমায় চেনেন না—আমি—হীরে—ঘটকী নেই, তার উত্তর আমার মনিবকে দিয়ে দেওয়াব।

মাল। রাগ করিস কেন? না শুন্‌তেই তোর গা জ্ব'লে উঠলো? চল না, বড়মানুষের ঘর—দু'টো কথার কথা কয়ে, যদি কিছু পাই—মন্দ কি? দেখ না কেমন জোচ্ছনা রাত্তির। আর কিছু না হয়—গঙ্গাজল-গঙ্গাজলে ধরাধরি ক'রে একটু বেড়িয়েই আসি না। আগা! আমার গান পাচ্ছে। এমন চাঁদনী ' তুইও গা। নইলে চিম্‌টী কাটবো।

উভয়ে— (গীত)

মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়।
সাগর ছেঁচে তুল্‌বো নাগর পতন ক'রে কায়॥
সেই অলঙ্কারের অলঙ্কার,
পরবো ক'রে গলার হার,
কখন বা সোহাগ ক'রে জড়াব খোঁপায়;—
আপন হাতে বাটা মেজে,
ছাঁচি পান দেব সেজে,
শোয়াব প্রাণ-ধনে ফুলের বিছানায়।
পিপাসী অমৃত পাবে; এমন হবে কি গো হায়॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নগেন্দ্রের বাটী-সংলগ্ন উদ্যান

সূর্য্যমুখী ও কৌশল্যা।

কৌশ। ও মা! রাত যে প্রভাত হয়ে এল, ঘরে গিয়ে শোবো না?

সূর্য্য। না, আমি এখানে ঠাণ্ডায় বেশ আছি, একটু ঘুমুই।

কৌশ। ঘুমুচ্ছই বা কই মা! কেবল উঠ্ছো আর বস্ছো।

সূর্য্য। বড় মশা যে।

কৌশ। তা বটে। তাই তো, আপনি এখানে প'ড়ে রইলে, বাবু তো একলা ঘুমুচ্ছেন, যদি খোঁজেন?

সূর্য্য। খুঁজবেন না, আমি ব'লে এয়েছি; তুই যা।

[কৌশল্যার প্রস্থান।

আমায় খুঁজবেন! আর কি সে খোঁজবার দিন আছে? এখন যা মনে করেছি, তা সফল হলেই মঙ্গল। আমার মুখের উপর স্পষ্ট বলেছেন যে, আমাতে আর সুখ নেই। ওঁর সুখ যাতে নেই—সে তো কণ্টক। সে কেন আর এ বাড়ীতে থাক্‌বে? ধিক্, ধিক্! স্বামী আমায় চান না। আমায় দেখে তাঁর বিরক্তি হয়। আর আমি এ বাড়ীতে থাক্‌বো কেন, কিসের জন্য? ছুটো চাকর-দাসীর উপর গিন্নীপণা করবার জন্যে? ছি ছি! সেই দিন থেকে তাঁর বিছানা ছেড়েছি। তিনি তো সুখে আছেন তাতে, নৈলে আমায় ডাক্‌তেন।

তাঁকে আরও সুখী ক'রে তবে এ বাড়ী ছাড়বো। এ বাড়ীতে থাক্‌বার আর আমার অধিকার কি? আমার স্বামীর বাড়ী—তাই আমি এখানে সর্ব্বেসর্ব্বময়ী ছিলেম। যখন স্বামী আমাকে পর কল্লেন, তখন আমি আর কে? আঃ! প্রায় সকাল হয়ে এল দেখ্‌ছি! বাতাসটি কি মিষ্টি! একটু ঘুম আস্‌বে না, দেখি চেষ্টা ক'রে। (শয়ন)

(কুন্দনন্দিনীর প্রবেশ)

কুন্দ। ঝাউতলায় তো এতক্ষণ ব'সে রইলুম্—কই, তাঁর জানালা তো খুল্‌লে না? ঝাউগাছগুলো কি সোঁ সোঁ করে; বড় ভয় হয়। আহা! ঘরে আলো দেখে কত পতঙ্গই ঐ খড়খড়ির গায়ে লেগে রয়েছে। তারা আমার চেয়ে কত সুখী। কাছে যেতে পাচ্ছে না, তবু দেখ্‌ছে তো। জানালা খোলা থাক্‌লে আগুনে আলোয় প'ড়ে পুড়ে মর্‌তে চাই না। বিধাতা আমায় অমন মরবার সুখও কেন দিলেন না? একবার না দেখে ফির্‌তে পারি নি। একটিবার—খুব দূর থেকে সেই মুখখানি—সেই দেবতার মত আকৃতিখানি দেখে যাব: ভাগ্যে খিড়কীর দোর খোলা ছিল; তাইতে ঢুকেছি। রাত থাক্‌তে থাক্‌তে তো এই বাগানে এসে বেড়ান—আজ কি আসবেন না? ঐ যে, ও কে! ঐ মণ্ডপে কে শুয়ে আছে না? আমি একবার দেখে যাব? দেখি। (অগ্রসর হওন)

সূর্য্য। (স্বপ্নাবস্থায়) না না, তুমি কাশী যাবে কি? কথা ছিল, দু'জনে যাব। (জাগ্রতা হইয়া) এ কি, স্বপ্ন দেখ্ছিলেম!

কুন্দ। ও মা, এ কি, দিদি যে! কোথায় লুকুই, কোথায় লুকুই? (বৃক্ষান্তরালে গমন)

সূর্য্য। দুর্গা, দুর্গা! জেগেও এই চিন্তা, ঘুমুলেও ঐ স্বপ্ন—মরুক গে। সকাল হয়েছে। আমার কর্ত্তব্য আমি করি। চিরকাল তাঁর জন্য ফুল তুলে রেখেছি, আজও তুলি। যদি তিনি—যাকে চান, তাকে পাই, তবে এক দিন যা থাকে কপালে নিজের হাতে মালা গেঁথে দু'জনকে দিয়ে বদলা-বদলি ক'রে এ পৃথিবী পরিত্যাগ কর্‌বো। (পুষ্পচয়ন) কে ও! গাছের আড়ালে কে ও? কথা কও না যে গা? ও মা, এ কি! যার জন্যে ভাবছিলুম—সেই কুন্দ!

কুন্দ। দিদি! আমি এখনি যাচ্ছি। লুকিয়ে এসেছিলুম একবার তোমাদের দেখতে। আমায় আর ব'কো না।

সূর্য্য। দিদি আমার! কোথায় যাবে? ঘরে এস। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী; আমি পোড়ারমুখী প্রথমে বুঝতে পারি নি, তাই তোমায় বকেছিলুম—আর কখনও বকবো না।

কুন্দ। ও দিদি! আমি কি ক'রে এ মুখ—

সূর্য্য। কিসের মুখ? সে আমার ভুল হয়েছিল। তুমি বোন্ সতী লক্ষ্মী, যা বলেছি, মাপ করো। এস, আমার ঘরে এস। ছি, কেঁদো না, আর আমি তোমায় কিছু বলবো না। তোমাকে আমার—

কুন্দ। বোনের মত ক'রে তো দিদি চিরদিনই রেখেছিলে। তুমি না থাকলে আমি কোথায় যেতুম?

সূর্য্য। তা নয়—তা নয়। এবার তোমায় আমি ঘরের ঘরণী করবো। বিষয়-সম্পত্তি—বিষয়-সম্পত্তি কি—বুকের ভেতর থেকে প্রাণটা ছিঁড়ে নিয়ে তোকে দেবো। তোর জন্যে যে আমায় ভুলেছে—তাকে তোকে দেবো। দেখিস বোন্! আমি গেলে যেন তাঁকে সুখে রাখিস্।

কুন্দ। দিদি! কি বল্‌ছো, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

সূর্য্য। দিদি আমার! কুন্দ আমার! আজ থেকে তোকে ঘরে নে যাচ্ছি, রাজরাজেশ্বরী ক'রে বসাব। আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে যাব। (মূর্চ্ছা)

কুন্দ। কি হলো! কি হলো! ও দিদি! দিদি! ওগো, এখানে কেউ নেই কি? দিদি কেমন হোলো!

(কৌশল্যা, হীরা প্রভৃতি পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

কুন্দ। এই দেখ গো, দিদির কি হোলো!

হীরা। তুমি এখানে এয়েছ?

কুন্দ। প্রাণটা কেমন—

হীরা। চুপ, বেশ হয়েছে, থাক্।

কুন্দ। ও দিদি! ও দিদি!

সূর্য্য। না—কি হোলো? কোথা গিছলুম? বাবু! বাবু!

তোমার কি চাই ? না, বুঝেছি, এ বাগান, হ্যাঁ, সেই ঠিক। এই তো কুন্দ। আয় দিদি, আয়—বাড়ীর ভেতর আয়।

কুন্দ। দিদি! তুমি চলতে পারবে ?

সূর্য্য। ওরে, এখন আমি সব পারবো—আমার বলিদানের বাজনা বাজছে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—শ্রীশচন্দ্রের বাটীর কক্ষ

কমল ও সতীশ

কমল। আঃ বাঁচলুম! গোলাপফুলের উপর এই পাখীটি তুলবো, তা ক'দিন আর শেষ হচ্ছিল না! কেমন—কেমন মুখপোড়া পাখী! আজ তো তোমায় ঠিক্ করেছি। লেজের কেমন বাহার হয়েছে। দেখিস কালোমুখো—যেন লেজের গুমোরে মরিস্‌নি ? ও মা! চারটে বাজলো! বেলা গেছে, তবু আমার বাবুর আর আপিস থেকে আসবার সময় হয় না ? ও সতু বাবু! সতু বাবু! এখনও ঘুমুচ্ছো। না, ও মা, এই যে চেয়ে দেখেছে। দুধটুকু খাওয়া হবে, না, না ? লোকে আপিস যায় কেন বাবু! আর গেল, গেল, তা কি ফুরোয় না ? সতু বাবু আমার! তুমি কখনও আপিস যেও না।

সতু। খাবার!

কম। কি বলছো, খাবার? তোমার খাবারের ভাবনা কি? হাম করবার জন্যে তোমার আপিস যেতে হবে না; আপিস গেলে বৌ একলা ব'সে আমার মত কাঁদবে।

সতু। বৌ মা'—বে!

কম। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন, আপিস গেলে বৌ মারবে।

(দাসীর প্রবেশ ও পত্র দান)

দাসী। মা! ডাকওয়ালা এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।

[প্রস্থান।

কম। (পত্র পাঠ) এ কি, সত্যি না কি? কুন্দকে পাওয়া গেছে। তা এ বেশ কথা। কিন্তু এ আবার কি? এ কি সত্যি হ'তে পারে? দাদার সঙ্গে বিবাহ! আবার তায় বৌ নিজে উদ্যোগী! না, এ কথাটা ভাল বোধ হচ্ছে না। দেখ দেখি, আমি এই ভাবনায় পড়লুম। পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবার একটা লোক পাই নি। রাজমন্ত্রী গিয়ে আপিসে ব'সে আছেন। তিসি কিনছেন, সর্ষে কিন্‌ছেন, আর ঘরে যে এক জন গরীব সর্ষেফুল দেখছে, সে কথা মনে নেই। আজ আসুক না, কথা কব না (রাগ করিয়া শয়ন) কেমন সতু বাবু। তুমিও কথা কয়ো না, কাছে যেও না। হাসিস্ কি রে পাগলা? আজ এক জনের কাছে যাস্‌নি, কোলে উঠিস্‌নি, খুব রাগ ক'রে দু'জনে থাকি আয়।

সতু। আচ্ছা।

(শ্রীশচন্দ্রের প্রবেশ)

শ্রীশ। এ কি ভয়ানক কথা! বিদ্রোহ! গুপ্ত অভিসন্ধি। অপরাধীর অসাক্ষাতে বিচার ও দণ্ড, না, দেখছি এ রাজ্যের রাণীর বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে, রাজকার্য্যে গোলযোগ উপস্থিত।

কম। উপস্থিত উপস্থিত—আমার উপস্থিত; তাতে কার কি কথা কবার দরকার?

শ্রীশ। রাণীর অবিচার দেখে গরীব প্রজা কিছু ব্যাকুল হয়েছে, আর কিছু নয়।

কম। আমার আবার প্রজা কে? কে ব্যাকুল হবে?

শ্রীশ। আজ্ঞে, আসামী সম্মুখে দণ্ডায়মান।

কম। আয় সতু, আমরা শুই গে। কথায় বলে "নাই দিলে মাথায় চড়ে।" ছিলেন স্বামী, ক্রমে বেড়ে বেড়ে হচ্ছেন আসামী, এত আর থায় না।

শ্রীশ। বলি অপরাধটা কি?

কম। তা আমি কি জানি, ~~হ্যাঁ সতু!~~ যেথানে সমস্ত দিন কাটান, সেইখানে গে জিজ্ঞাসা করতে বল না। আপিস জানে, সেখানের সাহেবেরা জানে—তিসিওলা জানে, জয় মণ্ডল জানে।

শ্রীশ। ওঃ, আপিস যাওয়াটাই হচ্ছে অপরাধ, কিন্তু আসতে কি দেরী হয়েছে?

কম। কিসের দেরী? আসবার আবশ্যকই বা কি? ~~হ্যাঁ সতু!~~

সেখানে থাক্‌বার জায়গা আছে, আর রাত্তিরে শোবার একটা বিছানা নেই ?

শ্রীশ। বিছানা থাকবে না কেন ? শুকুলের খাটিয়া আছে, খাটমল আছে।

কম। দেখ সতু, দেখ, এখনও লোকে মাথায় পাগড়ী 'ঙ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সাধের মাথার ফেরতা খুল্‌তে মায়া হচ্ছে। ও চূড়ো-ধড়া-মূর্ত্তি আপিসের বৃন্দাবন-কুঞ্জে ভাল দেখায়। গরীব সত্যভামার কুটীরে কেন ? বল তো সতু বাবু ! তুমি কখনও পাগড়ী বেঁধো না।

শ্রীশ। রাখাল-বেশ পরিত্যাগ কর্‌তে হবে ? তাই হচ্ছে।

(পাগড়ী ইত্যাদি ত্যাগ ; জনৈক ভৃত্যের তামাক লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান)

আচ্ছা হোক্—হোক্, যত পারে মান হোক। আমার সঙ্গে কথা কইতে যদি এত ব্যথা লাগে, কয়ে কায নাই। আমার আর এক জন আলাপী লোক এয়েছে, এই চেয়ারে ব'সে ওর সঙ্গে খুব ভেড়র ভেড়র করি। হে হুঁকে ! তোমার কটিতটে নীলাম্বরী, বক্ষে সাদা সেমিজ, পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন, তুমি এস তো কাছে, তোমায় নিয়ে আজ দশ ছিলিম তামাক পোড়াব। যারা আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তারা এখনই ভাব করবে ; নৈলে—এই আজ তুমি আর আমি।

কম। আর দশ ছিলিম তামাক পোড়ায় না ; এক ছিলিমের দায়েই

আমি একটা কথা কইতে পাই নি। দাঁড়াও না, অগ্নিঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিচ্ছি, এই রাখ হুঁকো; আরে ভুলুয়া, তোম এৎনা ঘড়ি কাঁহা থা?

শ্রীশ। ও বাবা! আবার সেই যাত্রার পালা না কি? কি বলবো বল? পানি ছিটায়তা থা, না রূপীকাসাথ নিদ যাতা?

কম। কি রূপী, তোমার—আমার রূপী কে?

শ্রীশ। কি জানি, এই—সে দিন বাড়ীতে যাত্রাটা হয়ে গেছে, আজ বুঝি সেই পালা আবার ঘরেব ভেতব গাইতে আরম্ভ করলে?

কম। নেই, নেই, দেখতা নেই? রাজবাড়ী কা কাম হোতা নেই?

শ্রীশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম বটে; সেলাম পৌঁছে মহারাজ!

কম। নেই, নেই, ও শশা চুরি নেই, এবার ভয়ঙ্কর আকার চুরি।

শ্রীশ। সে আবার কি! কাঁহা?

কম। নির্দ্দয় পুরুষ! প্রাণে একটু মায়া নেই? এখনও হিন্দিবাত। আমি কি অত হিন্দি বাত বলতে পারতা হায়? গোবিন্দপুরমে ভারি চুরি হয়েছে।

শ্রীশ। সে কি?

কম। দাদার সোনার কৌটায় একটা কাণা কড়ি ছিল, সেইটা চুরি গিয়েছে।

শ্রীশ। হেঁয়ালী বুঝলুমও বটে, বুঝলুমও না। তোমার দাদার সোনার কৌটা তো সূর্য্যমুখী! কাণা কড়িটি কি?

কম। সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু।

শ্রীশ। ঠিক ঠিক। সেই কাণা কড়ির জোরেই সূর্য্যমুখী তোমার

ভাইকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকতেও ভাই হাতছাড়া!

কম। (শ্রীশের নাসিকা ধরিয়া) বল—বল, আবার বল—বল না?

শ্রীশ। আরে ছাড়—ছাড়, নাক ছাড়!

কম। কেন, লাগতে আস কেন?

শ্রীশ। লাগালাগি কি? দু'টো প্রণয়-সম্ভাষণ করবো না? তোমায় আমি কত ভালবাসি। আহা! কেমন চুলটা বেঁধেছ দেখি?

কম। খোঁপা খুলে দিও না বল্‌ছি, আর আমি বাঁধতে বসতে পারবো না।

শ্রীশ। তবে রসো; এই—এই কপালে একটি টিপ কেটে দিই (টিপ দেওন)।

কম। আহা, প্রাণেশ্বর! এমন সোহাগের স্বামী আর কারুর হয়? দেখ, কবে এম্‌নি ক'রে তোমার কপোলে কপোল রেখে আমি গঙ্গাজলে স্থল পাব?

শ্রীশ। ছি, ছি, কর্‌লে কি? কর্‌লে কি? গালে বুঝি কালী লাগলো। ঐ দেখ সতু হাস্‌ছে, কি ভাবছে।

কম। ও আর ভাববে কি? ওতে আমাতে তো পরামর্শ করেছিলেম, দু'জনে রাগ ক'রে থাক্‌বো। কেমন সতু, আজ কোলে যাস্‌নি তো? বেশ করেছিস্।

শ্রীশ। হ্যাঁ রে বেটা! আমার কোলে আস্‌বি না? আয় বল্‌ছি, নইলে আমি একে নিয়ে পালিয়ে যাব। (কোলে উত্তোলন)

কম। নাও, ও সব ন্যাকরা এখন রাখ, আমার কথা শোন; দু'ঘণ্টা

ধ'রে আমার পেট ফুলছে, মুরুণী রোগই বা হয়। এই চিঠিখানা পড়।

শ্রীশ। কি, ব্যাপার কি? (পত্রপাঠ) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

কম। কি, হাসলে যে?

শ্রীশ। তা কি আর করবো? এ তামাসা।

কম। চিঠিখানা, না তোমার কথাটা?

শ্রীশ। চিঠিখানা।

কম। আজ মন্ত্রী মশায়কে ডিশ্চার্জ্জ করবো। ঘটে এ বুদ্ধিটুকুও নেই? মেয়েমানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনতে পারে?

শ্রীশ। তবে যা তামাসা ক'রে পারে না—তা সত্য সত্য পারে?

কম। প্রাণের দায়ে পারে। আমার বোধ হয়, এ সত্য।

শ্রীশ। সে কি! সত্য? সত্য?

কম। মিথ্যা বলি তো কমলমণির মাথা খাই।

শ্রীশ। তবে না! (গাল টিপিয়া দেওন)

কম। আচ্ছা, ছাড় ছাড়। মিথ্যা বলি তো কমলমণির সতীনের মাথা খাই।

শ্রীশ। তা হ'লে কেবল উপবাস করতে হবে।

কম। ভাল, কারুর মাথা নেই খেলুম—এখন বিধাতা বুঝি সূর্য্যমুখীর মাথা খান। দাদা বুঝি জোর ক'রে বিয়ে করছেন।

শ্রীশ। আচ্ছা, করলেই বা বে, তাতে এত হানি কি?

কম। কি, কি বলছো?

শ্রীশ। অত ভ্রূভঙ্গী কেন? আমি তো আর নিজে বে কর্‌তে যাচ্ছি নি। বিধবা-বিবাহ তো আর অশাস্ত্র নয়। বিদ্যাসাগরের বই প'ড়ে দেখ না?

কম। তোমার বিদ্যাসাগরকে সাগরের জলে গে ডোবাও; স্ত্রী-লোকের দু'বার বিবাহ! শাস্ত্রে থাকে থাকুক। কিন্তু এটা কি লোকাচার? সতু! নে তো ঐ ফুলদানিটে, ঐ আপিসওয়ালা মিন্‌ষেকে ছুড়ে মারতো।

শ্রীশ। তা মেরো। কিন্তু যদি তোমার দাদা বিবাহ করেন তো বন্ধ করবে কে? তুমি কি উপায় ঠাউরেছ?

কম। উপায় তুমি ব'লে দাও; এতটা মাইনে খাও কেন? উপায় জান না? এখনই ব'লে দাও, আমি কি করবো। ইস্, ভারি মন্ত্রী আমার! খালি মাইনে খাবেন, কাজ করবেন না।

শ্রীশ। কিছু বাকী আছে, একটু একটু ক'রে মাইনে চুকিয়ে দিলে ভাল হয় না?

কম। যাও—

শ্রীশ। এই বুঝি?

কম। আমি এখনই গোবিন্দপুরে যাব। সতু! চ' কাপড় পর।

শ্রীশ। তার পর?

কম। তার পর কি, তুমি পৌটলা-সোটলা বাঁধ।

শ্রীশ। আমায় তো আর কেউ ডাকে নি, আমি যাব কেন?

কম। বটে, আমার সঙ্গে গাড়ু-গামছা নিয়ে যাবে কে?

শ্রীশ। ওঃ, গাড়ু-গামছা নিয়ে যাবার জন্য আমার মত একটা লোকের দরকার ; তা নয় একটা ঠিকে দেখে দিচ্ছি।

কম। বটে, আমায় রাগাচ্ছো ; দেখবে—(স ীতে খারাপ করিয়া দেওন) !

শ্রীশ। এত উৎপাত কেন ? কি করতে হবে, বল ?

কম। তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শ্রীশ। কি ক'রে যাই ? আমার এই তিসির মরশুম, একেই তো লোকে আমায় বলে স্ত্রৈণ !

কম। কে বলে ? তাদের আজই নিমন্ত্রণ কর। রাত্তিরে পোলাও-টোলাও খাইয়ে কাল তখন সকালবেলা দু'জনে এক-সঙ্গে যাত্রা করবো। কেমন সতু ! আয় তো। (সতীশকে কোলে লইয়া প্রস্থানোদ্যত)।

শ্রীশ। সতুকে নিলে কেন ? দাও না আমার কাছে।

কম। এস না।

সতু। মামা-বায়ী দাব।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

হীরার বাটী

হীরা

হীরা। ভালবাসতুম না, ভালবাসা জানতুম না। মনে করতুম, ও একটা কথার কথা। লোকে পাগলামী ক'রে একটা কি হয় !

কিন্তু আমার এ কি হলো? পরের চোর ধরতে গিয়ে নিজের প্রাণটা হারিয়ে এলুম। হারিয়ে এলুম কি? কেউ জানবে না, দেখ্‌বে না, শুন্‌বে না। আমি হীরে—আমার প্রাণ কেউ জানতে পারে? কিন্তু কি সুন্দর চেহারা! কি রঙ্গের রসিক! মধুর গলাই বা কি! চোপরাও হীরে—দম্ভ খোয়াস্‌ নি। অনেক দিন রেখেছিস্, কটা দিন রেখে ম'রে যা, যদি ভালবাসা পাস্, চরণের দাসী হোস্—নইলে পুড়িস্ নি, প্রাণ বেধে রাখ—

(গীত)

স্থান দিও চারু চরণে।
প্রিয় সখা রব দাসী জীবনে মরণে॥
জনম অবধি আমি চাহি ভালবাসা,
মেটে নি গো আশা, শুধু বেড়েছে পিপাসা,
প্রাণ বেঁধে বেঁধে তবু রাখিনু গোপনে।
অনঙ্গ মোহিল শেষে চিত্ত পতঙ্গ,
করি কণ্ঠ-হার পরি ধরিয়ে ভুজঙ্গ,
সখা সুখ সঙ্গে মাতি প্রেমরঙ্গে;
দহি দারুণ দহনে
কৃপণের ধন আছিল গোপনে
দিনু চোরে ধ'রে নিজে যতনে॥

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

হীরা। কে গা?

নেপথ্যে। ওগো, একবার দরজাটা খুলে দাও।

(হীরার দ্বার উদ্ঘাটন ও দেবেন্দ্রের প্রবেশ)

হীরা। এ কি! আপনি এত রাত্তিরে! আমার বাড়ীতে!

দেবে। তা এলুমই বা, তে-কাঁটার বনে যদি গোলাপফুল ফোটে, তা কি কেউ আসে না? তা গোলাপফুল কই দেখতে পাচ্ছি নে যে?

হীরা। দুয়ো, দুয়ো! হেরে গেলেন—ছি!

দেবে। কি বল্‌ছো?

হীরা। যাকে খুঁজছিলেন, সে পাখীটা পালিয়েছে। যেখানকার পোষা, সেখানকার খাঁচায় বন্ধ হয়েছে।

দেবে। সে কি?

হীরা। এই রকম। ভোরবেলা অন্তর্ধ্যান। সে-বাড়ীতে আজ ভারি আদর।

দেবে। তাই তো, তাই তো হীরে! তোমার ঘরখানি তো বেশ! তা যাক্ যাক্। ইস্, ভারি মেঘ কচ্ছে, একটু ব'সে যাব? জল আসে বুঝি। তোমার এখানে একটু ব'সে গেলে কেউ কিছু মনে করবে? বস্‌বো কি?

হীরা। ইচ্ছে; মনে কর্‌বে না কেন? কিন্তু যা দোষ, আপনি রাত্তিরে আমার বাড়ীতে আসাতেই তা ঘটেছে।

দেবে। না, একটু বসি।

হীরা। দাঁড়ান, আমি বিছানাটা ভাল ক'রে পেতে দিই। (তথাকরণ) তামাক খাবেন ত?

দেবে। যোগাড় আছে না কি?

হীরা। গরীবের মতন। (তামাক দেওন)

দেবে। আচ্ছা থাক্। আঃ হীরে!

হীরা। কি?

দেবে। না, কিছু না, ঐ একখানা বেহালা রয়েছে না?

হীরা। হাঁ, একটা ভিখিরী দুঃখে প'ড়ে এসে আমায় বেচে গেছ্‌লো।

দেবে। দেখি, পাড় দেখি। উঃ, বৃষ্টি এল যে, একেবারে ঝম্‌ঝম্ ক'রে এলো যে।

(হীরার বেহালা প্রদান)

হীরে! কি দেখছো! বাজনা কি মন্দ হচ্ছে?

হীরা। আহা! আরও বাজান, একটা গান না?

দেবে। গাইব, বটে, তবে বসো।

(গীত)

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে।
আমারও স্বভাব প্রিয়ে তোমা বই আর জানিনে॥
তোমার বিধুমুখে মধুর হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখতে আসি,
দেখা দিতে আসিনে॥"

হীরে, গান মিষ্টি লাগছে?

হীরা। গান গান; কি সুন্দর!

দেবে। কি সুন্দর হীরে? আমি তো দেখছি, তোমার চক্ষু দু'টি ভারি সুন্দর!

উভয়ে　　　　(গীত)

"ভালবাসিবে ব'লে" ইত্যাদি।

দেবে। মরি মরি! হীরে! তোমার এমন গলা? তুমি দাসী হয়ে আছ?

হীরা। আমি দাসী হয়ে থাকবার জন্য তো আজীবন বেড়াচ্ছি, কিন্তু কেউ আমায় দাসী করতে পারে কই?

দেবে। হীরে! তুমি অতি সুন্দরী। শোন, আমার কাছে এস।

হীরা। কেন, কি হবে?

দেবে। কাছে এস হীরে, তুমি বড় সুন্দরী। (ধরিতে অগ্রসর হওন)

হীরা। রস্লো, রস্লো। আপনি শীঘ্র আমার বাড়ী থেকে যান।

দেবে। ও কি হীরে! অমন হ'লে কেন? আমি কি করেছি যে, আমায় বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতে চাচ্ছ?

হীরা। কিছু না, কিছু না। আপনি বাড়ী থেকে যান।

দেবে। দেখ হীরে! আমি আমার সেই কুন্দকে দেখবার জন্যে তোমার বাড়ীতে এসেছিলুম।

হীরা। সে হরিণ পালিয়েছে। সে বাঘের ঘরে গেছে, সেখানে আর তোমার দন্তস্ফুট করবার যো নেই।

দেবে। কুন্দকে দেখতে এসেছিলুম বটে, কিন্তু আজ তোমাকে দেখে—

হীরা। আর বলো না, খবরদার, আর বলো না। যাও, এখনি

আমার বাড়ী থেকে যাও। কেন তুমি আমার সর্ব্বনাশ করতে আমার বাড়ী এসেছিলে?

দেবে। তা ব'লে কি তুমি দয়া করবে না? কুন্দকে আমায় দেবে না?

হীরা। আমি গরীব, আমায় এ কথা বললেন? এর জবাব আমি দিতে পারি নে; আমার মনিবকে বলবো, তিনি এর উত্তর দেবেন।

দেবে। বটে হীরে! তুমি আমায় কড়া কথা বলছো? আমি যে তোমাকেও ভালবাসি।

হীরা। দূর দূর মিথ্যাবাদী! কেন আমায় প্রলোভন দেখাও? আমি মরেছি, না ম'লে এ রাত্তিরে আপনি আমার বাড়ীতে বসতে সাহস করতেন না। বসতে চাইলে, হয় আমি গিয়ে অন্য ঘরে বসতেম, নয় ঝাঁটা মেরে আপনাকে বিদেয় ক'রে দিতাম, কিন্তু আমি প্রাণ হারিয়েছি, তা পারলেম না। তবে হারের একটা কথা শুনে রাখুন—আমি দাসীগিরী ক'রে থাকি ব'লে আমায় সামান্য কুলটা মনে করবেন না। আমি জীবনসর্ব্বস্ব আপনাকে সমর্পণ করেছি; আপনিও আমার মত যুবতী পেলে ত্যাগ করেন না, তা জানি; কিন্তু হীরে তা চায় না। হীরেকে যে একটুও ভালবাসবে, হীরে কুলমানধর্ম্ম সকলে জলাঞ্জলি দিয়ে তার সেবা করবে। আপনি আমায় ভালবাসেন না; কিন্তু আমি আপনাকে ভালবেসেছি; পুড়ে মরবো, কিন্তু আপনি না ভালবাসলে কেন আপনার হবো?

দেবে। বাঃ বাঃ হীরে! ব্রেভো! ব্রেভো! ভাল বক্তৃতা করেছ। আমাদের সভায় এক দিন বক্তৃতা দেবে?

হীরা। আপনি উপহাস ভালবাসেন, উপহাস করছেন; আমি গরীব, আপনার পরিহাসের যোগ্য নই। খুব অধম লোকেও যদি আপনাকে ভালবাসে, সে ভালবাসা নিয়ে তামাসা করতে নেই।

দেবে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র।

হীরা। স্ত্রীচরিত্র! স্ত্রীচরিত্র মন্দ নয়; তোমাদের মত পুরুষের চরিত্র অতি মন্দ; তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই; পরের ভাল-মন্দ বোধ নাই। কেবল আপনার সুখ খুঁজে বেড়াও, কেবল কিসে কোন্ স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করবে, সেই চেষ্টায় ফের; নইলে কেন তুমি আমার বাড়ী বসলে? আমার সর্ব্বনাশ করবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমায় কুলটা ভেবেছিলে, নইলে কোন সাহসে বসবে? কিন্তু আমি কুলটা নই; তোমায় বার বার বলছি, আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটিয়ে খাই, কুলটা হবার আমাদের অবসর নেই। তোমাদের মতন বড়মানুষের ঘরের বৌ হ'লে —

দেবে। চোপ চোপ হীরে! ও সব কি কথা?

হীরা। না, ভুল হয়েছে, বলতে মানা বটে।

দেবে। আমি সত্য বলছি, তুমি বড সুন্দরী; তোমায় আমি বড় ভালবাসি।

হীরা। ও সব লম্পটের কথা। এখন যদি আমি আপনার দাসী হই,

তখন দু'দিন আদর করবেন বটে, তার পরে আমায় চিনতেও পারবেন না। আমার কথা উঠলে দলবলের কাছে তাই নিয়ে হাস্যপরিহাস চলবে। কিন্তু যদি কখনও জানতে পারি, আপনি আমায় তিলার্দ্ধও ভালবেসেছেন, তখন ভালবাসার কাঙ্গাল এই হীরে যাবজ্জীবন আপনার পদসেবা ক'রে যাপন করবে; কলঙ্ক ধিক্কার কিছুই গ্রাহ্য করবে না।

(অপসরণ)

দেবে। (স্বগত) বেড়ে মেয়েমানুষ বটে। কিন্তু তোমায় চিনেছি, এখন কলে নাচাব, যে দিন মনে করবো, সেই দিনই তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করবো। তুমি আমাতে মরেছ!

[দেবেন্দ্রের প্রস্থান।

হীরা। (অগ্রসর হইয়া) উঃ, ভারি সামলে গিছি, আজ গিয়েছিলুম আর কি। হা লম্পট! তোরা যথার্থ ভালবাসা কেন বুঝতে পারিসনি?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগেন্দ্রের অন্তঃপুর

কমল

কমল। হ্যাঁ লো হাড়গাবাতি হতচ্ছাড়ীরে! আমার দাদার ভাত খাও না? একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই? আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি

মুখে মাকড়সার জাল জড়িয়ে গেল, তোমরা বেটীরা সাফ করতে পার না ? ও বেটীরা ! কোথায় আছিস ?

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশ। পিসীমা। প্রণাম হই, আপনি কখন্ এলেন ?

কমল। যখনি আসি, এই এয়েছি, এই কি বাড়ীর ছিরি ? বৌ কোথায় ?

কৌশ। চুপ চুপ পিসীমা! আর ও কথা তুলো না; ঘরের ভেতর যাও; গিন্নী বুঝি ঐখানেই আছেন।

কম। যা শুনেছিলুম, তা কি— তা কি—আচ্ছা যা - তুই যা।

কৌশ। হাঁ পিসীমা ! আমাদের ছেড়ে দাও; আর ও কথা জিজ্ঞাসা করো না।

[প্রস্থান।

কম। এখনও তো সন্ধ্যা দেয় নি। এ ঘরে কেউ আছে কি ? কে গা ? (নিকটে গিয়া) বৌ কি—বৌ !

সূর্য্য। (গলা ধরিয়া) কমল—কমল !

কম। বৌ আমার ! দিদি আমার। একেবারে যে শুকিয়ে গেছ, চিনবার যো নেই। বুঝেছি— কবে হ'লো ?

সূর্য্য। কাল।

কম। বৌ, কেন আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করলে ? তোমার পত্রে বুঝলুম, তুমিই এর উদ্‌যোগী।

সূর্য্য। কি করলুম ?

কম। আপনার মৃত্যু আপনি আনলে।

সূর্য্য। তা এনেছি, কিন্তু ঠাকুরঝি, আমি কে? দয়া ক'রে কুড়িয়ে বাড়ীতে এনেছিলেন বই ত নয়। যাঁর বাড়ী, যাঁর সংসার, যাঁর সব, যাঁর সুখে আমি সুখী, তাঁকে সুখী করবো না?

কম। বুঝেছি আবাগী, স্বোয়ামীর সুখের জন্য আপনাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিলি। আবাগী বল্‌ছি কি, এমনি ভাগ্যবতী যেন আমি হ'তে পারি। স্বামীকে সুখে রেখে মর্‌তে পারি।

সূর্য্য। কমল! আমি দেখলুম যে, ওঁর আর কোন সুখে সুখ নেই। একদিন আমায় স্পষ্ট বোল্লেন যে, সূর্য্যমুখি! তোমাতে আমার সুখ নাই। হাঁ্যা ঠাকুরঝি! আমি কে? ওঁর সুখের জন্যই তো আমি ছিলুম। আমা হ'তে যদি ওঁর তৃপ্তি হলো না, তবে আমার থাকার দরকার কি? যাতে উনি সুখী হন, আমি স্ত্রী—আমার তাই করা কর্ত্তব্য। ওঁর সুখ যদি না দেখবো, আমার সুখের জন্য যদি ওঁকে আমার নিজের ক'রে রাখবো, উনি আর এক জনকে নিলে সুখী হন জেনেও তাতে বাধা দেব, তবে আমার পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম কোথায়? আপনার সুখের জন্য স্বামীর সুখের চেষ্টা—সে তো লালসা, অভিলাষ, স্বার্থপরতা—পতির সুখেচ্ছা কোথায় বোন্?

কম। বৌ, তুমি সত্য সত্যই পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম শিখেছ বোন্। তোমার পায়ের ধুলো যেন আমরা জন্মে জন্মে পাই। কিন্তু দিদি! এ বিয়ে দিয়ে কি তুমি সুখী হয়েছ?

সূর্য্য। আমার সুখ কি ?' বল্লুম তো—আমি কে ? একবার তোমার ভাইকে দেখে এস, সে মুখভরা হাসি দেখে এস। তখন জানবে—তিনি কত সুখে সুখী ; তাঁর এত সুখ যদি আমি স্বচক্ষে দেখলুম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হ'লো না ? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখবো ? যাঁর এক দণ্ডের অসুখ দেখলে মরৃতে ইচ্ছা করে—দেখলেম, দিবারাত্রি তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ। তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে দেশত্যাগী হবার উদ্যোগ কল্লেন, তবে আমার সুখ কি রইলো ? বল্লুম. প্রভু! তোমার সুখেই আমার সুখ, তুমি কুন্দকে বিবাহ কর, আমি সুখী হব। তাই বিবাহ করেছেন।

কম। হ্যাঁ বৌ ! তুমি কি সে হাসি দেখে সুখী হয়েছ ?

সূর্য্য। হয়েছি। তাঁর হাসি দেখে সুখী হব না ? যদি কখন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটেছে দেখেছি, তখনি মনে হয়েছে, আমি এখানে বুক পেতে দেইনি কেন ? স্বামী আমার বুকের উপর পা রেখে যেতেন।

কম। তা কি আমি জানিনি ? তোমার কাছেই তো আমি পতি-ভক্তি শিখেছি।

সূর্য্য। কমল ! কোন্ দেশে মেয়ে হ'লে মেরে ফেলে ?

কম। মেয়ে হলেই কি হয়—যায় যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে—

সূর্য্য। আমার কপালের চেয়ে কার কপাল ভাল ? কে এমন ভাগ্যবতী ? কে এমন স্বামী পেয়েছে ? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সে

সকল তো তুচ্ছ কথা, এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল, তবে কেন এমন হলো?

কম। এও কপাল।

সূর্য্য। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কম। তুমি স্বামীর আজকের আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখে সুখী, তবু বল্‌ছো, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দু'কথাই কি সত্যি?

সূর্য্য। দু'কথাই সত্যি। আমি তাঁর সুখে সুখী, কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেললেন! আমায় পায়ে ঠেলেছেন বলেই তাঁর এত আহ্লাদ।

কম। কাঁদ কেন দিদি! বুঝেছি—তোমায় পায়ে ঠেলেছেন ব'লে তোমার অন্তর্দ্দাহ হচ্ছে, তবে বল কেন, আমি কে? তোমার অন্তঃকরণটা এখনও 'আমিতে' ভরা, নইলে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে অনুতাপ করবে কেন?

সূর্য্য। দিদি। 'আমি' 'আমার' বল্‌ছি ব'লে কি বোঝাতে চাচ্ছ, কিন্তু আমি না থাকলে কে থাকবে? এ পৃথিবীতে মানবমনের স্নেহ, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা প্রভৃতি যত সব প্রবৃত্তি আছে, সবই তো 'আমি' নিয়ে, 'আমার' নিয়েই 'আমি।' আমার গেলে কোথায় তারা ভেসে বেড়াবে। তোমার ভাই—আমার স্বামী—তাই তো আমার 'আমিটে' এত ভাবছে, এত কাঁদছে, সে আমার, তাই এত আমার, নৈলে যদি আমি না থাকতাম, আমার বোলে কেউ একটা না থাকতো, তা হ'লে কা কস্য পরিবেদনা।

কম। আমার যদি ভেবেছিলে, তবে হাতে তুলে পরকে তাঁকে দিলে কেন? আর যদিই বা দিয়েছ, তবে এখন অনুতাপ কেন?

সূর্য্য। অনুতাপ করিনি—ভালই করেছি; এতে আমার কোন সংশয় নেই, কিন্তু মরণের তো যন্ত্রণা আছেই, আমার মরণই ভাল বোলে আপনার হাতে আপনি মলেম, তাই বোলে মরণের সময় তোমার কাছে কাঁদবো না?

কম। দিদি! (ক্রন্দন)

সূর্য্য। কাঁদিসনি কমল!

কম। আমার এমন দাদা এমন হলো! এমন সংসার গেল, ও বৌ, আর কেন কাঁদছ?

সূর্য্য। তুমি কাঁদছ কেন? ঠাকুরঝি! আমি আর কাঁদবো না! কাঁদবার দিন গেছে। প্রাণের দুঃখ কাল তোমায় জানাব।

কম। কেন বৌ!— যা বলবার আছে, প্রাণ খুলে বল না।

সূর্য্য। না, আজ না। সতু ভাল আছে?

কম। আছে।

সূর্য্য। আশীর্ব্বাদ করি—আমি অন্য আশীর্ব্বাদ জানি না— যেন বাবা আমার তার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হয়।

কম। বৌ!

সূর্য্য। চল দিদি! আমার ঘুম পেয়েছে, ঘুমুবো।

কম। বৌ, তোমার প্রাণে কি হচ্ছে, বল না—আমায় লুকিও না।

সূর্য্য। কিছু না। তোমার কাছে লুকুবার আমার কিছুই নাই। ও কমল, কমল —

কম। বৌ!

সূর্য্য। আহা! তুমি ধূলো পায়ে এসে ব'সে আছ, এখনও আমি মুখে জল দিতে বলিনি?

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

নগেন্দ্র ও কুন্দ

নগে। কুন্দ! তুমি সুখী হয়েছ তো? আমার সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তোমার আহ্লাদ হয়েছে তো? বল না, চুপ ক'রে রইলে কেন?

কুন্দ। কি বল্‌বো?

নগে। কি বল্‌বে? কেন—সুখী হয়েছ কি না, বলতে পার না?

কুন্দ। হয়েছি।

নগে। ও কি রকম কথা? সূর্য্যমুখীকে এ সময় এ কথা জিজ্ঞাসা করলে প্রণয়ের সুধাবর্ষণ কর্‌তো। বুঝি তুমি আমায় তেমন ভালবাস না? জান, তোমায় আমি কত ভালবাসি? তোমার জন্যে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিচ্ছিলেম। সূর্য্যমুখীকে বিসর্জ্জন দিচ্ছিলেম।

কুন্দ। কেন দিচ্ছিলে?

নগে। কেন দিচ্ছিলেম? এইটি কি কথা হলো? তবে তুমি কি প্রণয় বুঝেছিলে? আমি তোমার জন্যে এত কল্লেম, আর তুমি কি কল্লে? ছিঃ!

কুন্দ। তুমি রাগ করলে ? আমি তো কিছু জানিনে। কি অপরাধ করেছি ?

নগে। অপরাধ কি কুন্দ; অপরাধ নয়। তুমি দাও না একবার প্রাণটা ঢেলে ভালবাসা। বুঝতে পাচ্ছ না, আমি কত সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে তোমায় নিলেম।

কুন্দ। কেন? সে কি? তুমি কি সুখ খোয়ালে আমার জন্যে? আমি কে ?

নগে। তুমি কে? তোমার জন্যে আমি আজ ক'বৎসর পাগল।

কুন্দ। আহা!

নগে। একটা আহা! আমি পাগল-আর তুমি পাগল হয়েছ কি না, বল্লে না? ওহো! আমার প্রাণের এই পরম প্রশ্নের উত্তর কার কাছে চাচ্ছি? কে দেবে? আজ যদি সূর্য্যমুখীকে এ সব কথা বল্‌তেম, তবে তার উত্তর পেতেম, তার প্রাণের অতি গোপন কক্ষ খুলে সে আজ রত্ন দেখাতো, মধুর অধরে কতই অমৃত বর্ষণ করতো।

কুন্দ। দিদিকে পাঠিয়ে দেবো?

নগে। বটে, তোমার আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না; একবার ভাব দেখি—পতির সুখের জন্য—অন্য স্ত্রী কোলে তুলে দেয়, সূর্য্যমুখীর মতন এমন ভার্য্যা আর কোথায় আছে? তুমি আমায় ভালবাস না?

কুন্দ। হ্যাঁ, বাসি।

নগে। বাস, বল, কত ভালবাস?

কুন্দ। বড্ড।

নগে। বড্ড! অই বুঝি উত্তর হলো? একটা ছোট 'বড্ড।' কুন্দ, কুন্দ! আমি তোমার জন্য পাগল হয়েছিলেম!

কুন্দ। আমার কপাল!

নগে। কুন্দ! আমার—একপাশে সূর্য্যমুখী, একপাশে তুমি, দুই জনে অজস্র প্রেম ঢাল্‌ছো—তা হ'লে এ জীবন কি সুখের হবে? খুব সুখের—না? বল না—কথা কচ্ছ না কেন?

কুন্দ। তুমি সুখে থাক্‌লেই হলো।

নগে। কেন, তোমার কি তাতে সুখ নেই?

কুন্দ। আছে বই কি!

নগে। আবার ঐ রকম উত্তর? কেন, প্রাণটা খুল্‌তে পার না? বুকের ভেতর কি আছে, বলতে পার না?

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশ। ছোট মা, ছোট মা! মা কোথায় দেখেছ?

কুন্দ। না, কেন?

কৌশ। ওগো, তাঁকে যে খুঁজে পাচ্ছি না! ও মা! বাবু যে—

(প্রস্থানোদ্যত)

নগে। কি রে? শোন্ শোন্! কি হয়েছে?

কৌশ। ও বাবু!

নগে। কি হয়েছে, বল?

কৌশ। পিসীমাকে জল খাইয়ে মা শুতে গেলেন, আর তাঁকে

দেখতে পাচ্ছিনে! তাঁর বিছানায় কি একখানা চিঠি পেয়ে পিসীমা পড়ছেন আর কাঁদছেন।

নগে। সে কি? দেখ, নীচেয় টিচেয় যাননি তো? দেখ্, আমি যাচ্ছি।

[কৌশল্যার প্রস্থান।

কুন্দ। বাবু!

নগে। কি?

কুন্দ। আমার উপর রাগ করছো কেন?

নগে। রাগ কিসের—বল না কি?

কুন্দ। দিদি—

নগে। হ্যাঁ—দিদি—কি হয়েছে—কথা কইতে পার না?

কুন্দ। আমায় এত ভৎ'সনা কেন? আমি কিছু করিনি, কিছু চাইনি, তুমি কেন রাগ করছো? দিদি কোথায় গেলেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

নগে। দেখ কুন্দ! তোমায় বিবাহ করেছি। তুমি ঘরের এক জন কর্ত্রী। ভালবাসবে, যত্ন করবো। তোমার জন্য উন্মত্ত হয়েছিলেম, কিন্তু একটা কথা আমার মনে রেখো, শোন—

কুন্দ। কি?

নগে। সূর্য্যমুখীর নাম তুমি মুখে এনো না। তোমার মুখে ও নাম ভাল শোনায় না।

কুন্দ। কেন, আমি ইচ্ছে ক'রে কিছু করিনি।

নগে। যাও, যাও।

কুন্দ। তবে বাবু! এর মধ্যেই আমায় পরিত্যাগ করলে?

নগে। পরিত্যাগ করি নি—পরিত্যাগ করি নি। তোমার রূপের জ্যোতিতে পতঙ্গ আমি পুড়ে মরছিলেম। তোমায় বুকে তুলে মনে করেছিলাম যে—বুঝি আমি সংসার-সুখের চরম সীমায় উপনীত হলেম; কিন্তু এ কি কথা! আমার সূর্যামুখী কোথায়? সূর্যামুখী কোথায়? গেল কি? জলে ডুব্‌লো কি? কি হ'লো! কি হ'লো!

(কমলের প্রবেশ)

কম। ও দাদা, কি হলো? বৌ কোথায় গেল?

নগে। কি হয়েছে? কমল, বল, কি হয়েছে?

কম। এই দেখ দাদা—চিঠি দেখ। আমায় খাইয়ে বৌ শুতে যাই ব'লে গেল; তার মুখ দেখে আমার কেমন একটু সন্দেহ হয়েছিল, একটু পরেই ঘরে গেলুম—দেখি, বিছানায় এই চিঠি প'ড়ে। বৌ আমাদের ত্যাগ ক'রে গেছে!

(কমলের নিকট কুন্দের গমন)

নগে। হুঁ!

কুন্দ। ও দিদি!

কম। এখন যাও, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

কুন্দ। বাবু! কি হবে? দিদি কোথায় গেল?

নগে। কাজ কি অত মায়ায়?

কুন্দ। হা ভগবান্, এমন অলক্ষুণেকে বাবু কেন বাঁচিয়ে

এনেছিলেন? আমি মরতে পারি নি; মরতে ভয় করে! যম! দয়া ক'রে—আপনিই আমায় নাও।

[প্রস্থান।

কম। দাদা! কি হবে?

নগে। কিসেব কি হবে?

কম। বৌ আমাদের কোথায় গেল? আমি তখনি জানি যে, সে আপনার গলায় আপনি ফাঁসি দিয়েছে। এ সংসার আর থাকবে না।

নগে। কমল! তুমি বুঝছ কি? যে সংবাদ দিচ্ছ, সে কতকগুলো মুখের কথা নয়—তীক্ষ্ণধার ছুরী আমার বুকের ভেতর হাড়ে হাড়ে শিরায় শিরায় বিদ্ধ করছো। কি বলছো, বুঝছো কি? তুমি বলছো সূর্য্যমুখী নেই! সূর্য্যমুখী নেই মানে—নগেন্দ্র নেই, তার গোবিন্দপুর নেই, বাড়ী বিষয়-সম্পত্তি কিছু নেই। ছেলেবেলায় দু'জনে ঠাকরমার কাছে গল্প শুনতেম, মনে আছে কি? যে রাক্ষসীর প্রাণ কৌটার ভিতর ভোমরা-ভুমরীতে ছিল। নগেন্দ্র দত্তের প্রাণ তেমনি সূর্য্য-মুখীতে ছিল। সে আমার সংসারের লক্ষ্মী, মস্তিষ্কের সরস্বতী, হৃদয়ের সমস্ত সুপ্রবৃত্তি, জীবনের শান্তি—সব ছিল আমার সেই সূর্য্যমুখী! সে কোথায়? সে কোথায় গেল?

কম। দাদা! সে আত্মঘাতী হয় নি, আছে, বেঁচে আছে; কিন্তু কোথায় গেল?

নগে। কমল! আমার গলাটা টিপে ধরতে পারিস, চোখ কাণা ক'রে দিতে পারিস্! চোখ আমায় পাগল করেছিল। লোভে প'ড়ে কি খোয়ালেম—কি খোয়ালেম? কত লোক এই সংসারে রত্ন খুঁজে বেড়ায়। আমার ভাগ্যে কোহিনুর মিলেছিল, আমি হেলায় হারালুম। কুন্দ! কুন্দের জন্য সব গেল! কোথায় কুন্দ, দেখি।

কম। ও দাদা! ছেলেমানুষ, তার দোষ কি, সব অদৃষ্ট!

নগে। অদৃষ্ট! কোথায় অদৃষ্ট—দেখি তাকে। সূর্য্যমুখী যদি গিয়ে থাকে, তাকে যদি না পাই, সংসারে আগুন জ্বালাব! অদৃষ্টে আগুন লাগাব!

[প্রস্থান।

কম। ও দাদা, ও দাদা!

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—— -- * ——

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হরমণির কুটীর

ব্রহ্মচারী, সূর্য্যমুখী ও পার্শ্বে হরমণি

ব্রহ্ম। আঃ দুর্গে, প্রভাত হয়েছে, বৃষ্টিও ধ'রে গেছে।

সূর্য্য। মা গো!

ব্রহ্ম। খাও মা, আর এক ঝিনুক দুধ খাও, পেটে একটু আহার পড়লেই বল পাবে। হরমণি! দাও—আর একটু দুধ দাও।

সূর্য্য। আপনারা কে? আমি কোথায়?

হর। তুমি কে বাছা? তোমার বাড়ী কোথায়?

সূর্য্য। আমি—আমি? এখানে আমায় কে আনলে? আপনি এসেছি কি?

হর। না বাছা! তুমি পথের ধারে বৃষ্টিতে প'ড়ে ছিলে, ব্রহ্মচারী ঠাকুর দেখ্‌তে পেয়ে কোলে ক'রে তুলে আমার বাড়ী এনেছেন।

সূর্য্য। কেন?

হর। কেন? তা না হ'লে কি তুমি বাঁচতে? এই বৃষ্টি, তাতে তোমার এই শরীর! পথে প'ড়ে থাকলে নিশ্চয়ই মারা যেতে।

সূর্য্য। বেশ তো, মৃত্যুরই অপেক্ষা কর্‌ছিলেম।

হর। কেন বাছা, তোমার এত কিসের দুঃখ? তোমার হাতে নোয়া দেখছি, রুলি-ও আছে, তুমি তো সধবা?

ব্রহ্ম। হরমণি! থাক, এখন বেশী কথা কইয়ে কাজ নেই, শুধু দুর্ব্বল নয়, বোধ হচ্ছে, এঁর কোন পীড়াও আছে। তুমি শীঘ্র গিয়ে আমার নাম ক'রে রায় মশায়কে ডেকে আন।

হর। আ পোড়ার দশা, থান পরিয়েছি, আর থান নইলে কোথায় কি পাব? একটু সিঁদুর দিই।

[দুগ্ধ খাওয়াইয়া হরমণির প্রস্থান।

সূর্য্য। বাবা! আপনি আমায় বাঁচাবার জন্যে এত যত্ন করছেন কেন?

ব্রহ্ম। জগদীশ্বরের অমূল্য দান জীবের জীবন। সেই জন্য নিজের প্রাণও নষ্ট করতে নেই। পরের প্রাণও বিনষ্ট হ'তে দেখলে তার রক্ষার্থে যত্নবান্ হওয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য।

সূর্য্য। আমার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই, আপনি বৃথা ক্লেশ কর্‌ছেন।

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য, আমার কেউ নেই, আমি ব্রহ্মচারী। পর-সেবাই আমার ধর্ম্ম, আজ যদি তোমার কাজে না থাকতেম, তবে তোমার মত অন্য কারও কাজে থাকতেম।

সূর্য্য। তবে আমায় রেখে আপনি অন্য কারও উপকারে নিযুক্ত হন, আপনি অন্যের উপকার করতে পারেন, আমার উপকার করতে পারেন না।

ব্রহ্ম। কেন?

সূর্য্য। বাঁচলে আমার উপকার নেই। মরণই আমার মঙ্গল। কাল রাত্রে যখন পথে পড়েছিলেম, তখন নিতান্ত আশা করেছিলেম যে, মরবো। আপনি কেন আমায় বাঁচালেন?

ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তা আমি জানি নি, কিন্তু দুঃখ যতই হোক্ না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ, কদাচ আত্মহত্যা করো না; আত্মহত্যা পরহত্যা তুল্য পাপ।

সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করি নে। আমার মৃত্যু আপনি এসে উপস্থিত হয়েছিল। এই জন্যে ভরসা করেছিলেম, কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নেই।

ব্রহ্ম। সেবার হরমণির সামনে যখন মরবার কথা বলেছিলে, তখন তোমার চক্ষে জল দেখেছিলেম, এবারেও দেখলেম, অথচ তুমি মরতে চাও। মা! আমি তোমার সন্তানসদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা ক'রে মনের বাসনা ব্যক্ত ক'রে বল। যদি তোমার দুঃখ-নিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তা করবো। কথা-বার্ত্তায় বুঝেছি, তুমি বিশেষ ভদ্রঘরের কন্যা হবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাও বুঝছি; কেন তা আমার সাক্ষাতে বলবে না? আমাকে সন্তান মনে ক'রে বল।

সূর্য্য। (সজল নয়নে) এখন মরতে বসেছি, লজ্জাই বা এ সময়ে

করি কেন? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়, কেবল মর্‌বার সময়ে যে স্বামীর মুখ দেখতে পেলেম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ, কিন্তু যদি তাঁকে না দেখে মলেম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময় তাঁকে একবার দেখতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।

ব্রহ্ম। তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার উপায় নেই, কিন্তু যদি তিনি সংবাদ দিলে এখানে আস্‌তে পারেন, তবে আমি তাঁকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিই।

সূর্য্য। তিনি আসলে আস্‌তে পারেন, কিন্তু আসবেন কি না, তা জানি নে। আমি তাঁর কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়, ক্ষমা করলেও করতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন। আমি তত দিন বাঁচবো কি?

ব্রহ্ম। কত দূরে সে?

সূর্য্য। হরিপুর জেলা।

ব্রহ্ম। বাঁচবে, আমি এখনি পত্র লিখছি; কার নামে শিরোনামা দেব? বল, লজ্জা কি?

সূর্য্য। হরমণি এলে তার সাক্ষাতে বলবো!

ব্রহ্ম। আচ্ছা, আমি পাশের ঘরে থেকে পত্র লিখে আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

সূর্য্য। হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্র সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না, এতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সেই

পুণ্যের ফলে—আমি স্বর্গ চাই নে; কেবল এই চাই, যেন মৃত্যু-কালে স্বামীর মুখ দেখে মরি।

(হরমণির পুনঃ প্রবেশ)

হর। রায় মশায় কোথায় রুগী দেখতে গেছেন, এলেই পাঠিয়ে দিতে ব'লে এসেছি, শুন্‌লেই দৌড়ে আস্‌বেন। অমন মানুষ কি হয়, সাক্ষাৎ দেবতা। গরীবের কাছে কখনও হাতটা পাতেন না।

সূর্য্য। শোন—একবার আমার কাছে এসে বসো।

হর। এই যে বস্‌ছি। (তথাকরণ)

সূর্য্য। ঠাকুর এখন চিঠি লিখতে গেছেন, তাঁকে বলো, একটু স'রে এসো, কানে কানে বলি। (হরমণির কানে কানে বলা) বুঝতে পেরেছ, মনে থাকবে?

হর। হ্যাঁ, নগেন্দ্র দত্ত তো?

সূর্য্য। হ্যাঁ, এ নামে চিঠি পাঠাতে বলো, গ্রামের নাম—গোবিন্দপুর।

হর। তা ~~এই~~ ব'লে আসছি; তুমি একটু দুধ খাও।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক*

হরদেবের উদ্যানবাটী

হরদেব ঘোষাল ও নগেন্দ্র

হর। ঘরের চেয়ে এখানে একটু ভাল বোধ হচ্ছে না? এখন আর বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই, আকাশ বেশ পরিষ্কার আছে। এস, এখানে একটু বেড়ান যাক্।

নগে। হুঁ।

হর। হ্যাঁ হ্যাঁ চল, তোমার নিজের হাতের পোতা সেই ভাল কাঁঠালগাছটা এবার ফলেছে, দেখবে এস, যেন ষষ্ঠী-ঠাকৃরুণ সেজে ব'সে আছে। সমস্ত গুঁড়িতে ফল ঝুলছে, কাঁঠাল মাটীতে পর্য্যন্ত শোয়ান।

নগে। দাদা! কি করলুম, কি দুষ্কর্ম্ম করলুম?

হর। তা লোকে ক'রে থাকে, পৃথিবীতে যদি সংসারী মানব অনবচ্ছিন্ন সৎকর্ম্মই ক'রে যেতে পারে, তা হ'লে তো সে দেবতা।

নগে। সত্য। দুষ্কর্ম্ম অনেকেই করে; আমিও করেছি—কিন্তু যত কিছু করেছি, সকলের চেয়ে—

হর। কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা অধিক দুষ্কর্ম্ম, কেমন? তা আমি এ কথা অস্বীকার ক'রে তোমায় বৃথা প্রবোধ দেবার চেষ্টা করবো না। আমিও তো তোমায় কতবার বলেছি যে, সূর্য্যমুখী রাজ-মুকুটের কোহিনুর, মাটী খুঁড়্‌লেই পাওয়া যায় না; চেলির কাপড়

প'রে টোপর মাথায় দিয়ে দাঁড়ালেই সূর্য্যমুখীর মত স্ত্রী মেলে না। তুমিও যে সে রত্ন চেন নি, তা নয়, তুমিই তাকে যেমন চিনেছিলে, অমন আর কেউ চেনে নি। সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার স্নেহ গাঢ়, কুন্দনন্দিনীর ছায়া তাহা আবরণ ক'রে রেখেছিল মাত্র। সে ছায়া এখন স'রে যাচ্ছে; রূপজ মোহ কাটছে, তাই সূর্য্যমুখীর বিমল প্রভা শত অরুণের শোভায় এখন তোমার হৃদয়ে উদয় হচ্ছে।

নগে। কি করি, কোথায় যাব? কোথায় গেলে তারে পাই, কেমন ক'রে তারে আবার পাই? আর একবার যদি দেখতে পাই, তা হ'লে সে আমায় ত্যাগ ক'রে যেতে পারবে না। সে আমাগতপ্রাণ—

হর। তাই তো তখন বলেছিলাম—স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, যা হয়েছে, ফেরবার নয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিতে সকল অবস্থাতেই সুখ আছে, আনন্দ আছে; একটু ঠাউরে দেখলেই তা পাওয়া যায়। সেই সুখ আনন্দ যে অবস্থায় যতটুক পাও—ভোগ ক'রে নাও। সত্যই পতিপ্রাণা সূর্য্যমুখী তোমায় না দেখে থাক্‌তে পারবেন না; তাঁর মর্ম্মে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হয়েছে। স্বপ্নেও যা ভাবেননি,—তাই ঘটেছে। সে জন্যে মনের আবেগে জ্ঞান-হারা উন্মাদিনীর প্রায় চ'লে গেছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হলেই তোমার সূর্য্যমুখী তোমার কাছে আস্‌বেন।

নগে। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—স্নেহময়ী প্রণয়িনীর কোমল প্রাণে বিষ ঢেলে দিয়ে খেলা! নগেন্দ্র! তুই পিশাচ—পিশাচ! পিশাচেরও অধম!

হর। নগেন্দ্র! ভুল করেছ, অনুতাপ আছেই; কিন্তু আত্মভৎর্সনায় কি আর ফল ফল্‌বে? তুমি অদৃষ্ট মান না, ঐ নামে কিছু একটা আছে।

নগে। অদৃষ্ট কি? জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে সংসারে আগুন জ্বালালেম—আর এখন অদৃষ্ট নাম দিয়ে একটা বাতাসের পুতুল গ'ড়ে তার কাঁধে সব দোষ চাপাব? অদৃষ্ট যদি থাকে—সে আমায় কি না দিয়েছিল? আমার কিসের অভাব ছিল? আমার ভাগ্যে যে সুখ ঘটেছিল, কার ভাগ্যে তা ঘটে? নীরোগ দেহ, প্রফুল্ল মন, অতুল ঐশ্বর্য্য, ভক্ত ভৃত্য, স্নেহময়ী সরলা ভগ্নী; আর সকলের উপর জগতের দুর্ল্লভ স্ত্রীরূপে সীতার দ্বিতীয় প্রতিমা সূর্য্যমুখী। লালসার দাস, অবিশ্বাসী পামর আমি সেই সূর্য্যমুখীকে হারালেম? তাকে গৃহত্যাগিনী, দেশত্যাগিনী, পথের ভিখারিণী কর্‌লেম। ~~তাই কি? সে কি আর আছে? সে কি জীবিত আছে?~~ ওহো হো হো। আমার সব ছিল, আমি সব হারালেম!

হর। আমার পরামর্শ শোন, বাড়ী যাও, তোমার কথায় ও পত্রে যা বুঝেছি, তাতে বেশ বোধ হচ্ছে যে, তোমার কনিষ্ঠ ভার্য্যাও গুণহীনা নন, তোমায় ভালও বাসেন। ভালবাসা যত্নের জননী, তিনি তোমায় যত্ন করবেন; তাঁর স্নেহ ও যত্নে সুখী হবার চেষ্টা কর। এক দিন সূর্য্যমুখীকে অবশ্যই পাবে; আর একান্তই না পাও—

নগে। সেখানে যেতে পারবো না—কুন্দনন্দিনী এখন আমার দু'চক্ষের বিষ হয়েছে।

হর। বাঃ, বেশ নগেন্দ্র! বিবাহের পর এখনও পোনের দিন যায় নি, আর আজ ক'বৎসর যার জন্যে পাগল হয়েছিলে, বাল্য-ক্রীড়াসঙ্গিনী প্রণয়িনী সূর্য্যমুখীকেও যার জন্যে বিসর্জ্জন দিলে, আর আজ সে চক্ষের বিষ? বেশ! বেশ! এতে আর স্ত্রীলোকেরা পুরুষের নিন্দা করবে না কেন? বেশ ক'রে একটু খুঁজে দেখ দেখি—সেই বালিকার জন্য ধূলো-মাখান ভালবাসা মনের কোন কোণে প'ড়ে আছে কি না?

নগে। ভাই! ভৎ'সনা করো না। কুন্দকে আমি সত্যই ভালবেসেছিলেম, তার জন্যে উন্মাদ হয়েছিলেম, (হ'তে পারে চোখের ভালবাসা; কিন্তু তবু ভালবাসা। (পুষ্করিণীর জল গঙ্গাজল অপেক্ষা অপকৃষ্ট হলেও সরোবর-অবগাহন একেবারে সুখহীন নয়, কুন্দনন্দিনীকে এখনো বোধ হয় আমি ভালবাসি। বোধ হয় কেন—ভালবাসি।) কিন্তু তবু সে চক্ষের বিষ, তার জন্যই যে সূর্য্যমুখীকে হারালেম!

হর। তার জন্যে? শুদ্ধ তারই জন্যে? তোমার নিজের জন্যে নয়? দর্শন-শাস্ত্রে পণ্ডিত নগেন্দ্র, তোমার মুখে ও কি কথা? কুন্দনন্দিনীর জন্যে সূর্য্যমুখীকে হারালে? কার তৃপ্তির জন্য এই বিবাহ করলে? কুন্দের, না তোমার? কে তোমার মুখ দিয়ে সূর্য্যমুখীকে বলেছিল যে, "তোমাতে আমার সুখ নাই" কুন্দ, না নগেন্দ্র? কে এই বিষবৃক্ষের বীজ?

নগে। হরদেব! থাম থাম, আমি আপনাকে যথেষ্ট ভৎ'সনা করছি; তোমায় আর কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই।

হর। আমি ভৎ'সনা করতে চাচ্ছিলেম না; তোমার চোখে জাল পড়েছে; আপনাকে দেখতে পাচ্ছ না, সেই জালটুকু সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলেম। এইটি বেশ মনে রেখো নগেন্দ্র, এই সংসারে আমরা যতবার রাগ করি, সব নিজেরই উপর—নিজকৃত ভ্রম বা অপরাধজনিত অনুতাপে যখন ভেতর জ্বলতে থাকে, তখন দুর্ব্বল হৃদয় একলা জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, সেই আগুন অন্যত্রে বৃষ্টি করবার জন্যে একটা পাত্র খুঁজতে থাকে; তুমি নিরীহ সরলা আশ্রিতা কুন্দনন্দিনীকে এখন সেই সুবিধার পাত্ররূপে পেয়েছ, তাই সে এখন তোমার চক্ষের বিষ হয়েছে। কুন্দ সুন্দরী, তার রূপে প্রবৃত্তি দমন করতে না পেরে তুমি পাগল হ'লে, সূর্য্যমুখীকে হারালে, এই সব দোষের দোষী সেই বালিকা, আর তার রূপ? ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়েছিলেম, মনে আছে?—

'Let Bravos then, when blood is split
Upbraid their passive sword with guilt.'

নগে। দোষ আমার, তা বুঝেছি; কুন্দ যে চক্ষুঃশূল হয়েছে, সেও আমার দোষ। সোপানে আরোহণ করতে করতে একটা ধাপ একবার পদস্খলন হ'লে ধাপের উপর ধাপ উল্লঙ্ঘন ক'রে যেমন লোকে একেবারে নীচে পতিত হয়, আমারও সেই দশা ঘটেছে। সূর্য্যমুখীর প্রাণে অকারণ ব্যথা দিয়ে প্রথম পাপ করেছি, তার পর এখন অকারণ কুন্দের প্রাণে ব্যথা দিচ্ছি। আরও কি করবো, কে জানে। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ

করবার পর, কুন্দকে নিত্য তিরস্কার করতেম, কুন্দ মুখরা নয়, কথা কইতে জানে না, বোঝাতেও জানে না, খালি কাঁদতো; আমি কিছুই বল্‌তেম না, কি বল্‌বো? হরদেব! আমি মোহনিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলেম, এখন সে নিদ্রা ভেঙ্গেছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল মরণের জন্যে। আমারও সেই দশা!

হর। নগেন্দ্র! তোমার নিজের যুক্তি দেখেই তোমায় বলি শোন—একবার একটা ভ্রম করেছ, তার ফল ভুগ্‌ছো। আবার কেন ভ্রমে পতিত হও? সাজান সংসার কেন উচ্ছন্ন দাও? একবার প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়েছ, আপনাকে হারিয়েছ; এখন আবার পুরুষের পৌরুষ ধৈর্য্য হারাও কেন? গৃহে যাও; এক প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়েছ, আর কেন এ পুতুলটিকেও ভেঙ্গে চুরমার কর্‌বে?

নগে। বলেছি, পদস্খলনের পর পদস্খলন। একবার তোমার অবাধ্য হয়ে সূর্য্যমুখীকে হারিয়েছি, পুনরায় তোমার অবাধ্য হয়ে তার অন্বেষণ কর্‌বো। (বিষয়কর্ম্মের ভার দেওয়ানজীকে দিয়ে এসেছি; সে বিশ্বাসী, কুন্দের যথেষ্ট পরিচর্য্যা হবে, তার কিছুরই অভাব থাকবে না। আমি দেশে দেশে সূর্য্যমুখীকে অন্বেষণ ক'রে বেড়াব, তাকে পাই, গৃহে ফিরবে, নচেৎ উদাসীন প্রাণ নিয়ে ঘুরে বেড়াবো) গৃহে আমার স্থান নেই গৃহে আমার সুখ নেই, যাকে নিয়ে সংসারী, তাকে না পেলে আমার আর সংসার নেই। এস, তোমার সঙ্গে অনেকগুলি কাজের কথা আছে, সেগুলি আজই শেষ কর্‌তে হবে।

আমার আর মন ফিরুতে চেষ্টা করো না ; যার মন নেই, তার আর কি ফিরাবে !

হর। নগেন্দ্র! জগতে একটি বন্ধু পেয়েছিলুম, তুই তাকেও কেড়ে নিবি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

লতামণ্ডপ

হীরা।

হীরা।— (গীত)

মেদিনী মোদিনী ফুলহারপরা,
সুধাকর-করে ভাসে হাসে ধরা,
মধুযামিনী কামিনী মন-হরা,
মধু সে যদি গো বাসিত ভাল,
প্রথম প্রণয়ে মগন হৃদি,
এ যৌবন নিবেদন করে যথাবিধি,
বাতুল হইয়ে রাতুল চরণে,
হতেম কেনা-দাসী জীবনে মরণে,
স্নেহে চাহিত যদি সেই চোখ দুটি কালো।
একটু ওগো একটু সে যদি বাসিত ভালো।

তুলোর ভেতর একটু আগুন ধর্‌লে গুমে গুমে পুড়ে ক্রমে সব ভস্ম হয়ে যায়, আমারও নয় সেই দশা হবে! বুকের ভেতর আগুন চেপে পলে পলে পুড়বো, পুড়তে পুড়তে শেষ ছাই হয়ে যাক, তবু মিছিমিছি মজবো না। প্রেমের গঙ্গাজলে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ভাসান দিতে পারি, কিন্তু শুধু কলঙ্কের জন্যে কলঙ্ক-হ্রদে ডুবতে যাব কেন? প্রেমের অক্ষর লিখতে গিয়ে গায়ে কালী লাগে—লাগুক, কিন্তু খালি খালি কালী মাখবার জন্যে কালী কিন্‌তে যাব কেন? দেবেন্দ্র! আহা, কি মিষ্টি নাম, কি গলা, কি চাহনি! যাক্ গে, মরুক গে, তার আছে, আমার কি? আহা, কেন একটু ভালবাসছে না? একটুও যদি বাসে, তবু বুঝতে পারি, তবু মনকে প্রবোদ দিতে পারি। এত দিন কাটিয়ে শেষটা মলুম? তা কি করবো, অদৃষ্ট! মরেছি বটে, কিন্তু এ মরণ কেউ জানবে না, শুনবে না, দেখবে না! আহা, এ মরাটুকু যদি না মরতুম, তা হ'লে আজ আমার কি সুখ! এখন সূর্য্যমুখী নিরুদ্দেশ, বাবু বিবাগী—দত্তবাড়ীর কর্ত্তাই বল আর গিন্নীই বল—কে? কুন্দঠাকরুণ!—দূর দূর, ছি ছি, সেই প্যানপ্যানানীর সাধ্য কি যে গিন্নীপনা করে? গিন্নী তো হীরে, এই লতামণ্ডপে সূর্য্যমুখী বস্‌তো, শুতো; আজ তা হীরের হয়েছে, একটু শুই না—শুয়ে শুয়ে ভাবি। ভাবলেও সুখ আছে, এ বেশ মরণ মচ্ছি, অথচ যেন ভারি মজা হচ্ছে!

(শয়ন)

(দেবেন্দ্রের প্রবেশ)

দেবে। এসে পড়েছি, তবু প্রাণটা একটু গুড় গুড় কচ্চে, অনেক দিনের সংস্কার কি না? কর্ত্তা নেই, গিন্নী নেই, কে কার খবর নেয়। বাড়ী পালানে গোছ হয়ে উঠেছে। তবু যেন গা'টা ছম্ ছম্ করে। এ মেবাপের ভেতর কে শুয়ে আছে না? দেবেন্দ্রের প্রাণপাগলকারিণী নবপতিবিরহিণী না কি? এঁ্যাঃ! নাঃ! এ যে আটপৌরে গোছের আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হীরে-মণি শুয়ে আছেন। আঃ রাম! পাড়তে এলেম পাকা আম—আমড়া দেখেই চ'লে যাব না কি? তা তো হচ্চে না; রসো, তোমায় দিয়েই কাজ সারছি। হীরে! শুনেছিলুম বটে তোমার বড় ধার, কিন্তু দেবেন্দ্র দত্ত তোমার পক্ষে ভ্যাডার শিং দাঁড়িয়েছে। তোমার সাহায্যেই কুন্দের কাচ তুল্য নির্ম্মল প্রাণে দাগ পাড়াব। (অগ্রসর হইয়া) আহা, কে ঘুমিয়ে? আমার হীরে—হীরে, ও আমার হীরে!

হীরা। (ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া) এঁ্যা, কে ও? কে ও?

দেবে। আর কে? এ দুপুর রাত্রে তোমার জন্য পাগল হয়ে পাঁচীল ডিঙ্গোয় আর কে ?

হীরা। ওঃ, আপনি! তা আপনি সাগর ডিঙ্গিয়ে, মর—পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে এখানে কার তত্ত্ব নিতে এসেছেন?

দেবে। যার ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান আছে, সে কি এমন গোলকুণ্ডার হীরা ছেড়ে নুড়িপাথরের তত্ত্ব করে?

হীরা। বটে, আমার ভাগ্যি ভাল ; কিন্তু আপনার এ অতি দুঃসাহস ; কেউ দেখতে পেলে আপনি মারা পড়বেন।

দেবে। যেখানে হীরা আছে, সেখানে আমার ভয় কি? তোমার কাছে একটু বস্‌বো?

হীরা। আমি কি মানা কর্‌তে পারি?

দেবে। (হীরার নিকট উপবেশন করিয়া) হীরে! তুমি কি সুন্দর! শুয়েছিলে, মুখে জ্যোৎস্না পড়েছিল—আ মরি মরি!

হীরা। (স্বগত) এ কি সত্যি? এ কি সত্যি? (প্রকাশ্যে) না, আপনি আমার জন্য আসেন নি।

দেবে। তবে কার জন্যে আসবো?

হীরা। তা আমি বুঝতে পেরেছি; কিন্তু যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাবেন না।

দেবে। পাব না কি? অনেকক্ষণ পেয়েছি; তার পাশে ব'সে আছি।

হীরা। আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হয়েছে, তা তো জানি নি। যা হোক—যদি আমার ভাগ্যই ফিরেছে, তবে যেখানে নিষ্কণ্টকে ব'সে আপনাকে দেখে মনের তৃপ্তি হয়, এমন স্থানে চলুন। এখানে অনেক বিঘ্ন।

দেবে। কোথায় যাব?

হীরা। যেখানে কোন ভয় নেই: আপনার সেই নিকুঞ্জবনে চলুন।

দেবে। তুমি আমার জন্য কোন ভয় করো না।

হীরা। যদি আপনার জন্যে ভয় না থাকে, আমার জন্যে ভয় করতে হয়, আমাকে আপনার কাছে কেউ দেখলে আমার দশা কি হবে ?

দেবে। তবে চল, কিন্তু হ্যাঁ দেখ—একটা ভাল কথা মনে এল, এলুম যদি, তোমাদের নতুন গিন্নীর সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে হয় না ?

হীরা। তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন কি ক'রে ?

দেবে। (নম্রভাবে) তুমি কৃপা করলে সকলই হয়।

হীরা। তবে এইখানে আপনি সতর্ক হয়ে ব'সে থাকুন; আমি তাঁকে ডেকে আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

দেবে। হুঁ হুঁ ঃ বেটী ! আমি দেবেন্দ্র দত্ত। কত কোহিনুর দরিয়ানুর দেখলুম, তুমি তো ব্ল্যাক্ ডায়মণ্ড। বেটী একেবারে গলায় পাথর বেঁধে ডুবেছে। সেই গান গেয়েই সর্ব্বনাশ করেছি আর কি ! আচ্ছা আচ্ছা, আগে আমার হরিণীকে ধরি, তার পর খরগোসটা আস্‌টার খবর নেওয়া যাবে, আগে কুন্দফুলের হার গলায় দোলাই, অনেক দিনের বুকেব জ্বালা ঠাণ্ডা হোক্, তখন না হয় হীরে, তোর পানেও ফিরে চাইব।

(দ্বারবান্‌গণের প্রবেশ)

নেপথ্যে। আরে কাহে জুতা খস্ খস করতা হ্যায়। তেওয়ারী, চুপসে চলো।

২য় দ্বার। হাঁ হাঁ, নেই তো চোর ভাগ যাগা।

দ্বারবান্‌গণ। হৈ !

দেবে। এ কি এ, ওঃ বটে, তোমার এই কারসাজি! আচ্ছা, থাক বেটী! তোমার সর্ব্বনাশ যদি না করি, তোমায় এর প্রতিফল না দিই তো আমি দেবেন্দ্র দত্ত নই। এখন তো পালাই— (পলায়নোদ্যত)

(দেবেন্দ্র ব্যতীত দ্বারবান্‌গণের এদিক ওদিক ভ্রমণ ও আপনা আপনি গোলমাল)

১ম দ্বার। আরে ওই ভাগা ভাগা।

[দেবেন্দ্রের প্রস্থান।

২য় দ্বার। তোম উল্লুক হ্যায়—পাকড়নে নেহি শেকা।

১ম দ্বার। আরে কেয়া জান্‌তা, হাম কাবুলকা লড়াইনে গিয়া।

৩য় দ্বার। হাঁ হাঁ—ডুলী লেকে।

১ম দ্বার। কেয়া জান্‌তা, হাম চৌবেদী হ্যায়! হামকা কাহার বোল্‌তা? মারে থাপ্পড়। তেরা গালপাট্টা উড়ায় দেয়।

৪র্থ দ্বার। হ্যাঁ হ্যাঁ, হনুমানপ্রসাদ। তোম্ তো জোয়ান্ হ্যায়ই হ্যায়।

১ম দ্বার। কেয়া কহে? দোনো হাতে সে লাঠী পাকড় লিয়া হ্যায়, ফিন্ চোরকো কিস্তর পাকড়ে? লৈকড়ি ঘুমানে জান্‌তা? এই— এসা—এসা—। চোর ভাগ যাগা? এসা এসা এসা।

[লাঠী ঘুরাইয়া সকলের প্রস্থান।

(হীরার পুনঃ প্রবেশ)

হীরা। হাঃ হাঃ হাঃ—ও মা, কোথায় যাব। নাগর আমার দৌড়—দৌড়—দৌড় ?—এক লম্ফ। বেশ হয়েছে; মুখপোড়া মিন্‌ষে, আমি তোমার বৃন্দেদূতী ? আমায় বলা হয় কুঁদিকে ডেকে দিতে? কুঁদি কেন, একেবারে বড় বড় কুঁদো ডেকে দিয়েছিলুম। মেড়ুয়াবাদী বেটারা যে কোন কাজের নয়, তাই ধরতে পারে নি, সে ভালই হয়েছে; দুই এক ঘা হয়েছে তো? আহা,—না না, তা হ'লে সে কোমল শরীরে বড় ব্যথা লাগবে! সে ব্যথা হীরের বুকেও বাজবে। মিন্‌ষে আমার আর লোক পেলে না—পাশে ব'সে আদর ক'রে আমার মন ভুলিয়ে শেষ বলে কি না ডেকে আন্‌তে! দেখা করিয়ে দিতে! নিপাত যাও—তুমি যাও বা না যাও, তোমার সেই অ দরের বিধুবদনী নিপাত যাক্।

(কুন্দের প্রবেশ)

কুন্দ। কিসের গোলমাল ? ও হীরে, কিসের এত গোলমাল হচ্ছিল ?

হীরা। যা হয় হোক্ না, সে খবরে তোমার এত কাজ কি ?

কুন্দ। আমি জেগেই ছিলুম, বাগানে কি হচ্ছে, তাই শুন্‌তে পেয়েছি।

হীরা। তা নীচে নেমে এলে কেন ? এত রাত্রে বৌ মানুষ ঘর ছেড়ে বাগানে কেন ?

কুন্দ। কেন হীরে রাগ কর্‌ছো ? আগে আগে যখন সেই তোমার

বাড়ীতে থাকৃতুম, তখন তো আমায় কত ভালবাস্তে; এখন আমার সঙ্গে অমন কর কেন ?

হীরা। কি আবার করেছি ? আমি অত ভালবাস্তে জানি নি; তুমি বড়মানুষের ঘরণী, তোমার ঢের ভালবাসা আছে, বোষ্টুমী আছে, আরও কত কি আছে।

কুন্দ। সে কি হীরে ?

হীরা। আমি দোষে খালাস হচ্ছি। দেওয়ানজীকে বলি গে যে, বাবুকে চিঠি লিখে পাঠান, তোমার এই সব আচরণের কথা তাঁকে জানিয়ে দেন। (প্রস্থানোদ্যত)

কুন্দ। (হীরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে) সে কি হীরে ! আমি কি করেছি ? তোর পায়ে পড়ি হীরে। তোর যা ইচ্ছে করিস্, আমি কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা—শ্রীশচন্দ্রের কক্ষ।

শ্রীশ ও কমল

শ্রীশ। না, সেই কাশী থেকে যা পত্র পেয়েছিলুম, তার পর আর আমায় কিছু লেখেন নি।

কম। কাশী থেকে মধুপুর কত দূর ? পৌঁছিতে ক'দিন লাগে ?

শ্রীশ। সে সময় উত্তীর্ণ হয়েছে; তিনি এখন হয় মধুপুরে আছেন,

বৌ একটু সবল হবার অপেক্ষা করছেন, না হয়, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গোবিন্দপুরে আসছেন কি এসেছেন।

কম। বৌ রক্ষে পাবে তো? ব্রহ্মচারী ঠাকুর কি বল্লেন?

শ্রীশ। তিনি বল্লেন যে, কবিরাজ বলেছেন, প্রাণের আর আশঙ্কা নেই, এখন শুধু দৌর্ব্বল্য; তাও শারীরিক অপেক্ষা মানসিক অধিক। যাঁর আশা করছেন, তাঁকে দেখতে পেলেই শীঘ্র আরোগ্যও হবেন।

কম। তাই হোক্, মাগী একবার বাড়ী আসুক না, আমার এক পেট বকুনি জমে রয়েছে; কখন দেখেন নি, এইবার ননদনাড়া দেখিয়ে দেবো।

শ্রীশ। তা দেখিও, আমারও বড় সাধ যে, তুমি একবার কোমর বেঁধে ঝগড়া কর, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

কম। কেন, তোমার সঙ্গে তো ঝগড়া করি, তাতে কি সাধ মেটে না?

শ্রীশ। না, সে কেমন জম্‌তে জম্‌তে জমে না; আর আমি হলুম একটা পুরুষমানুষ, আমার সঙ্গে তুমি পারবেই বা কেন?

কম। পারি কি না দেখবে?

শ্রীশ। খাওয়া-দাওয়ার পর; আমি বাল্যকাল থেকেই একটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আহারের আগে কারুর সঙ্গে ঝগড়া করবো না, কায়স্থের প্রতিজ্ঞা অটল অচল।

কম। তবে আমি শীঘ্র খাওয়ার উদ্যোগ করি গে। আমার ভারি ঝগড়া পাচ্ছে।

শ্রীশ। এখনও বেশী রাত হয়নি ; বসো না একটু।

কম। না, তা হ'লে তোমার ক্ষিদে প'ড়ে যাবে।

[প্রস্থান।

শ্রীশ। (একখানি পত্র পাঠ করিতে করিতে) হুঁ, মুখুয্যে লিখেছে বটে, রিবিলগঞ্জ তিসি আজকাল মোকামেই চার টাকা চার আনা, চার টাকা ছয় আনা, তা হ'লে এখন দিনকত সওদা বন্ধ রাখাই ভাল। আর তিসিতে এবারেও বড় সুবিধা নেই ; ওর চেয়ে কুসুমফুলটা সাপটে কিন্‌লে পরে "এভারেজে" লোকসান দাঁড়াবার ভয় নেই।

(নগেন্দ্রের প্রবেশ ও উপবেশন)

এ কি ! তুমি ~~এলে?~~ সব ভাল তো ? ~~ইনি কই?~~ গোবিন্দপুর গেছ্‌লে ? ~~সেইখানেই আছেন?~~ কথা কচ্ছ না যে ? তোমার চেহারা এমন কেন ? হাঁটু অবধি ধুলো ! হেঁটে আস্‌ছো না কি ?

নগে। হুঁ।

শ্রীশ। অমন ক'রে রয়েছ কেন ? কি হয়েছে বল, তোমায় নীরব দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, বল, মধুপুর গিয়েছিলে ?

নগে। গিয়েছিলুম।

শ্রীশ। ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নি ?

নগে। না।

শ্রীশ। ইনি কোথায় ? বৌ ?

নগে। (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশকরণ)

শ্রীশ। সে কি ?

নগে। হাঁ, স্বর্গে, নৈলে কোথায় সে আবার? তুমি স্বর্গ মান না? আমিও মান্‌তেম না। কিন্তু এখন মানি, নৈলে কোথায় সে আমার? সূর্য্যমুখী নেই! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হ'তে প্রিয়তমা আমার একেবারে বিলীন হয়ে গেছে! তার ছায়া পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে! এ কথা আমি চিন্তা কর্‌তে পারি নি। আর দেখবার আশা নেই, পাবার আশা নেই। ইহলোক ত্যাগ ক'রে গিয়ে যুগযুগান্তরেও কখনও অভিমনিনীর পদ-প্রান্তে প'ড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পাব না, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না! শ্রীশ! শ্রীশ! এ কথা আমার সহ্য হয় না। অবশ্য স্বর্গ আছে! বল স্বর্গ আছে, সেইখানে সূর্য্যমুখী আছেন, নৈলে সে আমার কোথায়?

শ্রীশ। এ কি! আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি তো; যাক, এখন কাপড়চোপড় ছাড, ঠাণ্ডা হও; তার পর সব শুন্‌বো। আমি আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

নগে। (পদচারণা করিতে করিতে) ঠাণ্ডা হব, তাই তো চাচ্ছি। এখন দিন দিন সেই দিন গণনা করাই আমার কার্য্য। কবে একেবারে ঠাণ্ডা হব। তার কাছে যাব? হা মূর্খ! স্পর্দ্ধা তো কম নয়, তার কাছে যাবি কি রে? সেই নির্ম্মল প্রেমের প্রতিমা, পরের সুখের জন্য আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে যেখানে গেছে, পত্নী-হত্যাকারী পাপী তোর কি সাধ্য যে সেখানে যাস্‌! অমরায় কমলা সনে যে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি

এখন চির-শান্তির আনন্দে বিরাজ কচ্ছে, তার পানে চাবার তোর আর কি অধিকার?] প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! সূর্য্যমুখী আমার গৃহ ত্যাগ ক'রে অবধি যে যে কষ্ট ভোগ করেছেন, আজ থেকে যে ক'দিন বাঁচবো, আমিও সেই কষ্টে কালাতিপাত কর্‌বো, পদব্রজে ভ্রমণ, কদন্ন ভোজন, বৃক্ষতলে বা পর্ণাবাসে শয়ন, আর যেখানে যেখানে অনাথা স্ত্রীলোক দেখবো, তাদের দুঃখমোচন, এই জ্বালাময় জীবনে আমার একমাত্র ব্রত। [যে বিষয়-সম্পত্তি সতীশকে দিয়ে যাব—তারও অর্দ্ধেক সে অনাথা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় কর্‌বে—অন্ততঃ যত দিন আমি বেঁচে থাকবো। ভাল, পাপের যেন প্রায়শ্চিত্ত হ'লো, কিন্তু দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কই?]

(জলখাবার হস্তে শ্রীশের প্রবেশ)

শ্রীশ। কি করছো? ওগুলো ছাড়লে না? তা থাক, একটু মুখে জলটল দিয়ে এইখানে এসে বসো দেখি।

নগে। (বিরক্তভাবে) আঃ!

শ্রীশ। তোমার ভগ্নীর সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বে না? তিনি শুনেই আছাড় খেয়ে পড়েছেন, সতু কাছে ব'সে কাঁদছে; তাকেও কোলে নেন নি; এস, কিছু মুখে দাও; তার পর চল বাড়ীর ভেতর যাই।

নগে। [খাব বই কি! কিন্তু এখন নয়; সূর্য্যমুখীকে খেয়েছি, আগে তাকে জীর্ণ করি, তার পর তো অন্য খাবার খাব।

শ্রীশ। ছি, নগেন বাবু! যদিও এ সর্ব্বনাশ ঘটে থাকে, তোমার মত পুরুষের কি ধৈর্য্যহারা হওয়া উচিত?

নগে। ভারি উচিত কাজ সব ক'রে আসছি, তাই এটা অনুচিত দাঁড়াচ্ছে, না? এখন বসো, আমি যা বলি, মন দিয়ে শোন। তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা আছে।

শ্রীশ। বল, শুন্‌ছি।

নগে। আমি মধুপুরে গিয়েছিলেম, তা তোমায় বলেছি কি?

শ্রীশ। হাঁ, বলেছ।

নগে। যে ঘরে সূর্য্যমুখী আশ্রয় পেয়েছিল, আগুন লেগে সে ঘর পুড়ে গেছে—তাও বলেছি?

শ্রীশ। কৈ, না, সে কি?

নগে। ঘর পুড়েছে, শুধু সে ঘর পোড়েনি—তার সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বস্ব পুড়েছে! গোবিন্দপুরের লক্ষ্মী ভস্মীভূত হয়েছে! নগেন্দ্র দত্তের ইহকাল পরকাল সেই হুতাশনে দগ্ধ হয়েছে! ওহো হো হো, এমন স্ত্রীকে হত্যা করলুম! সূর্য্যমুখীকে বধ করলুম! ফাঁসী-কাষ্ঠে লম্বমান কোন্ হত্যাকারী নগেন্দ্র দত্তের মত নৃশংস? নগেন্দ্র দত্তের মত পাপী?

শ্রীশ। তুমি কি সত্যই এ কথা শুনেছ? নিশ্চয় এ সংবাদ পেয়েছ? গৃহে অগ্নি লাগলে তিনি পলায়ন ক'রে রক্ষা পেতে পারেন, এমনও তো হ'তে পারে!

নগে। কেন প্রবোধ দাও? কেন আশা দাও? কারে ভোলাও? ছি ছি! শ্রীশ! তুমিও নিষ্ঠুর হ'লে? আমি তোমার কি করেছি?

শ্রীশ। রাগ করো না ভাই! বলছিলুম, এটাও তো সম্ভব।

নগে। জগতে সকলই সম্ভব, কেবল সূর্য্যমুখী বেঁচে আছে, এইটে অসম্ভব। তা হ'তে পারে না, তা যদি হয়, তা হ'লে আমি যে আবার সুখী হব। যে ঘোর পাতক করেছি, আমার সুখী হওয়া আর সম্ভব নয়। যে সদাশয় বৈদ্য তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন, অনুসন্ধানে আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেম।

শ্রীশ। বটে বটে, তার পর?

নগে। ওহো, বহু বহু—বহু পুণ্যফলে পেয়েছিলেম, কেন পাতক করলেম? কেন হারালেম?

শ্রীশ। বৈদ্য কি বললেন?

নগে। এঁ্যা, কি বলছো?

শ্রীশ। বৈদ্য কি বললেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

নগে। আর কি বলবেন? বললেন—রোগ প্রায় আরোগ্য হয়েছিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই পাপিষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন; —ওহো হো হো—আরাধনার ধন আমার, এমন স্ত্রী আর কে পায়? বানর আমি—সইবে কেন? মুক্তার হার ছিন্ন ক'রে হুতাশনে ফেললেম।

শ্রীশ। নিশ্চয় সংবাদটা কি শুনলে, বল না।

নগে। আবার কি শুনবো, গৃহে আগুন লাগে। যার ঘর—সেই হরমণি কোথায় পালিয়ে গেছে, রোগক্লিষ্টা ক্ষীণাঙ্গী আমার বেড়া আগুনে পুড়ে মরেছেন, স্ত্রীলোকের দগ্ধ দেহও অঙ্গারমধ্যে

দেখা গেছলো। সূর্য্যমুখীর মৃত্যু – এমনি ক'রে, এমন অবস্থায়।
ওহো হো হো, ওহো হো হো! (গলা টিপিয়া ধরুণ)

শ্রীশ। (হস্তধারণ করিয়া) কি কর, শোন বলি, তোমার সঙ্গে পথে ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ হয় নি?

নগে। না, তিনি কোথায়?

শ্রীশ। কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে তাঁর রাণীগঞ্জে সাক্ষাৎ হওয়া উচিত ছিল।

নগে। রাত্রে আমি রাণীগঞ্জে ছিলেম না। তুমি ব্রহ্মচারীর কথা কিরূপে জান্‌লে?

শ্রীশ। তিনি এখানে এসেছিলেন; সেই ব্রাহ্মণ সত্যই মহাপুরুষ; পত্রের উত্তর না পেয়ে, আর তোমার মধুপুর যাওয়ার বিলম্ব দেখে তিনি স্বয়ং গোবিন্দপুরে এসেছিলেন, সেখানে তোমার কাশীতে থাকার কথা, আর তাঁর পত্র তোমার কাছে তথায় পাঠান হয়েছে শুনে তিনি পুরুষোত্তমে যাত্রা করেন, প্রত্যাবর্ত্তনকালে আবার গোবিন্দপুর আসেন, সেখানে আমার কাছে তোমার সংবাদ পেতে পারেন জেনে এখানে এসেছিলেন।

নগে। কি বল্‌লেন? কি বল্‌লেন? তার পর? তার পর?

শ্রীশ। তুমি কাশী হ'তে মধুপুরযাত্রা করেছ ব'লে আমায় যে পত্র লিখেছিলে, সে পত্র তাঁকে দেখালেম। তিনি তৎক্ষণাৎ আবার তোমার উদ্দেশে মধুপুরযাত্রা করলেন। রাণীগঞ্জে থাকলে তোমার সঙ্গে দেখা হ'তে পারতো।

নগে। বল বল, তাঁর কাছে কি শুনলে বল। বল, আমার প্রাণাধিকার

সাক্ষাৎ তিনি কোথায় কিরূপে পান? সূর্য্যমুখী আমার কত কষ্ট পেয়েছিলেন বল। কি শুন্‌লে, বল।

শ্রীশ। আজ থাক, কাল শুনো; আর এখন সে কথা শুনেই বা ফল কি!

নগে। ফল কি? কি জানবে তুমি শ্রীশ! আশীর্ব্বাদ করি, যেন কখনও জানতেও না হয়; বুঝছো কি—কি রত্ন আমি হারিয়েছি? সূর্য্যমুখী আমার কি ছিল—জান কি? সে আমার সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী; আমার সূর্য্যমুখী—কার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার, আমার নয়নের তারা, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব।

শ্রীশ। নগেন বাবু, নগেন বাবু!

নগে। দেখ, দেখ, ঐ চেয়ে দেখ। ঐ আমার রাজরাণী রত্ন-সিংহাসনে ব'সে রয়েছেন। শীতল সুগন্ধময় পবন ঐ অলকদাম দোলাচ্ছে; দেখ, দেখ, পুষ্পময় বিহঙ্গগণ চারিদিকে বীণার গান কচ্ছে। চারু পদতলে ঐ শত শত কোকনদ ফুটে রয়েছে; ঐ দেখ, সিংহাসন-চন্দ্রাতপে শতচন্দ্র উদয় হয়েছে। উহুঃহুঃহুঃ, আর আমি কোথায়? আমি কোথায়? এ কি অন্ধকার! দয়াময়ি! আনন্দদায়িনি! সতি! দয়া কর, রক্ষা কর; অসুরের বেত্রাঘাত আর সহ্য হয় না। আহা আনন্দময়ী—ক্ষেমঙ্করী আমার! আমায় ক্ষমা করেছেন; চম্পকাঙ্গুলি হেলনে আমার পীড়ন বারণ কর্‌ছেন; চাও চাও সূর্য্যমুখি! করুণা-নয়নে চাও।

শ্রীশ। (গদগদস্বরে) নগেন বাবু! নগেন! ভাই! তোমার এ অবস্থা দেখে প্রাণ যে আমার ফেটে যাচ্ছে; কমল দেখলে যে আত্মঘাতিনী হবে; ভাই, কথা কও, আমার সঙ্গে কথা কও, কমলকে দেখবে এস।

নগে। (শ্রীশের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) শ্রীশ রে ভাই! কি হলো, কি হলো, ও হো! কি হলো, কি হলো! কি হলো! কি করলুম? কাকে হারালুম?

শ্রীশ। আঃ বাঁচলেম, এতক্ষণে চোখে জল এসেছে; যে শোকে রোদন নেই, সে সাক্ষাৎ যমের দূত।

নগে। শ্রীশ! বসো, আমি আস্‌ছি।

শ্রীশ। কোথায়?

নগে। আস্‌ছি, বসো—খানিকটা রাস্তায় ঘুরবো।

শ্রীশ। চল, আমিও সঙ্গে যাই।

নগে। না—না, দেখি লোকের গোলমালে ভুলতে পারি কি না? ভুলবো!—হাঃ হাঃ হাঃ! কারে ভুলবি রে পাগল? হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান।

শ্রীশ। কি হবে? উপায় কি হবে? সূর্য্যমুখী নেই, নগেন্দ্রের এই দশা; কমল আমার ধূলায় প'ড়ে কাঁদ্‌ছে; কোন্‌ দিক দেখি, কারে দেখি!

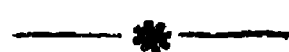
(সতীশকে কোলে লইয়া কমলের প্রবেশ)

কম। দাদা গো, বৌকে কোথায় রেখে এলে দাদা?

শ্রীশ। কমল, কমল, কমল আমার! তুমি এমন কর্‌লে আমিও যে উন্মাদ হবো।

(স্ত্রী-পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরণ ও চক্ষের জল মুছান)

পঞ্চম অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক

দেবেন্দ্রের প্রমোদ-কক্ষ

হীরা

(গীত)

স্থান দিও চারু চরণে।
প্রিয় সখা রব দাসী জীবনে মরণে॥
জনম অবধি আমি চাহি ভালবাসা,
মেটেনি গো আশা শুধু বেড়েছে পিপাসা,
প্রাণ বেঁধে বেঁধে তবু রাখিনু গোপনে॥
অনঙ্গ মোহিল শেষে চিত্ত-পতঙ্গ,
করি কণ্ঠহার পরি ধরিয়ে ভুজঙ্গ,
সখা সুখ সঙ্গে মাতি প্রেমরঙ্গে,
দহি দারুণ দহনে ;—
কৃপণের ধন আছিল গোপন,—
দিনু চোরে ধ'রে নিজ যতনে॥

সেই নিকুঞ্জবন, সেই সাজান ঘর, সেই ফুলের বাসভরা বাতাস, সেই আমি,—সেই দেবেন,—তবু তেমনটা আর হয় না কেন?

প্রথম মিলনের রাত্তির, সেই সুখের নিশি আর এলো না। সে যেন সোনার স্বপন! রাজকন্যার রূপকথা, অনেক দিনের পোষা আশা, তার উপর মদের নেশা, দুজনে গলা মিলিয়ে গান। গানে প্রেমের তুফান, প্রাণের কূল ভেঙ্গে উথলে উঠছে! সে গানে ভালবাসা, আলাপে ভালবাসা, বাতাসে ভালবাসা, ফুলের বাসে ভালবাসা; ভালবাসায় যেন এই বাগান ভরপুর, পৃথিবী ভরপূর; প্রথম রাত্তিরে এই সুখের পর তেমনটি আর হয় না। তবে কি ভালবাসা ফুরিয়ে যায়? না, কই, আমার তো ফুরায় নি; ফুরাবে কি—বরং বাড়ছে, না দেখলে পাগল হই, তবে প্রাণের ভেতর ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে কেন? ভুললুম কি? যা চেয়েছিলুম, তা পেলুম না কি? অবশ মন শেষটা কি ঠোক্‌লো! দিলুম অমূল্য রতন, পেলুম কি কাণাকড়ি?

(দেবেন্দ্রের প্রবেশ)

দেবে। (স্বগত) ইস্! এই যে এসে ব'সে আছেন, ভারি নেওটো দেখতে পাই। (প্রকাশ্যে) কি?

হীরা— (গীত)

এলো এলো নটবর রমণীমোহন অই।
কোথায় বল বসাই তারে নাই কো আসন হৃদয় বই॥
নবীন বসন্ত আজি পৌর্ণমাসী তিথি,
প্রেম-কুঞ্জদ্বারে ওগো দাঁড়ায়ে অতিথি,
কি দিয়ে করিব প্রীতি পিরিতীর রীতি শিখিনি তো সই।
এই মধুবনে যৌবন বিনে অন্য ধন কই?

দেবে। ভারি স্ফূর্ত্তি যে ? (মদ্যপান)

হীরা। ও মোহন মূর্ত্তি যখনি দেখি, তখনি তো আমার স্ফূর্ত্তি হয়।

দেবে। বা রসিক-রতন, অনুপ্রাসের ছটা ফোটাচ্ছ যে ?

হীরা। ঠাট্টা হচ্ছে, এরি মধ্যে আমার গানে অরুচি হলো ? কথা তেতো লাগছে ?

দেবে। কি জান—কচি আমের ঝোল নতুন নতুন একটু ভাল লাগে, তার পর বাকৃড়া হ'লে কি আর চলে ? দাঁত ট'কে ওঠে; তখন ঢেঁকিতে পেড়ে কাসুন্দি কুটতে হয়। (হীরা অধোবদন) কি, বুকে বেজেছে ? মান হলো না কি ?—(সুরে)

কব মান মানিনী লো রাই।
আমি যতন ক'রে কুলো ভবে
মানের গোড়ায় দেব ছাই ॥

হীরা। (কাতরভাবে) দুঃখিনী দাসীর প্রাণে ব্যথা দিয়ে আজ তোমার কি আমোদ হচ্ছে ?

দেবে। পাঁড়েকে দিয়ে আমার পিঠে লাঠী হাঁকৃরে তোমার যে আমোদ হয়েছিল ?

হীরা। আপনাকে ভালবেসে আমি উন্মত্ত হয়েছিলুম, ভাল-মন্দ বিবেচনা ছিল না। কিন্তু সে কাজ ক'রে পরে তো কত কষ্ট পেয়েছি; তোমাব কাছেও তো তার জন্য পায়ে ধ'রে ক্ষমা চেয়েছি।

দেবে। আমিও দিন কতকের জন্যে ক্ষমা করেছিলুম, কিন্তু কালশিরার দাগটা আজও পূরো মিলোয় নি। সে যাক্, আজ ফিরে দেখ, শরীরটে খারাপ আছে; আজ কিছু ভাল লাগছে না।

হীরা। কি অসুখ করেছে—শোও, আমি একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দেই।

দেবে। ভারি আত্তি্য যে? যাও যাও; যত ভালবাস, তা জানি।

হীরা। কেন, আর আমি কি দোষ করেছি?

দেবে। ভাল যদি বাসতে, তা হ'লে আমি যাতে সুখী হই, তা করতে।

হীরা। কিসে সুখী হও, কি করবো বল? দেখ, আমি ছেলে-বেলায় বিধবা হয়েছিলুম, স্বোয়ামী কি, তা জানি নে, কত লোকে কত প্রলোভন দেখিয়েছে, তবু রমণীর অমূল্য ধন অতি যতন ক'রে রেখেছিলুম; যে দিন প্রথম তোমায় এই ঘরে দেখি, সেই দিনই আমি প্রাণ হারিয়ে যাই। তবু আপনাকে ঠিক রেখেছিলুম, এক দিন অসাবধানে মন খুলে গেছলো; মনে মনে যে তোমার দাসী হয়েছি, তা তোমায় ব'লে ফেলেছিলুম। তবু মনে আছে তো, তুমি আমায় স্পর্শ করতে পার নি; কিন্তু শেষ রাখতে পারলুম না; তোমার মধুর কথায় ভুললুম; ভুললুম কি? ভুলেছি কি? সবই কি মিথ্যে?

দেবে। হীরেমন! বেম্মগিরি ছাড়া আর তারা মাষ্টার মরা অবধি আমি বক্তৃতা করিও নি, বক্তৃতা শুনিও নি, তুমি ঝাড়া এক ঘণ্টা লেক্চার দিলেও আমার কাছে একটা হাততালি পাবে না।

হীরা। ছিঃ, তুমি প্রেমিক পুরুষ, স্ত্রীলোকের প্রাণ নিয়ে—ভালবাসা নিয়ে ব্যঙ্গ করলে তার কত লাগে, তা কি বোঝ না?

দেবে। বুঝি নি? আমি বুঝি নি তো বুঝে কে? নারীতত্ত্বে দেবেন্দ্র দত্ত সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ—কি?—কি আর সাক্ষাৎ দেবেন্দ্র দত্ত!—(সুরে)—

আমারই তুলনা আমি, উপমা কোথায় আর!
ওলো হীরেমণি! গরবিণী ধনি! ফণী লয়ে খেল,
নাহি জান আত্মসার ॥

হীরা। তোমার আজ বেশী নেশা হয়েছে, আমি চল্লুম।

(প্রস্থানোদ্যত)

দেবেন্দ্র। (গীত)

যাও যাবে চ'লে যাও ক'রে অভিমান!
দিয়েছিলে ভালবাসা দাও তারি প্রতিদান ॥
ওগো প্রাণাধিকা তোরে কি কব অধিক,
বোঝ নাকো রসিকতা ধিক্ ধিক্ ধিক্,
আমি মদে এখন মাতোয়ারা দিগ্বিদিক কি আছে জ্ঞান।
এখন যাও দেখি কেমনে যাবে আঁচল ধ'রে দিচ্ছি টান ॥

হীরা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

দেবে। আমার ধন্‌ধন্‌টা হীরেমনটা, তোমায় আমি কত ভালবাসি, তা কি জান; খালি মিষ্টি খেতে খেতে মুখ ম'রে আসে, মাঝে মাঝে একটু ঝালটা টক্‌টা জিবে ছোঁয়াতে হয়, একটু আধটু সখের ঝগড়া হলো প্রেমজ্বরের জোলাপ। বসো—বসো, পাগ্‌লী আমার, রাগ করেছো, দুশো আদর করছি, একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি।

হীরা। ছেড়ে দিন না, আমি গরীব দাসী; আপনি বড়মানুষ, সখ হয়েছিল, দু'দিন খেলা করলেন, এখন ছুড়ে ফেলে দেবেনই তো; নইলে আপনার বড়মানুষী বজায় থাকে কোথায়?

দেবে। (কৃত্রিম অভিমানে) বেশ, বেশ—ভাই, বেশ! এ জন্মটা তোমার দোষ কি, আমারই কপাল, খালি জ্বলতেই এসেছিলুম, বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে কখন আদর-যত্ন পেলেম না; আমার প্রাণভরা ভালবাসা দেবার উপযুক্ত পাত্রীও আর কোথাও দেখলেম না. শেষ মদের বোতলের সাহায্যে মরণের শীঘ্র আগমন প্রতীক্ষা করছিলেম। ভাগ্য শেষ তোমায় মিলিয়েছিল; ভাবলেম—ভালবাসা দিয়ে ভালবাসা পেলেম;—এতদিনে সুখী হলেম। তা তুমিও দেখছি সবার মতন। এই না বলছিলে, তুমি আমায় ভালবাস? আমি যাতে সুখী হই, তাই করতে পার? আর কাজ নেই, ঢের হয়েছে। যাকে দেখলে তুমি নিজে সুখী হও, তার কাছে যাও। আমার বোতলে ব্রাণ্ডী আছে; নদীর ধারে শ্মশান আছে।

(বোতল ধরিয়া মদ্যপানে উদ্যত ও হীরার বোতল কাড়িয়া লওন)

হীরা। কি কর, কি কর; মাথা খাও, আমার মাথা খাও, আমি কোথাও যাব না; এই তোমার কাছে বসলুম; ছি, লক্ষ্মী! আজ আর খেও না।

দেবে। আমি যাতে সুখী হই, তা করবে?

হীরা। তা আবার জিজ্ঞাসা করছো? বোঝনি যে, হীরেতে আর হীরে নেই; তোমায় সুখী করা ছাড়া তার জীবনে আর কাজ নেই।

দেবে। বেশ বেশ প্রিয়তমা! আমি যা করি, তা করি; তোমায় কখন ছাড়বো না, কিন্তু একটা দিনের জন্য আমার একটা কথা রাখতে হবে।

হীরা। কি ?

দেবে। এই—এই—কুন্দের সঙ্গে একবার আমার দেখাটা করিয়ে দিতে হবে।

হীরা। (সরোষে দাঁড়াইয়া) কি !

দেবে। ও বাবা ! ফণিনী ফণা তুলেছেন ! দেখো যেন দংশো না। ও সব ঢং ঢাং আমার ঢের দেখা আছে ! বাবা ! একটা স্পষ্ট কথা শোন, যদি আমায় চাও তো কুন্দকে দাও ; নইলে ঐ দোর খোলা আছে, সোজা পথে চ'লে যাও।

হীরা। পাপিষ্ঠ,—লম্পট !

দেবে। (ব্যঙ্গস্বরে) পুণ্যবতী, সাবিত্রী, সতী !

হীরা। হতভাগা ! যে চণ্ডীমণ্ডপে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তা পুড়িয়েছিস্, এখন তারই ছাইয়ের উপর দাঁড়িয়ে নাচ্‌তে চাস্ ? সত্যই তো আমি পুণ্যবতী সতী ছিলাম ; কে আমার এমন দশা কর্‌লে ? ছোট লোক ! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এখন হাসছো ? যদি ধর্ম্ম থাকে—

দেবে। তা হ'লে হীরেমণি তুড়ি দেওয়া মাত্র এখানে এসে হাজির হবেন।

হীরা। বিধেতা ! তুমি যদি সত্যি হও, এর ফল যেন ফলে, সত্ত সত্ত ফলে, যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, সে যেন দুটি চক্ষের মাথা খায়। হাতে-মুখে কুড়িকুষ্ঠ মহাব্যাধি বেরোয়, সর্ব্বস্ব ছারেখারে যায় ; তার ঘরের পরিবার যেন বাজারে গে—

দেবে। চোপরও হারামজাদী ! শোন্ ছোটলোক দাসী ! তুই

কি মনে করেছিলি—যে নগেন্দ্র দত্তের পরিবারের পা টেপে, তাকে আমি আদর ক'রে আপনার পাশে গদিতে বসিয়েছিলুম শুধু ভালবাসার জন্যে? আমার শয্যায় চাকরাণীকে স্থান দিয়েছিলুম তার প্রেমের পিপাসায়? না, যে দিন তুই আমার অপমান করেছিলি—সেই দিনই তোকে প্রতিফল দেব প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, ধরিয়ে এনে দরওয়ান দিয়ে জুতো খাওয়াতেম। কিন্তু চাকরাণীর তাতে আবার অপমান কি? তোর বড় গরব হয়েছিল, সেই গরবে আগুন দিলুম; স্ত্রীলোকের যার চেয়ে আর শাস্তি নেই, সেই শাস্তিই তোকে দিয়েছি; এখন যা, নরকে গে দোকান খুল্ গে। এর আগেই তোকে দূর করতেম, কিন্তু তোর সাহায্যে কুন্দকে পাব, সেই আশাতেই তোর নীচ সঙ্গ এত দিন সহ্য করেছি। এখনও যদি কুন্দকে দিতে পারিস্, তবে কিছু কিছু মাসহারা পাবি।

হীরা। ভিক্ষে যদি করতে হয়, ভিক্ষে চাইতে গিয়ে যদি লাথি খেতে হয়, পিপাসায় ছাতি ফেটে যদি মরতে হয়, তা হ'লেও তোর পুকুরের এক গণ্ডূষ জল খেয়ে আমি প্রাণ রাখ্‌বো না। আমি দাসী বটে, চাকরাণী বটে, পরের পা টিপে অন্ন করি বটে, কিন্তু এক দিন এই গদীতে বসিয়ে এই দাসীর,—এই চাক্‌রাণীর এই পায়ে মাথা রেখে তুই হতভাগা বলেছিলি—মনে নেই—বলেছিলি—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্"

দেবে। কাজ, কাজ, কাজ রে ছোটলোক—আপনার কাজ নেবার জন্য দেবেন্দ্র সবার পায়ে ধরতে পারে। এখন কাজ ফুরিয়েছে, আর আবশ্যক নেই—আশা নেই—আজ তার নিজের পদপল্লব উদার হয়েছে, পেত্নী তো অমনি যায় না, কিছু দান নিয়ে যায়,—এই নে—(পদাঘাতকরণ)

হীরা। পুরুষ! তোমার পায়ে শক্তি আছে বটে, আপনার ঘরে স্ত্রীলোককে লাথি মারতে পার, শক্তি বটে! আমারও ঠিক হয়েছে! চললুম, আর এক দিন দেখা কর্‌বো। মনে থাকে যেন —আর এক দিন দেখা কর্‌ব—যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ কর্‌বে, তখন আর একবার হীরেকে দেখবে।

[প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। (গীত)

আমার খাঁচার পাখী গেল উড়ে, থুয়ে দুটো লম্বা ঠ্যাং।
আর শেয়ালগুলো গাচ্ছে খেয়াল, তান ধরেছে কোলা ব্যাং॥
ছি ছি এমন ক'রে কি প্রেম করে সই,
ডাল দিলে, ডাল্‌না দিলে, দিলে নাকো শুকো দই,
তাইতে এবার গাজন বন্ধ চড়কতলায় ছ্যাড্যাং ড্যাং॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গ্রাম্য পথ

হীরার আয়ী ও বালকগণ

বা-গণ। হীরের আয়ী বুড়ী, গোবরের ঝুড়ী!

হী-আ। আবাগীর ব্যাটারা! ব্যাটাদের জ্বালায় রাস্তায় বেরুবার যো নেই; গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও; মরণের আর জায়গা নেই; আমার পেছনে লাগতে এয়েছেন!

বা-গণ। হীরার আয়ী বুড়ী।

হী-আ। ও হতচ্ছাড়া ব্যাটারা—ও যমের অরুচিরে! তোদের মা-বোন্ বুড়ী হবে না, তোদের বাপ-খুড়ো বুড়ী হবে না? সীঁতের সিঁদুর ঘুচবে না? হাতের নোয়া খস্‌বে না? ঘর-দোর বাঁশের আগুরা ছাই-ছেগুরা হবে না? সাত পুরুষ নরকে ডুববে না?

বা-গণ। হীরার আয়ী বুড়ী, গোবরের ঝুড়ী, হাঁটে গুড়িগুড়ি, দাঁতে ভাঙ্গে নুড়ী, কাঁঠাল খায় দেড় বুড়ী।

হী-আ। নির্ব্বংশে যা—নির্ব্বংশে যা; ঝাড়ে-বংশে তেঁতুলতলার ঘাটে যা। হারামজাদীরে ঘরে ঘরে ব'সে ব'সে ভাবন কচ্ছেন, আর ছেলের পাল রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছেন! কেন রে ওলাউঠোরা, আমি তোদের করেছি কি? মাসী-পিসীর বুকের ওপর ভাতের হাঁড়ি উলিয়েছি, না ভিটেয় পুকুর কেটেছি? পোড়া যম মরেছে, আমার এতগুলোকে নিলি, আর এই আঁটকুড়ীর ব্যাটাগুলোকে নিতে পারিস নি? এই—এইবার হয়েছে—

বাবুর বাড়ীর দরওয়ানরা আসছে—এইবার তোদের ছেরাদ্দি কর্‌ছি— (দ্বারবান্দ্বয়ের প্রবেশ)
ও বাবা পাঁড়ে ঠাকুর! দে তো বাবা! তাড়িয়ে দে তো, এই ছেলের পাল তাড়িয়ে দে তো; দে বাবা! তোদের ভেড়ীর পাল ভাল থাকবে। এই তো বাবা সিঙ্গী, তুমি তো আমায় চেন? আমি হীরের আয়ী; একটা বাঁশের বাড়ি মার না ব্যাটাদের মাথায় এক এক ঘা বাবা!

১ম-দ্বা। কেয়া হুয়া রে বুঢ়ঢি? কেয়া বকর বকর করতা?

হী-আ। মকর-মা কি আর আছে; সে থাকলে কি এই ওলাউঠোবা আমার পেছোনে লাগতে পার্‌তো? ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিত; দে বাবা তোদের পায়ের ঐ ঘাগরাপাট্টা খুলে ব্যাটাদের পিঠে পটাপট বসিয়ে দে, সগু যমের বাড়ী যাক্।

বা-গণ। হীরের আয়ী বুড়ী, গোবরের ঝুড়ী।

দ্বা-দ্বয়। তেরি লেড়কেকো এ্যায়সি ত্যায়সি। (তাড়াকরণ)

দ্বি-বা। রামদীন পাড়ে, বেড়ায় লাঠী ঘাড়ে, চোর দেখলে পালায় পুকুরপাড়ে।

১ম-দ্বা। হামকো জান্‌তা নেহি? এক ডাণ্ডাসে বিশ পঁচিশ লেড়কাকো মার ডাল শেক্তা।

২য়-দ্বা। খাড়া রও; ভাগো মৎ।

বা-গণ। লাল চাঁদ সিং নাচে তিড়িং মিড়িং।
ডাল-রুটীর যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম॥

[বালকগণের প্রস্থান।

হী-আ। পালালি কেন? পালালি কেন? ও গুওটারা, মলি নি? তোদের মুখে আগুন দিতে পেলুম না? তোদের পিণ্ডি চট্‌কাতে পেলুম না? তেঁতুলতলার ঘাটে রেখে আসা হলো না? বাড়ী গে মর। বাড়ী গে মর। ধড়ফড়িয়ে মর। তোদের সাত-পুরুষ মরুক।

১ম-দ্বা। দেখা, বুঢ়টি, হিম্মৎ দেখা? এ তেরা বাঙ্গালী নেহি।

২য়-দ্বা। হাঁ হাঁ, চিঙ্গড়ী মছলি খানেওয়ালা নেহি, পচ্ছিমকো রহেনেওয়ালা; ডন গিরাতা, মুগুর ফিরাতা, ডাল-রুটী খাতা।

হী-আ। তা খাও বাবা, জন্ম জন্ম খাও, আশীর্ব্বাদ করি, ঐ ডালরুটী খেতে খেতেই মর। অড়রডাল খেতে খেতে যেন তোমাদের ওলাউঠো হয়। এস বাবা এস, সোনার চাঁদ বাবা! যেন নাইতে কেশটি না ছেঁড়ে, যেন দাড়িতে আগুন ধরে।

২য়-দ্বা। বুঢ়টি বড়া ভালা আদমী।

[দ্বারবান্‌দ্বয়ের প্রস্থান।

হী-আ। জঞ্জালদের জ্বালায় তো রাস্তায় বেরুই নি; তা কর্‌বো কি? মেয়েটা যে আবার অসুখ ক'রে বস্‌লো। আমি না দেখ্‌লে দেখে কে?

(মালতীর প্রবেশ)

মালতী। কি গো হীরের আয়ী-মাসী, এত বেলায় কোথায় গেছলে?

হী-আ। এই যমের বাড়ী গিয়েছিলুম, দূর, মর ছাই, এই ডাক্তা-রের ঘরে গিয়েছিলুম।

মাল। তা হোক্, তা হোক্, ও একই কথা; কেন গেছলে মাসী? তোমার অসুখটসুখ করেছে না কি?

হী-আ। বালাই, ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস, আমার অসুখ করতে যাবে কেন? যে বলে, তার অসুখ হোক্; তার যে যেখানে আছে, সব্বার অসুখ হোক্। তার বাতিক শ্লেষ্মা হোক্—ধনুকটঙ্কার হোক্।

মাল। ও মাসী, কাকে কি বল্‌ছো? গাল দিচ্ছ কেন? আমি তো তোমায় কিছু অমন্দ বলি নি।

হী-আ। হ্যাঁ লো তুই আবার আমার মন্দ দেখলি কোথায়? আমার কি আর মন্দ হবার সময় আছে, বয়েস প্রায় পাঁচ সাত গণ্ডা হলো কি এক পোণই বা হয়।

মা। সে কি মাসী, তোমার কিসের বয়স? আমাদের মঙ্গলার মা'র এখনো বিয়ান বন্ধ হয় নি, সে তোমায় হ'তে দেখেছে।

হী-আ। তা দেখতে পারে, তোরা তো কাল্‌কের ছেলে, আবদার ক'রে মাসী বলিস্। (সরোদনে) তাই ভাবি বাছা, সব গেল; কবে তোরাও ছেড়ে যাবি; আমায় ব'সে ব'সে দেখতে হবে, তোদের পোড়া পেরমাই ফুরুবে। আমার কি যাবার চুলো আছে। মিন্‌ষে গেল, ব্যাটা গেল—বৌ গেল; হীরেও বুঝি যায়! আবাগীর কি হলো যে,—যমের বাড়ী যোড়া মড়া মলো রে!

মালতী। কেন মাসী? কেন মাসী? হীরের কি হয়েছে?

হী-আ। ওগো, হীরের বড় শক্ত ব্যামো। হিঁদু-মোছনমানে নেই!

এত লোক থাকতে আমার হীরের কাঁধে রোগ চাপলো কেন গো? মুখপোড়া যমরা একচোখো?

মাল। কেন, কি? ডাক্তারে কি বল্‌লে?

হী-আ। তার মাথামুণ্ড বল্‌লে, গুষ্ঠীর পিণ্ডি বল্‌লে, মিন্‌ষের মুখে আটকালো না গা—আটকালো না গা? আমার মুখের ওপর আমার বাছার অলুক্ষণটা গাইলে! পোড়ারমুখো মিন্‌ষে বলে কি না—হীরার আবার ইষ্টিরস হয়েছে।

মাল। ও মা, কোথায় যাব? এমন কথা কখনো শুনি নি। জন্মে অবধি খেজুররস, আখের রস, তালের রস, কত রস দেখলুমও বটে, শুনলুমও বটে—ইষ্টিরস তো কখনও শুনি নি। সে—

হী-আ। কে জানে বাছা! ডাক্তার মুখপোড়াই জানে।

মাল। তা ব্যবস্থা কি করলে? তোমার হাতে ও শিশিতে কি ওষুধ?

হী-আ। অষুধ কি ছাই, তা যম জানে; মিন্‌ষে বল্‌লে রসকরা। কুড়ি ফোঁটা জল দিয়ে খাইয়ে দি গে।

মাল। ও মা, কালে কালে কত দেখবো গো! শিশির ভেতর জল-প্যানা রসকরা। ও খেলে কি হবে?

হী-আ। বলে, গোলাপ খুলবে; সেবারে অম্‌নি অসুখ হ'তে অম্‌নি কেষ্টরস্ দিয়েছিল, হ্যাঁ বাছা, কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস সারে না?

মাল। সারবার তো কথা মা, কেষ্টই তো সবারই ইষ্টি। তবে কলিকালে সব ফলে না।

হী-আ। তাই বল্‌লে, এবার এই রসকরা দিলুম, খাইয়ে দি গে যা,

আর বললে, তোর নাত্‌নীকে খুব গরমে রাখিস, তা যাই গয়লা-বাড়ী থেকে আবার ঘুঁটের যোগাড় করি গে। হ্যাঁ বাছা, ঘুটের পোণ সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে তার মাঝখানে হীরেকে বসিয়ে দেব, তা হ'লে হীরে গরম হবে না ?

মাল। কি ক'রে বলবো বাছা, আমাদের সাদাসিদে গরম তো হয়, এ ডাক্তারী গরম, এর কথা আমরা কি ক'রে বল্‌বো ? তা মাসী, এখন আসি। শুন্‌লুম, ভূতোর মা'র ব্যাটা কাল ও গাঁয়ে নাপতেনী মাগীর বাড়ীর কাছে ঘুরছিল, তা যাই, তার বৌকে খবরটা দিয়ে আসি, তার পর এসে রান্না চড়াব এখন। আহা, ছুঁড়ী শুনে জ্ব'লে মর্‌বে এখন।

হী-আ। আহা, যাও বাছা যাও, যখন কথাটা কানে শুনেছ, তখন বল্‌তেই হয়। ছুঁড়ীর যদি একটু হায়া থাকে, এ কথা শুন্‌লে নিয্যস গলায় দড়ী দেবে।

মাল। তা তার কাজ সে বুঝবে। আমার কাজ আমি তো করি।

[মালতীর প্রস্থান।

হী-আ। গতরখাগীর বেটী, কথাটা শুনেছিস, তা তাড়াতাড়ি যা না। খবরটা দে, কদ্দিন হ'লো একটা গলায় দড়ী দেখি নি। আমাকে পথে আটকে গল্প ফেঁদে বসলেন; আর এই মুখপোড়া ডাক্তার মিন্‌ষে আর লোক পেলেন না। হতচ্ছাড়া, আমার সঙ্গে এলেন ঠাট্টা করতে! শিশিতে রসকরা ঢেলে দিয়ে আমায় বলেন, ফস্‌করা। রসকরা বুঝি মিনষের ভাশুরের নাম !

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষ।

নগেন্দ্র

নগে। ওহোঃ হোঃ হোঃ! এ কি সেই ঘর? আমার জীবনের সমস্ত সার সুখের নিত্য নূতন আস্বাদ যেখানে উপভোগ করেছি, এ কি সেই ঘর? ক'মাস বই নয়, তবু যেন যুগ-যুগান্তর কেটে গেছে! (সময়ের পরিমাণ দণ্ডে, দিনে, সপ্তাহে বা মাসে নয়, ঘটনাবৈলক্ষণ্যই কালকে দীর্ঘ বা অল্প অনুমান করায়।) আহা, আমার কাঞ্চন-লতা এই পর্য্যঙ্কে কোমল অঙ্গ ঢেলে শয়ন করতেন! আজ যে সোফায় একলা উদাস মনে লক্ষ্যশূন্য জীবন লয়ে ব'সে আছি, জীবন-সর্ব্বস্বের অঙ্কে মাথা রেখে কত সুখস্বপ্নই না এখানে দেখেছি! (প্রিয়তমা আমার আপন মাধুরীময় কল্পনায় যে সকল পট চিত্রিত করিয়েছিলেন, পূর্ব্বের মতন এখনও সে সব দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। শোভা পাচ্ছে! আঃ মূর্খ, যার শোভায় সংসারের শোভা, গৃহের শোভা, তোর জীবনের শোভা, সে এখন কোথায়? তারে স্বেচ্ছায় অনলে ডালি দিলি! আপনার অন্তরের স্তরে স্তরে দগ্ধকারী হুতাশন জ্বালালি! আহা, ঐ আমার সূর্য্যমুখীর স্বহস্তলিখিত গৃহপ্রতিষ্ঠালিপি।) প্রকৃতি দেবী কি আজ আমার অন্তরের ভাবের সঙ্গে সুর বেঁধেছেন! কি গর্জ্জন, কি বর্ষণ, কি ঝঞ্ঝাবাত! সামনের দরজা তো বন্ধ করেছি, এটাও দিয়ে বসি। বাড়ীর লোককে চোখের জল দেখাই নি! একবার

এই শয্যায় প'ড়ে প্রাণ ভ'রে কেঁদে নিই। (দ্বারে স্ত্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব) কে ও? আমার ঘরের দ্বারে কে? না না, চোখের ভ্রম তো নয়! ঠিক দেখেছি! এ কি? এ কি সেই? দেহী না ছায়া! প্রেতাত্মা, না দেবাত্মা? যাই হও, দাঁড়াও, ঐ আনন্দময়ী মূর্ত্তি নগেন্দ্রের জীবন! আমি বুকে নেব, দাঁড়াও। ছি! গেলে? সূ—সূ—সূর্য্যমুখী—(পতন ও মূর্চ্ছা। সূর্য্যমুখী অগ্রসর হইয়া নগেন্দ্রের মস্তক অঙ্কে উত্তোলনান্তে উপবেশন)

সূর্য্য। (স্বগত) রমণি, তোর গরবের যে আর সীমা নেই রে? তোর সাধের স্বামী তোর মরণে আজ আকুল-ব্যাকুল হয়েছে! আহা, দাসীর জন্যে আজ তোমার এমন দশা?

নগে। কোথায় গেল? কই, আলো কই? আর দেখতে পাব না! আহা, সে কতবার বলেছে যে, জীবনে মরণে আমার। সতী, তার বাক্য মিথ্যা হয় না, তাই দেখা দিলে! আমার মাথায় বালিস দিলে কে? আমি তো মাটীতে প'ড়ে ছিলুম। না, বালিস তো নয়! যেন কার উরুতে মাথা রেখে শুয়েছি। আঃ, কি কোমল! কে এ? কে গা? কুন্দ? না, কে—কে তুমি? কে তুমি? কথা কইলে না? এ কি! জল পড়ে কোথা থেকে? কে তুমি কাঁদছো! (স্পর্শকরণ) না, এ তো কুন্দ নয়! এক জন বই তো আর কারুর স্পর্শে আমার অঙ্গে এমন হর্ষের বিদ্যুত্তরঙ্গ প্রবাহিত হয় না? (উপবেশনান্তে সূর্য্যমুখীর মুখাবলোকন ও সূর্য্যমুখীর সরিয়া যাওন) কোথা যাও? কোথা যাও? কথা কও। (পদতলে পতন) তুমি যে হও, মানবী বা

দেবী তুমি যে হও, একটি কথা কও, একবার কথা কও, নইলে আমি মরি, আমি মর্‌বো।

সূর্য্য। (আত্মগতভাবে) পোড়ারমুখী, দুদিন না খেয়ে, পথ চ'লে, গাছতলায় শুয়ে মনে করেছিলি যে, বড় যাতনা! আজ এ কি দেখছিস্‌?

নগে। সেই স্বর! কি বল্‌লে? কি বল্‌লে? বুঝতে পারলেম না, শুনেছি, সেই জীবনদায়িনী সুধাবাণী, যেও না, যেও না; (সূর্য্যমুখীর অপসরণ) এই যে ছিল, কোথায় গেল?

(পতন ও মূর্চ্ছা, সূর্য্যমুখীর পুনঃ প্রবেশ ও অঙ্কে ধারণান্তে উপবেশন)

এ কি?

সূর্য্য। (স্বগত) এ কি সুখ? সূর্য্যমুখী পোড়ারমুখী, যার পায়ে কাঁটাটি ফুট্‌লে তোর প্রাণ ফেটে যেতো, লক্ষ প্রাণের চেয়ে যাকে ভালবাসিস্‌, আজ তার এই যাতনাটুকু দেখে তোর এ কি সুখ?

নগে। কুন্দ, তুমি কখন্‌ এলে? আমি আজ সমস্ত রাত সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নে দেখছিলেম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়ে আছি, তুমি যদি সূর্য্যমুখী হ'তে পার্‌তে, তবে কি সুখ হ'তো!

সূর্য্য। সেই পোড়ারমুখীকে দেখলে তুমি যদি এত সুখী হও, তবে না হয় আমি সেই পোড়ারমুখীই হলেম।

নগে। এঁ্যা! এ কি? না, (চক্ষু মুছিয়া) স্বপ্ন তো নয়, এই তো আমি জেগে, কানে শুন্‌লেম, না মাথার ভেতর আওয়াজ হয়েছে! অসম্ভব, অসম্ভব; ছি ছি,—শেষটা পাগল হলেম? মনুষ্যের

বার হ'লেম ? না, সূর্য্যমুখী বেঁচে ! অসম্ভব। কি হলো ! কি হলো ! পাগল হলেম, পাগল হলেম, ও হোঃ হোঃ হোঃ ! সূর্য্যমুখি ! আর কি তারে পাব ? আর কি সে এসে আমার ঘর আলো—হৃদয় আলো কর্‌বে ? ও হোঃ ! আমি পাপিষ্ঠ ! স্বহস্তে তাকে বধ করেছি, আবার কেন তার আশা করি ? সূ—আমার—সূ—আমার (রোদন)

সূর্য্য। (পদপ্রান্তে পড়িয়া) নাথ, দেখ, ওঠো ওঠো, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব ! মাটী ছেড়ে উঠে বসো, আমি এত দুঃখ সয়েছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হলো। ওঠো ওঠো, আমি মরি নি ; আবার তোমার পদসেবা কর্‌তে এসেছি।

নগে। তবে সত্য সত্য, ছায়া নয়, ভ্রম নয়, এ মস্তিষ্কের বিকার নয়, এ সত্য আমার শতদলকোমল-অঙ্গিনী জীবনসঙ্গিনী সূ—আয়, সূ—আয়—বুকে আয়, অনেক দিনের পর একবার আয়। (আলিঙ্গনকরণ) একবার সূ—তোর বুকে মাথা রেখে কেঁদে নিই ! অনেক কেঁদেছি ; প্রাণ বলিদান দিয়ে কেঁদেছি, একবার সুখে কাঁদতে দে।

সূর্য্য। কাঁদ কেন ? আমি মরি নি, তোমায় না দেখলে আমার মরণ হবে কেন ? কবিরাজ তোমায় যে আমার মৃত্যুসংবাদ দিয়েছেন, সে ভুল। তিনি জান্‌তেন না, আমি তাঁর চিকিৎসায় সবল হয়ে তোমাকে দেখবার জন্যে নিতান্ত কাতর হলেম, ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত কর্‌লেম, শেষে তিনি এক দিন সন্ধ্যার পর আমাকে সঙ্গে ক'রে যাত্রা কল্লেন ; এখানে এসে তুমি নেই শুনে, তিনি ক্রোশ

তিনেক দূরে তাঁর এক শিষ্যবাড়ী আমায় রেখে তোমার উদ্দেশে গেলেন।

নগে। তুমি এত নিকটে ছিলে, আর আমি উদাসীন হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেম! তার পর?

সূর্য্য। তিনি তোমার সন্ধানের জন্যে কলিকাতায় ঠাকুরজামায়ের কাছে গেলেন; সেখানে তুমি কাশী থেকে মধুপুরে এসেছ শুনে তিনি আবার তথায় গেলেন।

নগে। এখনও এমন ধর্ম্মাত্মা পরোপকারী ভারতে আছেন! তার পর?

সূর্য্য। মধুপুর গে শুন্‌লেন, 'যে রাত্রে আমরা লুকিয়ে চ'লে আসি, সে রাত্রে হরমণির ঘরে আগুন লাগে, সকালে ছাইয়ের মধ্যে একটি অর্দ্ধদগ্ধ স্ত্রীদেহ পাওয়া যায়, সকলে সিদ্ধান্ত কর্‌লে যে, হরমণি সবল ছিল, সে পালিয়েছে, আমি রুগ্না, কাজেই আমি পুড়ে মরেছি।

নগে। ও স—ও স—ও কথা আবার কেন?

সূর্য্য। বলি সত্যি সত্যিই মরি নি তো? তোমার কোলে গঙ্গালাভ হবে, আমায় কুষ্ঠীতে লেখা, সত্য মুখ-অগ্নি করবে, অমনি বেড়া আগুনে পুড়লেই কি হলো? সেই মধুপুরের পণ্ডিতরা গ্রাম্য ন্যায়শাস্ত্র মিলিয়ে যেটা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সেটা বল্‌ছি, তার পর শোন, ক্রমে ঐ কথাই জনরবে উঠলো যে, আমিই মরেছি, কবিরাজ মশায়ও শুনলেন, তাই তোমাকে সেইরূপ সংবাদ দিয়েছেন। নইলে তিনি অতি ভাল লোক, আমাদের বাড়ীতে

এত কবরেজ আস্‌তেন তো? কিন্তু রামকৃষ্ণ রায়ের মতন দয়ার শরীর আমি আজও দেখিনি।

নগে। অর্থদান যদি তিনি পুরস্কার ব'লে গ্রাহ্য না করেন, তা হ'লে চির-কৃতজ্ঞতায় আমি তাঁর নিকট ঋণী থাকবো। তাঁর দুঃখী অনাথ রোগিগণের সেবা-সাহায্যের জন্য মধুপুরে একটি ভাণ্ডার খুলে তাঁর হস্তে তার কর্তৃত্বের ভারার্পণ করবো। হাঁ, তার পর কি বল্‌ছিলে?

সূর্য্য। ব্রহ্মচারী যখন শুন্‌লেন যে, তুমি আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে অতি কাতর হয়ে দেশে ফিরেছ, তখন তিনিও এখানে এসে সকল কথা আমায় শোনালেন, ঠাকুর-জামায়ের সঙ্গেও যে কথা হয়েছে, সব বল্‌লেন, বুঝছো কি? শুনে আমার প্রাণটা কি হলো?

নগে। কি আর হলো, সূর্য্যমুখি, এ জগতে তোমার উপমা তুমি! এমন পাপিষ্ঠ স্বামীর জন্যে এক সূর্য্যমুখীর চক্ষেই জল আস্‌তে পারে।

সূর্য্য। ছিঃ, আমি কে? তুমি আপনি ভাল; তাই আমায় অত বাড়াও। নাথ, আমরা বাঙ্গালার মেয়ে, বিয়ে হবার পর আমাদের স্বামী বই গতি নেই, মতি নেই, গভীর সাগরজলে কত রত্ন থাকে, তা কে দেখে? কে তোলে? তমসাচ্ছন্ন নিবিড় বনেও সুরভি কুসুম ফোটে, সুবাস নির্জ্জনে ছড়ায়, কেউ কুড়ায় না; পল্লীতে পল্লীতে হোগলার ঘরের ভেতর কত যে সীতা সাবিত্রী অর্দ্ধাশনে—ছিন্নবসনে পতিপূজা করে, তার কি কেউ সংবাদ রাখে? আমি বরং তোমার কাছে অপরাধ করেছি, স্বামী সুখী হবে, শ্বশুরের

বংশরক্ষা হবে, এ ভেবে অনেক ভার্য্যা তো পতির আবার নিজে যত্ন ক'রে বিবাহ দেয়? কিন্তু তারা তো পতিকে নির্ব্বাক লাঞ্ছনা দেবার জন্যে ঘরের বার হয় না। আমি তোমার পায়ে সহস্র দোষে অপরাধিনী, তুমি যাকে অসূর্য্যম্পশ্যা ক'রে রেখেছিলে, সে বুদ্ধির ভ্রমে পথে বেরিয়েছিল।

নগে। যদি এ সুখ আমার কপালে ছিল, তবে নিজেকে দোষী ক'রে কেন আর আমার মাথায় তিরস্কারের বোঝা চাপাও? সূ—আমি সব বুঝেছি, বুঝেছি যে, স্বামীর ভাগ দেওয়া যায়, কিন্তু ভালবাসার ভাগ দেওয়া যায় না! স্ত্রী পতি-সেবার সঙ্গিনী নিলেও নিতে পারে, কিন্তু প্রণয়িনী প্রাণপতির অন্যা আদরিণীর সঙ্গ সহ্য কর্‌তে পারে না।

সূর্য্য। তবে কি তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌লে? দাসী কি আবার চরণে স্থান পেলে?

নগে। সূর্য্যমুখি, সব দেখেছ, সব বুঝেছ, আর কেন জিজ্ঞাসা কর? প্রভাত হয়েছে, ঐ শোন, সবাই জেগেছে, বাড়ীতে গোলমাল হচ্ছে! তোমায় কেমন ক'রে সকলের সাম্‌নে নে যাই, আগে কমলের দেখা পেলে ভাল হতো।

(কমলের প্রবেশ)

কম। দাদা, দাদা, বেলা হয়েছে, বাইরে এস। এঁ্যা! দাদা, কে ও ব'সে? হ্যাঁ বৌ? বৌই তো! বৌ, ও দিদি, কেন আমাদের ছেড়ে গেছলি? তবে যে সব বল্‌লে, তুই নেই? ও বৌ!

সূর্য্য। ও ঠাকুরঝি, তোমার দাদার জাদুতে মরাও বাঁচে। তাই আবার তোদের জ্বালাতে এসেছি।

কম। জ্বালাতে এসেছ? এই আমি দেখ না জ্বালাচ্ছি গে? ও পোড়ারমুখীরে, বজ্জাৎ মাগীরে, কুড়েছুঁড়ীরে, বিছেনা ছেড়ে ওঠ না? হুলু দে না? আমার দাদার আবার বিয়ে, বার বার তিনবার। উলু দে, উলু দে, শাঁখ বাজা, শাঁখ বাজা।

[প্রস্থান।

সূর্য্য। কম্‌লি আমায় বড় লজ্জা দেবে।

নগে। আমি বাইরে যাই?

সূর্য্য। বটে! লাঞ্ছনাটা আমি একলা সহ্য কর্‌বো? চল—এখন ছাড়ছি নি।

নগে। আর কখনও ছেড়ো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ

হীরা ও কুন্দ

হীরা। হ্যাঁ গা, এখনও ব'সে? ওঠো, মুখটুক ধোও, কখন্ ভোর হয়েছে। ও কি! তুমি কাঁদ্‌ছো? এ কি! চোখ্ দুটি লাল যে, সমস্ত রাত প'ড়ে প'ড়ে কেঁদেছ না কি? কি হয়েছে?

কুন্দ। কিছু না।

হীরা। হ্যাঁ মা, আমায় বলবে না? আমি কি তোমার পর? বিধেতা কথাগুলো কটকটে করেছে, নৈলে অন্তর্যামীই জানেন, আমি তোমায় কত ভালবাসি, তোমার সেবা কর্‌বার জন্যেই বাড়ীতে আছি, নইলে দাসীবৃত্তিতে আমার আর দরকার?

কুন্দ। হীরে, আমার কি দোষ?

হীরা। কিসে?

কুন্দ। এই যা সব হলো।

হীরা। তোমার আবার দোষ কি? কে দোষ দেয়? কেন, রাত্তিরে বাবু কি কিছু বলেছেন?

কুন্দ। কিছু না।

হীরা। বাবু বাড়ী এসে তোমার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কইলেন, বল না শুনি? আমরা দাসী, আমাদের বল্‌তে হয়।

কুন্দ। কোন কথাবার্ত্তা বলেন নি।

হীরা। সে কি মা, এত দিনের পর দেখা হলো, কোন কথাই বল্‌লেন না?

কুন্দ। আমার সঙ্গে—আমার সঙ্গে—আমার সঙ্গে দেখা—দেখা হয় নি।

হীরা। (স্বগত) বেশ হয়েছে, সোহাগে ছাই পড়েছে! (প্রকাশ্যে) ছি মা, এতে কি কাঁদ্‌তে হয়? কত লোকের কত বড় বড় দুঃখ মাথার ওপর দিয়ে গেল, আর তুমি একটু দেখা করতে দেরী হয়েছে ব'লে কাঁদছো?

কুন্দ। বড় বড় দুঃখ। হ্যাঁ হীরে, এর চেয়ে আবার দুঃখ কি ?

হীরা। (স্বগত) তুই জানিস নি বটে, কিন্তু তোর জন্যেই আমি সে দুঃখ ভুগছি !

কুন্দ। হীরে, সমস্ত রাত্রি যে যন্ত্রণা সহ্য করেছি, তোকে তা কি বল্‌বো ? আমি না ডাকলে কখনও সাহস ক'রে সাম্‌নে যেতে পারি নি, তাঁকে বেশী কথা মুখ ফুটে বলতে পারি নি, তাঁর জন্য আমার প্রাণের ভিতর কি হয়, তা কখন জানাতে পারি নি। কত দিন পরে বাড়ী এলেন, শুন্‌লুম, বড় আমোদ হলো, বড় আশা হলো, কিন্তু তিনি সকলের সঙ্গে কথা কইলেন, চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসা করলেন, কুকরগুলো পর্য্যন্ত কাছে গেল, কিন্তু আমার ঘরের দিকে ফিরেও চাইলেন না ! সমস্ত রাত ঝড়ে কপাট পড়ে, জানালা নড়ে, আমি চমকে চম্‌কে উঠি ! আর ভাবি, এই আস্‌ছেন, কিন্তু এলেন না ! আমি আছি কি না, তাও কাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন না। আমার দোষ কি ? যা হয়েছে, দিদি যে চ'লে গেছেন—তাতে আমার দোষ কি ? আমি শুধু ভালবেসেছিলেম বই ত নয় ? মনে মনে কাকেও ত বলি নি ? এতে আর আমার দোষ কি ?

হীরা। হবে—হবে—দেখা হবে বৈ কি, কেঁদো না ; এতেই এই, আমার মতন যদি তোমায় সইতে হতো, তবে তুমি এত দিন আত্মহত্যা কর্‌তে।

কুন্দ। আত্মহত্যা ! আত্মহত্যা ! শেষরাত্রে কেঁদে কেঁদে একটু অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেম ; স্বপ্নে দেখলুম, যেন আমার মা আবার

ডাক্‌তে এয়েছেন ; তখনি মনে হয়েছিল যেন মরি ! আরও কত-বার আগে ও কথা মনে করেছি, আত্মহত্যা। সে কেমন ক'রে করে ?

হীরা। শুন্‌বে ? আমার দুঃখের কথা শুনবে ? এই বলি শোন ! আমিও এক জনকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতুম, সে আমাব স্বামী নয়, কিন্তু যে পাপ করেছি, তা মনিবের কাছে লুকুলেই বা কি হবে ? স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।

কুন্দ। (অন্যমনা হইয়া)—আত্মহত্যা। আত্মহত্যা !

হীরা। হ্যাঁ, যা বলছিলুম, সে আমার স্বামী নয়, কিন্তু আমি তাকে লক্ষ স্বামীব চেয়ে ভালবাসতুম, আমি বাসতুম, সে কিন্তু আমায় ভালবাসত না ; আমার চেয়ে শতগুণে নির্গুণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভালবাসতো ! শুনলে ? বুঝলে ? আমার চেয়ে শতগুণে নির্গুণ ! আমার পায়ের কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা নেই।

(বিকৃত কটাক্ষপাতকরণ)

কুন্দ। এঁ্যা ! কি বল্‌ছো ? তুমি অমন ক'রে চাচ্ছ কেন ?

হীরা। কিছু না, সে অনেক কথা, তোমার শুনে কি হবে ? আসল কথা এই যে, সে তার সেই ভালবাসার জন্যে আমাকে এক দিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে ! বুঝলে ? তুমি এক দিন দেখা পাওনি ব'লে অপমান বোধ কচ্ছো ! আর বুঝলে ?

কুন্দ। আহা !

হীরা। আহা! আমায় অমন আহা করে কে? আমি অমন কারুর আহা চাইনি; আমি অমন প্যান্‌পেনে নই। বল দেখি, আমি লাথি খেয়ে কি কর্‌লুম ?

কুন্দ। কি কর্‌লে ?

হীরা। আমি তখনি চাঁড়াল কবরেজের কাছে গেলুম, তার কাছে এমন সব বিষ আছে যে, খাবামাত্র মানুষ মরে।

কুন্দ। তার পর ?

হীরা। আমি বিষ খেয়ে মরবো ব'লে বিষ কিনেছিলুম। শেষ ভাবলুম, পরের জন্য মরবো কেন? এই ভেবে বিষ কৌটোয় পুরে আঁচলে বেঁধে রেখেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। কি জানি, কখন্ কি দরকাবে লাগে।

কুন্দ। বিষ! বিষ! সে কেমনতর ?

হীরা। এই দেখ। (কৌটা খুলিয়া দেখান)

কুন্দ। এই বিষ? এ তো একটু গুঁড়ো? এ খেলে ম'রে যায় ?

হীরা। এতটুকু মুখে দিলেই—বেশী দেরী হয় না; আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি।

কুন্দ। এই বিষ ?

(নেপথ্যে শঙ্খ ও উলুধ্বনি)

হীরা। ও কি! ও কিসের গোল? তুমি ব'স, আমি দেখে আসছি।

[প্রস্থান।

কুন্দ। আবার বে না কি? কার কপাল ভাঙ্গছে? আত্মহত্যা! আত্মহত্যা! খালি যেন কানের কাছে ঐ শব্দ হচ্ছে! এই বিষ, এতটুকু মুখে দিলেই আর দেরী হয় না! সব যন্ত্রণা শেষ হয়ে যায়! ভাগ্যে হীরে দেখালে, নইলে আমি এ কোথায় পেতুম? কে এনে দিত? কে আমার উপকার করতো? দেখি, কতটুকু খেতে হয়, একটু খেয়ে দেখবো কেমন হয়? না, একবার তাঁকে দেখবো। পায়ে প'ড়ে কাঁদবো, তার পর যা হয় করবো! না, তখন তা হ'লে বিষ পাব কোথায়? হীরে এলেই কৌটা কেড়ে নিয়ে যাবে, পঞ্চাশ টাকায় কিনেছে, আমায় দেবে কেন? তাড়াতাড়িতে ভুলে ফেলে গেছে বই ত নয়? এই বেলা খানিকটে খেয়ে ফেলি। (খাইতে উদ্যত) এখন খাব? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই খাই, মা, আমি তোমার কাছে যাব, তুমি কোলে ক'রে নিও মা। আচ্ছা, বিকেলে খেলে হয় না? তাঁকে একবার লুকিয়ে দেখে তার পর? ঐ কে আসছে! হীরে বুঝি। না, আর দেরী না; ঘরের ভিতর গিয়ে খাই। আর দেরী না, আর দেরী না, ধরা প'ড়ে যাব। (বিষ ভক্ষণ ও নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি) এ কি! আমি মরছি, তাই কি সবাই উলু দিয়ে শাখ বাজাচ্ছে? উঃহুঃহুঃ, মাথার ভেতর যেন আগুন জ্ব'লে উঠলো; পায়ে থেকে সর্ব্বশরীরের শির যেন চড় চড় ক'রে বাঁধছে। উঃ, বড় পিপাসা, জিভ যেন ভেতর দিকে টানছে, কি হলো, কি হলো, বুঝি যাই, একবার দেখতে পাব না?

(সূর্য্যমুখী ও কমলমণির প্রবেশ)

কম। ও কুঁদি, দেখ দেখ, একবার চেয়ে দেখ, কে এয়েছে? আ গেল যা, ঘাড় গুজে ব'সে রইলো, আমি ডাক্‌ছি, গ্রাহ্য নেই, দেব চুলের মুঠি ধ'রে ঘা কতক কিল।

সূর্য্য। কুন্দ, বোন্‌টি আমার, লজ্জা কি? ভয় কি? আমার পাগ-লামী গিয়েছে, এবারে আমি তোমায় আগের মতন যত্ন কর্‌তে—আদর কর্‌তে এসেছি, আমরা দুই বোনে মিলে দেহ প্রাণপাত ক'রে আমাদের হৃদয়সর্ব্বস্বের সেবা করবো।

কুন্দ। দিদি গো! আর আমি কারুর সেবা করতে পাব না! আমার সব ফুরিয়েছে, একটু জল দেবে? ঠাকুরঝি, তুমিই আমায় প্রথম কোলে ক'রে ঘরে নিয়েছিলে, এখন বিদায় দাও।

কম। বিদায় দাও কেন? কি হয়েছে? কি করেছিস্? হ্যাঁ ও বৌ, কুঁদি কি করলে?

সূর্য্য। এ কৌটা প'ড়ে কিসের? কি এ সাদা গুঁড়ো? কুন্দ, দিদি, বোন্, কি করেছ? সর্ব্বনাশ করেছ? এতে কি ছিল? ও মা! এ যে মুখে কালী মেরে গেছে। ঠাকুরঝি, কুন্দ বিষ খেয়েছে, তুমি তাঁকে শীগ্‌গির ডাক।

[কমলমণির প্রস্থান।

কেন দিদি এমন কাজ করলে?

কুন্দ। দিদি! তোমায় দিদি বলি, কিন্তু তুমি আমার মা'র কাজ করেছ, তোমার জন্যেই সংসারে স্থল পেয়েছিলুম; যে দিন

বুঝতে পারলুম যে, তোমার সুখের পথে আমি কাঁটা দিয়েছি, আমার জন্যে তুমি গৃহত্যাগী দেশত্যাগী হয়েছ, সেই দিনই মনে করেছিলুম যে, এ প্রাণ আর রাখবো না; তবে একটা সাধ ছিল. দিদি! আমার আর দেরী নেই, তাই ব'লে ফেললুম, একটা সাধ ছিল, শেষ দেখলুম, সে সাধও পূরলো না। কুকুরকে কাছে আনিয়ে গায়ে হাত বুলালেন, কিন্তু আমায়—আমায়—ও দিদি! তুমিও তো ভালবেসেছ? সব তো বুঝতে পাচ্ছো?

সূর্য্য। পোড়ারমুখী আমি, রাত্রেই যদি তোর খবর নিই, হা রে অভিমান! তুই-ই আমাদের আভরণ, আবার তোর জন্যেই আমাদের মরণ!

(নগেন্দ্রের প্রবেশ)

নগে। সে কি! কি হয়েছে? সূর্য্যমুখি, কি হয়েছে?

সূর্য্য। এই দেখ, কুন্দ সর্ব্বনাশ করেছে! বিষ খেয়েছে! বড় আহ্লাদ ক'রে বলতে আসছিলুম যে, এবার দুটি বোনে মিলে হেসে খেলে সংসার করবো, কিন্তু আমার পোড়াকপালে সে সুখ নেই।

নগে। কোথায় ও বিষ পেলে? কে দিলে? কুন্দ কি দুঃখে এমন কাণ্ড করলে?

সূর্য্য। ঠাকুরঝি কোথায় গেল? তুমি এখানে থাক, আমি যাই, ডাক্তার কবিরাজ ডেকে পাঠাই। আমার সর্ব্বস্ব দেব, কুন্দকে যদি কেউ বাঁচিয়ে দিতে পারে।

[প্রস্থান।

নগে। আর বাঁচিয়ে দিতে পারে! যা দেখছি, আর উপায় নেই, কি বিষ? কতক্ষণ খেয়েছ?

কুন্দ। ও কথা যাক্, তুমি একবার বসবে? বসো না একটু এইখানে।

নগে। এই বসেছি, কি বল?

কুন্দ। আর কিছু না, তুমি যদি রাগ না কর, কেউ যদি কিছু না বলে তো একবার কোলে মাথা দিয়ে শুই। বুঝতে পাচ্ছি, আর আমার দেরী নেই।

নগে। তাই তো শুয়ে আছ, সূর্য্যমুখী আমার সে স্ত্রী নয়, থাক এমনি শুয়ে। জান, তোমায় আমি ভালবাসি, তোমার জন্যে প্রায় পাগল হয়েছিলেম।

কুন্দ। এ কথা কাল বল নি কেন? যদি একটিবার দেখা দিতে, তা হ'লে আমি মরতেম না, দেখ, আমি অল্পদিনমাত্র তোমায় পেয়েছিলুম, তোমাকে দেখে আমার তৃপ্তি হয় নি।

নগে। ওহোঃ হোঃ হোঃ! তবে নগেন্দ্র চণ্ডাল, নগেন্দ্রই তোমার হত্যাকারী।

কুন্দ। ছিঃ, ও কথা কি বলতে আছে, তুমিই আমার জীবন, ইহকালে স্বামী, পরকালে দেবতা! তুমি ও কি করছো? আমি তোমার হাসিমুখ দেখতে এত ভালবাসি আর চোখের জল ফেলে কি আমায় বিদায় দিতে হয়? একটু পায়ের ধুলো মাথায় দাও; আমি যাই! নাথ আমার—সর্ব্বস্ব আমার!

নগে। জগদীশ! জগদীশ! এ কি হলো?

ন্দ। ওগো কেঁদ না, আমায় তোমার হাসি মুখ দেখে মরতে দাও, তা নইলে আমার মরণেও সুখ হবে না।

গে। ওরে নারী! তোরা কি সবাই সমান? শুনেছি, মধুপুরে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সূর্য্যমুখীও ঐ কথা বলেছিল! সূর্য্যমুখি! সূর্য্যমুখি! তোমার মিলনের এ আনন্দে কে এ বিষ ঢেলে দিলে?

(সূর্য্যমুখীর প্রবেশ)

সূর্য্য। ডাক্তার আসছে, এখন কেমন আছে?

নগে। আর ডাক্তার! দেখছো না? বুঝতে পাচ্ছ না?

কুন্দ। দিদি এসেছ? একবার পাখানা মাথার কাছে আন, তোমার সোনার সংসারে আমি বিষের তরুরূপে ছিলুম, আজ তা আপনি নির্ম্মূল কল্লুম! দিদি! আমায় ক্ষমা করো, বল দিদি! ক্ষমা করলে?

সূর্য্য। ছি দিদি! অমন কথা বলো না, তুমি আমার লক্ষ্মী, তোমার মুখে কেউ কখনো উঁচু কথা শোনে নি; বরং আমিই ভুল ক'রে তোমায় দুর্ব্বাক্য বলেছি, যন্ত্রণা দিয়েছি। দিদি আমার, সে সব ভুলে যাও। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

কুন্দ। দিদি! তুমি দেবতা। পরকে—কাঙ্গালকে তোমার মত এত আপনার আর কে করতে পারে? জগতে যার তুলনা নেই, এমন স্বামী তুমি পেয়েছ, সুখে ভোগ কর! আমিও পেয়েছিলুম, সইলো না। এ কি! আর কথা কইতে পারি নি।

নগে। কুন্দ—কুন্দ! সূর্য্যমুখি, কুন্দ গেল। চক্ষু স্থির হয়েছে! তবু আমার মুখের দিকে যেন চেয়ে আছে। কুন্দ -কুন্দ! সব শেষ! আমার নিজ রোপিত বিষ-বৃক্ষের ফল ফল্‌লো।

সূর্য্য। ভাগ্যবতি! তোমার সীঁতের সিঁদুর, পায়ের আল্‌তা আমি ধুয়ে তুলে রেখে দেব, তোমার মতন প্রসন্ন অদৃষ্ট যেন আমার হয়, আমি যেন এই রকম স্বামীর চরণে মাথা রেখে প্রাণত্যাগ কর্‌তে পারি।

যবনিকা-পতন